নূরানী পদ্ধতিতে

ব্যবহারিক নামাজ শিক্ষা

নূরানী পদ্ধতিতে ব্যবহারিক নামাজ শিক্ষা

মীনা বুক হাউস

নূরানী পদ্ধতিতে ব্যবহারিক নামাজ শিক্ষা

প্রকৌশলী মইনুল হোসেন

সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মাদ তাহের
প্রিন্সিপাল
ছোলমাইদ ইমদাদুল উলূম মাদ্রাসা
ভাটারা, ঢাকা

মীনা বুক হাউস
কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ ও সৃজনশীল
ইসলামী সাহিত্য প্রকাশক ও বিক্রেতা

নিচতলা ও ২য় তলা
বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

৫ ও ১৩, বায়তুল মোকাররম
ঢাকা-১১০০

প্রকাশক
আবু জাফর
মীনা বুক হাউস
৪৫, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
প্রতিষ্ঠাকাল ঃ ১৯৭৬ ইং
ফোন ঃ ৭১২১৮৯৩

প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল, ২০১৫ ইং

হাদিয়া ঃ ৩৫০.০০ টাকা মাত্র

সংকলক ঃ
প্রকৌশলী মইনুল হোসেন
মোবাইলঃ ০১৯২২-১৬১৭৮০
E-mail:sujon0127@gmail.com
www.namajerbishoy.com
www.quranerbishoy.com
www.hadiserbishoy.com

 Moinul Hossain KUET

 Books of Moinul Hossain KUET

প্রচ্ছদ ডিজাইন ঃ হামিদুল ইসলাম

মুদ্রণে ঃ সুন্দরবন প্রিন্টার্স, ঢাকা।

Nurani Poddhotitey Baboharic Namaj Shikhkha By Engineer Moinul Hossain, Edited by Mawlana Muhammad Taher, Published by Mina Book House, Book & Computer Complex, Shop No. 208, Ground Floor and First Floor, 45, Banglabazar, Dhaka-1100. Bangladesh. First Edition : April 2015. Mobile : +88-01922-161780, E-mail:sujon0127@gmail.com, www. namajerbishoy.com, www.quranerbishoy.com & www.hadiserbishoy.com

Price : Tk. 350.00, US $ 4.50 Only.

ISBN : 978-984-8991-15-2

কুরআনের বাণী

আপনি আপনার পরিবার পরিজনকে নামাজের আদেশ দিন

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿١٣٢﴾

অর্থ ঃ আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাজের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোন রিযিক চাইনা। আমিই আপনাকে রিযিক দেই এবং আল্লাহভীরুতার পরিণাম শুভ।
(২০ সূরা তোয়া-হা, আয়াত ঃ ১৩২)

তারা বলবে, আমরা নামাজ পড়তাম না

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾

অর্থ ঃ বলবে, তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করছে? তারা বলবে, আমরা নামাজ পড়তাম না। (৭৪ সূরা আল মুদ্দাসসির, আয়াত ঃ ৪২-৪৩)

সম্পাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। নামাজ জান্নাতের চাবি। শুধু নামাজ শেখার জন্য বইটি লিখা। এই বইয়ে ফরজ (ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা), ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল অর্থাৎ সব ধরনের নামাজ পড়ার বিস্তারিত নিয়ম কানুন আছে। বইটিতে জানাযার নামাজ, তারাবীর নামাজ, ঈদের নামাজ, সালাতুস তসবীহর নামাজ ইত্যাদি নামাজ সম্পর্কেও আলোচনা আছে। বইটিতে নামাজের ফজিলত, জামাতে নামাজ পড়ার ফজিলত, বিভিন্ন সুন্নাত ও নফল নামাজ পড়ার ফজিলত সম্পর্কিত অনেক কুরআনের আয়াত ও হাদীসের বাণী আছে। আশা করছি, বই পড়ে সূধী পাঠকের মধ্যে নামাজ পড়ার আগ্রহ আরো বাড়বে। বইটিতে বিভিন্ন নামাজের তরতীব (ধারাবাহিকতা) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আছে।

বইটিতে অজু, তায়াম্মুম, কসর নামাজ, কাযা নামাজ ইত্যাদি সম্পর্কেও আলোচনা আছে। এই বইয়ে শুধু মাত্র নামাজ এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় ফরজের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নামাজের জন্য প্রয়োজনী কিছু কিছু ছোট ছোট সূরা ও অন্যান্য দোয়াও (আত্তাহিয়াতু, দরূদ শরীফ ইত্যাদি) বইটিতে আছে। এছাড়া দোয়া ও দরূদের উপর আলোচনা আছে।

আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে কিতাবটির পান্ডুলিপি পড়ে প্রয়োজনী সংশোধন ও পরিমার্জন করেছি।

মহান আল্লাহ বইটিকে দ্বীনের জন্য কবুল করুন আমীন!!

মাওলানা মুহাম্মাদ তাহের
প্রিন্সিপাল, ছোলমাইদ ইমদাদুল
উলূম মাদ্রাসা, ভাটারা, ঢাকা
মোবাইলঃ ০১৭১৮-৯৮০৪৪০

১৯ শে মার্চ ২০১৫ইং

সংকলকের কথা

আল্‌হামদুলিল্লাহ।

আজ আমার লেখা ব্যবহারিক নামাজ শিক্ষা এবং দোয়া ও দরূদ বইটি প্রকাশিত হল। আমার শ্রদ্ধেয় বাবা (জনাব নাজমুল হোসেন) আমাকে শুধু ন্যামজের উপর একটি বই লিখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। বাজারে নামাজ শিক্ষার উপর অনেক বই আছে। কিন্তু বই গুলি রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি (প্রয়োজনীয় কিন্তু) অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বস্তুতে ভরপুর। ভূগোল বইয়ে যেমন ইতিহাসের আলোচনা থাকে না। তেমনি আমার নামাজ শিক্ষা বইয়ে প্রধানতঃ নামাজের আলোচনাই থাকবে।

ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী হল নামাজ। নামাজ হল জান্নাতের চাবি। নামাজ হল নাজাতের কারণ। নামাজ আল্লাহর কাছে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবাদত। আমাদের নামাজ কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করতে হবে।

বান্দা তখন নামাজ পড়বে, যখন সে জানবে নামাজ পড়লে আল্লাহ তাকে কি কি পুরষ্কার দিবেন।

বান্দা তখন নামাজ পড়বে, যখন সে জানবে নামাজ না পড়লে আল্লাহ তাকে কি কি শ্যাস্তি দিবেন।

এজন্য আমি আমার এই বইয়ে নামাজ পড়ার নিয়ম কানুনের আগে, নামাজ পড়ার মহা পুরষ্কার এবং নামাজ না পড়ার ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কিত কিছু কুরআনের আয়াত ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছি।

যার ভিতর আল্লাহর ভয় নাই, সে নামাজ পড়তে পারবে না। যার ভিতর আল্লাহর ভয় নাই, সে আজান শুনে মসজিদে যেতে পারবে না। যার ভিতর আল্লাহর ভয় নাই, তার নামাজে আল্লাহর ধ্যান থাকবে না।

আমাদের দায়িত্ব, পরিবারের প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যকে নামাজের জন্য উৎসাহিত করা। আমাদের দায়িত্ব ৭ (সাত) বৎসর বয়স হলেই বাচ্চাদের নামাজের আদেশ করা।

কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নেয়া হবে। যার নামাজ ঠিক ঠাক পাওয়া যাবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন, আমার চোখের তৃপ্তি নামাজ।

আল্লাহ নিজেই নামাজীকে জান্নাতে পৌছানোর জিম্মাদার।

আসুন, আমরা বিভিন্ন নামাজের নিয়ম কানুন গুলি শিখি। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য রক্তের কোন বিকল্প নাই। জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে নামাজের কোন বিকল্প নাই। আমার নামাজ আমাকেই পড়তে হবে।

মহান আল্লাহ, আমাদেরকে বোঝার ও আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন!

২১ শে মার্চ ২০১৫ইং

প্রকৌশলী মইনুল হোসেন
ফ্ল্যাট-৫/এ, বাড়ী-২৮৯/এ, রোড-১৫,
ব্লক-সি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা-১২২৯।
মোবাইলঃ ০১৯২২-১৬১৭৮০
E-mail:sujon0127@gmail.com
www.namajerbishoy.com
www. quranerbishoy.com
www.hadiserbishoy.com

Moinul Hossain KUET

Books of Moinul Hossain KUET

❑ বইটির মোবাইল অ্যাপ ঃ Play Store → SEARCH → Learn Namaj in Bangla

❑ বইটির ওয়েব সাইট ঃ www.namajerbishoy.com

নামাজ পড়ার তিনটি বিশেষ ফজিলত

(১) আল্লাহ নামাজীকে জান্নাতে পৌঁছানোর জিম্মাদার।
(২) নামাজ মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে।
(৩) নামাজ দৈনন্দিন জীবনে শৃংখলা আনে।

হাদীসের বাণী

নামাজ জান্নাতের চাবি। (আহমাদ্)

উৎসর্গ

ফাহিমা খানম

আমার তিন সন্তানের মা

নিয়ত

আল্লাহর মেহেরবানীতে, এই বইয়ের মাধ্যমে, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে বসবাসকারী বাংলাভাষাভাষী প্রতিটি মুসলমান ভাই-বোনকে, সহিভাবে নামাজ পড়া শিখতে সহায়তা করবো, ইন্‌শাআল্লাহ।

হাদীসের বাণী

নিশ্চয়ই কর্মের প্রতিফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

(বুখারী শরীফ)

লেখকের ওয়েব সাইট সমূহ

(১) নূরানী পদ্ধতিতে ব্যবহারিক নামাজ শিক্ষা	www.namajerbishoy.com
(২) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত	www.quranerbishoy.com
(৩) জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ	www.hadiserbishoy.com

লেখকের মোবাইল অ্যাপস সমূহ

(১) নূরানী পদ্ধতিতে ব্যবহারিক নামাজ শিক্ষা Learn Namaj in Bangla	Play store → SEARCH → Bangla Quran → (Sl. No.102)
(২) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত Bangla Quran Subject wise	Play store → SEARCH → Bangla Quran → (Sl. No.14)
(৩) জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ Bangla Quran and Hadith	Play store → SEARCH → Bangla Quran → (Sl. No.19)
(৪) নূরানী পদ্ধতিতে ২৭ ঘন্টায় কুরআন শিক্ষা Learn Quran in Bangla by 27 Hours	Play store → SEARCH → Bangla Quran → (Sl. No.04) Al-hamdulilah download 1,00,000+

লেখকের অন্যান্য বই

(১) জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ (২০০৬ সাল)
(২) জান্নাত কি তালাশ মে মু'মিন কী ছে আমল (উর্দূ বই - ২০০৭ সাল)
(৩) Six Wooks of Mumin in Search of Heaven (২০০৮ সাল)
(৪) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (বই-২০১১ সাল)
(৫) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (CD - ২০১২ সাল)
(৬) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (ওয়েব সাইট - ২০১৩ সাল)
www.quranerbishoy.com
(৭) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (PDF ২০১৩ সাল)
(৮) আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (Mobile App ২০১৪ সাল)
Play store → SEARCH → Bangla Quran (Sl. No.14)
(৯) নূরানী পদ্ধতিতে ২৭ ঘন্টায় কুরআন শিক্ষা (বই ২০১৩ সাল)
(১০) নূরানী পদ্ধতিতে ২৭ ঘন্টায় কুরআন শিক্ষা (Mobile App ২০১৪ সাল)
Play store → SEARCH → Bangla Quran (Sl. No.04)
(১১) জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ (ওয়েব সাইট ২০১৪ সাল)
www.hadiserbishoy.com
(১২) জান্নাতের সন্ধানে মু'মিনের ছয়টি কাজ (Mobile App ২০১৪)
Play store → SEARCH → Bangla Quran Hadith (Sl. No.19)
(১৩) নূরানী পদ্ধতিতে ব্যবহারিক নামাজ শিক্ষা।
(১৪) নূরানী পদ্ধতিতে ব্যবহারিক নামাজ শিক্ষা। (Mobile App ২০১৫ সাল)
Play store → SEARCH → Learn Namaj in Bangla
(১৫) নূরানী পদ্ধতিতে ব্যবহারিক নামাজ শিক্ষা। (ওয়েব সাইট ২০১৫ সাল)
www.namajerbishoy.com

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
জামাতে নামাজ পড়া একাকী নামাজ পড়ার চাইতে ২৫ (পঁচিশ) গুণ ফজীলত রাখে	৩৯
৮ ব্যক্তির জামাতের নামাজ ১০০ ব্যক্তির পৃথক পৃথক নামাজ হইতে উত্তম	৪০
নিশ্চয়ই নামাজ একটি কঠিন কাজ কিন্তু খুশু-ওয়ালাদের জন্য নহে	৪১
নিশ্চয়ই নামাজ নির্লজ্জ ও অশোভন কাজ হইতে বিরত রাখে	৪১
নামাজ শেষ হইলে আল্লাহর অনুগ্রহ (রিজিক) সন্ধান করিতে পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতে হইবে..	৪১
জামাতে নামাজ পড়া- নবীজির সুন্নত	৪২
ফজর নামাজ	৪৪
এশা ও ফজরের নামাজ জামাতে পড়িলে সারা রাত এবাদত করিবার সওয়াব পাওয়া যায়	৪৪
যে ফজরের নামাজ জামাতে পড়ে সে আল্লাহ তা'আলার জিম্মায় থাকে	
নামাজের তরতীব বা ধারাবাহিকতা	৪৪
ফজর নামাজের টেবিল	৪৫
রাসূলুল্লাহ সা. রহমত স্বরূপ	৪৭
আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি	৪৭
সচিত্র নামাজ পড়ার তরতিব ধারাবাহিকতা (ছবি)	৪৮
যোহর ও আসর নামাজের ফজিলত	৪৯
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নামাজ পড়িলে গাছের পাতার মত গুনাহ সমূহ ঝরিয়া পড়ে	৪৯
নিজ সন্তানকে ৭ (সাত) বৎসর বয়স হইলে নামাজের হুকুম করিতে হইবে	৫০
সে ব্যক্তি অধিক সম্মানিত যে সবার্ধিক আল্লাহভীরু	৫১
কিয়ামতের দিন স্তন্যদাত্রী তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে	৫১
যোহর নামাজ টেবিল	৫২
পুরুষ নামাজির বিভিন্ন অবস্থানের (ছবি)	৫৫
জুমার নামাজ	৫৬
যখন তাদের কারও মৃত্যু আসে তখন সে বলে আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করুন	৫৬
মহিলা নামাজীর রুকু ও সিজদা নকশা (ছবি)	৫৭
আসর নামাজ	৫৮
গীবত করা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য	৫৮

বিবরণ	পৃষ্ঠা
মাগরিবের নামাজের টেবিল	৫৯
এশার নামাজের নিয়ম	৬১
বেতের নামাজের টেবিল	৬১
জানাযার নামায	৬৩
জানাযা নামাজে সুন্নাত	৬৩
জানাযার নামায পড়ার নিয়ম	৬৩
ছানা-২	৬৪
দোয়া-১	৬৫
দোয়া-২	৬৫
দোয়া-৩	৬৬
যারা তওবা করে আল্লাহ তাদের গুনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন	৬৬
জানাযার নামাজের টেবিল	৬৭
তৃতীয় অধ্যায়	
কুরআন ও হাদীসের আলোকে জামাতে নামাজ পড়ার গুরুত্ব ও ফজিলত	৬৮
জামাতে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে গিয়া জামাত শেষ হইয়া গিয়াছে দেখিবার ফজীলত	৬৮
জামাতে শরীক না হইলে নামাজ কবুল হয়না	৬৮
কোন ব্যক্তির কাজ জুলুম, কুফর ও নেফাক	৬৯
নামাজ শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়	৬৯
ঈদের নামাজ টেবিল	৭০
কাহাদের ঘরবাড়ী রাসূলুল্লাহ (সা.) জ্বালাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন?	৭২
৪০ (চল্লিশ) দিন যাবৎ তকবিরে উলার সাথে নামাজ পড়িবার ফজীলত কি?	৭২
কোন নামাজীর জন্য নেকীর দশ ভাগের এক ভাগ লিখিত হয়?	৭৩
হে অপরাধীরা! আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও	৭৩
তারাবীর নামাজ	৭৪
তারাবির নামাজে দোয়া	৭৪
তারাবীহ্ নামাজের মুনাজাত	৭৪
মানুষ ও জ্বিন কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না	৭৫
নফল নামাজ	৭৬
কোন ব্যক্তির বেহেস্তে প্রবেশের পথে শুধু মৃত্যুই বাধা	৭৬
আয়াতুল কুরসী	৭৬

বিবরণ	পৃষ্ঠা
৬ষ্ঠ অধ্যায়	
বেহেশ্‌তের সুখ-শান্তি	১৫০
কুরআনের বাণী ঃ	১৫১
যাহাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করানো হইবে সেই পরিপূর্ণ সফলকাম হইবে	১৫১
বেহেশ্‌তীরা থাকিবে আরামের উদ্যানে স্বর্ণখচিত সিংহাসনে	১৫১
বেহেশ্‌তে থাকিবে কাটাবিহীন বাগান দীর্ঘ ছায়া আর চিরকুমারী রমণীগণ	১৫২
বেহেশ্‌তীদের বলা হইবে সালাম, তোমরা সুখে থাক	১৫৩
বেহেশ্‌তীদের অন্তরে কোন দুঃখ থাকিবে না	১৫৩
বেহেশ্‌তে থাকিবে প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ	১৫৪
যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎ কাজ করিয়াছে তাহাদের জন্য বেহেশ্‌ত	১৫৫
বেহেশ্‌তে থাকিবে দুধের নহর, মধুর নহর আর সুস্বাদু শরাবের নহর	১৫৫
বেহেশ্‌তীদের পান করানো হইবে কাফুর মিশ্রিত পানপাত্র হইতে	১৫৬
বেহেশ্‌তীদের মুখমণ্ডলে থাকিবে স্বাচ্ছন্দ্য ও সজীবতা	১৫৬
বেহেশ্‌তীরা বেহেশ্‌তে চিরকাল থাকিবে	১৫৭
বেহেশ্‌তীদের অন্তরে কোন ক্রোধ থাকিবে না	১৫৭
বেহেশ্‌তের তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত	১৫৭
বেহেশ্‌তে থাকিবে সৎ চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ	১৫৮
বেহেশ্‌তীদের কখনও মৃত্যু হইবে না	১৫৮
আল্লাহ তা'আলা বেহেশ্‌তীদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাহারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট	১৫৯
মতির মত চির কিশোরেরা বেহেশতীদের সেবা করিবে	১৫৯
নিশ্চয়ই খোদাভীরুগণ বেহেশ্‌তে থাকিবে	১৫৯
বেহেশতীদের পোশাক হইবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের বস্ত্র	১৬০
বেহেশ্‌তীদেরকে তাহাদের রবের পক্ষ হইতে বলা হইবে "সালাম"	১৬০
বেহেশতীরা সেইখানে কোন অসার বাক্য শুনিবে না	১৬০
বেহেশ্‌তীরা সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়া বসিবে	১৬১
প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃত কর্মের জন্য দায়ী	১৬১
বেহেশ্‌তে থাকিবে আনত নয়না রমণীগণ	১৬২
বেহেশ্‌তীদের সৎ কার্যশীল পিতামাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্তুতীও বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে।	১৬৩
আল্লাহর ও তাঁর রাসূল সা. এর পূর্ণ আনুগত্য করলে এমন জান্নাতসমূহ পাওয়া যাবে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত	১৬৩

বিবরণ	পৃষ্ঠা
জান্নাত দান কর	১৯১
হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে	১৯১
পরীক্ষা নিও না	১৯২
হে আল্লাহ আমাদেরকে পরীক্ষার পাত্র করো না	১৯২
তুমি মিমাংসাকারী	১৯২
হে আল্লাহ তুমিই মিমাংসাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ	১৯২
হে আল্লাহ তুমি তো জান যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি	১৯৩
দোয়াকারীদের জন্য দোয়া	১৯৩
আর তোমাদেরকে যদি কেউ দোয়া করে, তাহলে তোমরাও তার জন্য দোয়া কর	১৯৩
নবম অধ্যায়	
দোয়ার তাৎপর্য	১৯৪
দোয়ার শ্রেষ্ঠ সময়সমূহ	১৯৫
আল্লাহর দরবারে দোয়া কবুল হইবার শর্ত	১৯৫
দোয়া কবুল হইবার পথে বাধা	১৯৭
আল-কুরআনে বর্ণিত নবী (আ.) গণের দোয়া	১৯৭
হযরত আদম (আ.)-এর দোয়া	১৯৭
হযরত নূহ (আ.)-এর দোয়া	১৯৭
হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া	১৯৮
সন্তান-সন্তুতি ও পিতা মাতার জন্য ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া	১৯৮
হযরত আইয়ুব (আ.)-এর দোয়া	১৯৮
হযরত লূত (আ.)-এর দোয়া	১৯৯
হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দোয়া	১৯৯
হযরত মুসা (আ.)-এর দোয়া	১৯৯
হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দোয়া	২০০
হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া	২০০
হযরত ঈসা (আ.)-এর দোয়া	২০০
উত্তম চরিত্রের পুত্র পাওয়ার দোয়া	২০১
জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধি হওয়ার দোয়া	২০১
উভয় জাহানে কল্যাণ লাভ করার দোয়া	২০১
উদ্দেশ্য মঞ্জুর করানোর দোয়া	২০১
কাফির সম্প্রদায়ের উপর বিষয় অর্জনের দোয়া	২০২

বিবরণ	পৃষ্ঠা
ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া	২০২
কল্যাণকর সন্তান লাভের দোয়া	২০২
মহা প্রভু আল্লাহর রহমত কামনার দোয়া	২০৩
আল্লাহর মহত্ত ও শান উল্লেখ পূর্বক একটি মোনাজাত	২০৩
জাহান্নামের অগ্নি হতে বাঁচার দোয়া	২০৪
ঈমানদারদের সাথে হাসর হওয়ার দোয়া	২০৪
যে দোয়া পাঠ করলে অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি হবে না	২০৪
ইসলামের কাজে গাফলতি প্রকাশ পেলে দোয়া	২০৪
কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা হতে বাঁচার দোয়া	২০৫
যেই দোয়ায় আল্লাহর নেয়ামতের কথা প্রকাশ পায়	২০৬
অত্যাচারি লোকদের জুলুম হতে বাঁচার দোয়া	২০৬
মুমিনদের তালিকায় নাম লিখানোর জন্য দোয়া	২০৬
যালেমদের অন্তর্ভুক্ত না হইবার দোয়া	২০৬
শ্রেষ্ঠ ফায়সালা পাওয়ার জন্য দোয়া	২০৭
ধৈর্য্য ধারণের ক্ষমতা লাভের দোয়া	২০৭
সকল বিষয় আল্লাহর নিকট সমর্পণ করিবার দোয়া	২০৭
কিয়ামতের দিন পিতা মাতা ও সকল মুমিনের মাগফিরাত কামনার জন্য দোয়া	২০৭
সমস্ত বিষয় সুষ্ঠু ও সঠিকরূপে পাওয়ার দোয়া	২০৮
ঈমান আনয়নের পর ক্ষমা চাওয়ার দোয়া	২০৮
জাহান্নামের অগ্নী থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া	২০৮
স্ত্রী পুত্র ও কন্যাদের জন্য দোয়া	২০৯
মুমিনদের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার দোয়া	২০৯
কাফের কর্তৃক উৎপীড়িত না হওয়ার দোয়া	২০৯
স্বীয় ভ্রাতা ও নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া	২১০
অজ্ঞাত সকল অনিষ্ঠ হতে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য দোয়া	২১০
পিতা মাতার জন্য দোয়া	২১০
সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দোয়া	২১১
সুস্পষ্ট ভাষী হওয়ার দোয়া	২১১
সদা সর্বদা আল্লাহর সাহায্য লাভের দোয়া	২১১
ভাল আবাসস্থল পাওয়ার দোয়া	২১২
শয়তানের কু-মন্ত্রণা হতে বাঁচার দোয়া	২১২

হে আল্লাহ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আমাদের কে নিয়মিত ৫ ওয়াক্ত নামায পড়ার তৌফিক দান করুন। আমিন!!

সূচনা

যে ভাই বা বোন আমার বইটি হাতে নিয়েছেন, তাকে আমার সালাম জানাই। আসসালামু আলাইকুম। আমার এই বইয়ে আমি শুধুমাত্র নূরানী পদ্ধতিতে ব্যবহারিক নামাজ শিক্ষা সম্পর্কিত অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। বইটি মূলত নামাজ শিক্ষা। কিন্তু আমি মনে করি, আমাদের মনে যদি আল্লাহর ভয় না থাকে আমরা নামাজ পড়তে পারবো না। আমরা যখন জানবো নামাজের ফজিলত ও নামাজ না পড়ার ভয়াবহ শাস্তি তখন আমাদের নামাজ পড়া সহজ হয়ে যাবে।

আসুন, আজ থেকে নিয়ত করি, আমি নামাজ পড়া শিখবো, ইনশাআল্লাহ ৫ (পাঁচ) ওয়াক্ত নামাজ পড়বো। আমীন!!

বিনীত
লেখক ও সম্পাদক

নোট ঃ বইটিতে বিভিন্ন বর্ণনা চলতি ভাষায় এবং কুরআন ও হাদীসের অনুবাদ সাধু ভাষায় দেয়া হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত মিশ্রণের জন্য আমরা দুঃখিত।

প্রথম অধ্যায়

কুরআন ও হাদীসের আলোকে নামাজ পড়ার গুরুত্ব ও ফজিলত ঃ

(১) দিনে ও রাত্রে মোট ৫ (পাঁচ) ওয়াক্ত নামাজ পড়া ফরজ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ﴿۱۱۴﴾

অর্থ ঃ তুমি নামাজ কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তভাগে ও রাত্রির প্রথম অংশে। সৎকর্ম অবশ্যই অসৎ কর্মকে মিটাইয়া দেয়। যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে ইহা তাহাদের জন্য উপদেশ। (সূরা ঃ হূদ, আয়াত ঃ ১১৪)

ব্যাখ্যা ঃ দিনের প্রথম প্রান্তভাগে ফজরের নামাজ, দ্বিতীয় প্রান্তভাগে যোহর ও আসরের নামাজ এবং রাত্রির প্রথম অংশে মাগরিব ও এশার নামাজ। এইভাবে মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ফরজ। (তাফসীরে ইবন্ কাছীর)

(২) নামাজ জান্নাতের চাবি

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ. رواه أحمد ٣/٣٤٠

অর্থ ঃ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, জান্নাতের চাবি হইল নামাজ, আর নামাজের চাবি হইল অযূ।

(মুসনাদে আহমাদ)

(৩) নামাজী ব্যক্তিকে জান্নাতে পৌঁছানো আল্লাহ তা'আলার দায়িত্ব

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: اِنِّى افْتَرَضْتُ عَلٰى اُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُّ عِنْدِىْ عَهْدًا اَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ اَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ فِىْ

عَهْدِىْ وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَاعَهْدَ لَهُ عِنْدِىْ كَذَا ۞

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, তোমার উম্মতের উপর আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করিয়াছি এবং আমি এই ওয়াদা করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এই নামাজ সমূহ গুরুত্ব সহকারে সময়মত আদায় করিবে তাহাকে নিজ দায়িত্বে জান্নাতে প্রবেশ করাইব। আর যে ব্যক্তি এই নামাজের প্রতি যত্নশীল হইল না তাহার ব্যাপারে আমার কোন দায়িত্ব নাই। (দুররে মান্ছুর)

(৪) নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ পড়া ফরজ

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ﴿١٠٣﴾

অর্থ ঃ যখন তোমরা এই নামাজ সম্পন্ন কর তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করিতে থাক দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও শায়িত অবস্থায়। যখন তোমরা নিশ্চিন্ত হও, তখন নামাজ পড়িতে থাক যথা নিয়মে। নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ পড়া ফরজ। (সূরা ঃ আন-নিসা, আয়াত ঃ ১০৩)

(৫) নামাজ ত্যাগ মানুষকে কুফর ও শিরকের সাথে মিলাইয়া দেয়

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ. رواه مسلم، باب بيان إطلاق اسم الكفر ..... رقم: ٢٤٧

অর্থ ঃ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ) কে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, নামাজ ত্যাগ করা মুসলমানকে কুফর ও শিরক পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। (মুসলিম)

নামাজ কত প্রকার ও কি কি?

নামাজ প্রধানত ৪ (চার) প্রকার।

(ক) ফরজ নামাজ (খ) ওয়াজিব নামাজ (গ) সুন্নাত নামাজ (ঘ) নফল নামাজ

ক) ফরজ নামাজ আবার দুই প্রকার।

(১) ফরজে আইন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ অর্থাৎ– ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। এই নামাজ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য পড়া অপরিহার্য। শুক্রবার যোহরের পরিবর্তে জুম্মার নামাজ পড়া অপরিহার্য। ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামাজের সময় সূচির জন্য এই বই-এর শেষে একটি নামাজের চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার দেয়া আছে।

(২) ফরজে কিফায়া ঃ জানাযার নামাজ। এই নামাজ কিছু সংখ্যক মুসলমান পড়ে নিলে, সকল মুসলমানের পক্ষে আদায় হয়ে যাবে।

খ) ওয়াজিব নামাজ ৩ প্রকার।

(১) বেতের নামাজ (২) ঈদুল ফিতরের নামাজ (৩) ঈদুল আজহার নামাজ

ওয়াজিব নামাজ প্রত্যেক মুসলমানকে অবশ্যই পড়তে হবে।

গ) সুন্নাত নামাজ ২ প্রকার।

(১) সুন্নাতে মুয়াক্কাদাঃ ফজরের ফরজের আগে ২ রাকাত সুন্নাত, যোহরের ফরজের আগে ৪ রাকাত সুন্নাত ও পরে ২ রাকাত সুন্নাত, মাগরিবের ফরজের পরে ২ রাকাত সুন্নাত এবং এশার ফরজের পরে ২ রাকাত সুন্নাত নামাজ। এভাবে দৈনিক ১২ রাকাত নামাজ, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এছাড়া রমজান মাসে ২০ রাকাত তারাবীর নামাজ পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এই নামাজ সমূহ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য পড়া জরুরী।

(২) সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা ঃ আসর ও এশার ফরজ নামাজের আগে পড়া, ৪ রাকাত সুন্নাত নামাজ। এই নামাজসমূহ পড়লে অনেক সওয়াব আছে। এই নামাজ না পড়লে কোন গুনাহ নাই।

ঘ) **নফল নামাজ ৯ প্রকার।**

এই নামাজ সমূহ পড়লে অনেক সওয়াব আছে। কিয়ামতের দিন ফরজ নামাজের ঘাটতি নফল নামাজ দ্বারা পূরণ করা হবে।

ক্রমিক নং	নামাজের নাম	কত রাকাত	নামাজের সময়
১	তাহাজ্জুদ নামাজ	২+২	এশার পরে ও সুবেহ সাদেকের আগে।
২	এশরাকের নামাজ	২+২	সূর্য উদয়ের ২৩ মিনিট পর থেকে চাশতের নামাজের আগ পর্যন্ত।
৩	চাশতের নামাজ	৪	এশরাকের পরে মধ্যাহ্নের আগ পর্যন্ত।
৪	যোহর, মাগরিব ও এশার নামাজের সাথে নফল নামাজ	২	যোহর, মাগরিব ও এশার নামাজের সাথে পড়তে হবে।
৫	আওয়াবীন নামাজ	২+২+২	মাগরিবের সুন্নাত নামাজের পর পড়তে হয়।
৬	সালাতুল হাজত নামাজ	২	বিশেষ প্রয়োজন / বিপদ দেখা দিলে পড়তে হয়।
৭	তাহিয়াতুল অজুর নামাজ	২	অজু করে অন্য কোন এবাদত না করে প্রথমেই এই নামাজ পড়তে হয়।
৮	লাইলাতুল ক্বদরের নামাজ	২	লাইলাতুল ক্বদরের (২৬ শে রমজানের) রাতে এই নামাজ পড়তে হয়।
৯	সালাতুস তসবীহ্ নামাজ	২	সারা জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফের নামাজ। প্রত্যেকের জীবনে ১ বার হলেও এই নামাজ পড়া চাই।
১০	এস্তেখারার নামাজ	২	কোন বড় ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা দ্বন্দে পড়লে, আল্লাহর সাহায্য নিতে, এই নামাজ পড়তে হয়।

নামাজকে ৫টি জিনিস দিয়ে ভারী করা প্রয়োজন

কেউ কেউ মাঝে মধ্যে বলে বসেন, খালি নামাজ পড়ে কি হবে? ওনারা ঠিকই বলেন। আসলেই খালি নামাজ পড়ে, কোন লাভ নাই। নামাজকে ৫টি জিনিস দিয়ে ভারী বানাতে হবে।

(ক) **কলেমাওয়ালা এক্বীন–** অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে নামাজ পড়তে হবে।

(৬) ঈমানদার বান্দাগণ নামাজ কায়েম করে

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝٢ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝٤

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই ঈমানদারগণতো এইরূপ হয়, যখন তাহাদের সম্মুখে আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাহাদের অন্তর সমূহ ভীত হইয়া যায়। আর যখন আল্লাহ তা'আলার আয়াত সমূহ তাহাদিগকে পড়িয়া শুনানো হয়, তখন সেই আয়াত সমূহ তাহাদের ঈমানকে আরো বেশী দৃঢ় করিয়া দেয়। আর তাহারা নিজেদের পরওয়ার দিগারের উপরই ভরসা করে, নামাজ কায়েম করে এবং যাহা কিছু আমি তাহাদিগকে দিয়াছি উহা হইতে (আল্লাহর ওয়াস্তে) খরচ করে। ইহারাই সত্যিকার ঈমানদার, তাহাদের জন্য উচ্চ মর্যাদা সমূহ রহিয়াছে তাহাদের রবের নিকট। আর তাহাদের জন্য ক্ষমা রহিয়াছে এবং তাহাদের জন্য সম্মানজনক রিজিক রহিয়াছে।

(সূরা ঃ আল-আনফল, আয়াত ঃ ২-৪)

(খ) **মাসায়েল ওয়ালা ত্বরীকা**–অর্থাৎ রাসূল (সা.) এর সুন্নাত মোতাবেক নামাজ পড়তে হবে।

(৭) আমাদের বন্ধু আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সা.) এবং মু'মিনগণ যাহারা নামাজ পড়ে

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۝٥٥ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۝٥٦

অর্থ ঃ তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সা.) এবং মু'মিনগণ যাহারা নামাজের পাবন্দী করে এবং যাকাত আদায় করে, এই অবস্থায় যে, তাহাদের মধ্যে বিনয় থাকে। আর যে ব্যক্তি বন্ধুত্ব রাখিবে আল্লাহর সহিত এবং তাঁহার রাসূলের সহিত এবং ঈমানদারগণের সহিত, তবে (তাহারা আল্লাহর দলভুক্ত হইল এবং) নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী।

(সূরা ঃ আল-মায়েদা, আয়াত ঃ ৫৫-৫৬)

(গ) **ফাজায়েল ওয়ালা শওক**–অর্থাৎ এই নামাজ আমাকে আল্লাহর মেহেরবানীতে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে পৌঁছে দিবে এই কথার বিশ্বাস থাকতে হবে।

(৮) যারা নামাজে যত্নবান তারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝٣٢ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ۝٣٣ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝٣٤ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ۝٣٥

অর্থ ঃ এবং যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে। এবং যারা তাদের সাক্ষ্যদানে সরল-নিষ্ঠাবান। এবং যারা তাদের নামাজে যত্নবান। তারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে। (৭০ সূরা আল মা'আরিজ, আয়াত ঃ ৩২-৩৫)

(ঘ) **এখলাস ওয়ালা নিয়ত**–অর্থাৎ এই নামাজ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পড়ছি, এই কথার নিয়ত থাকতে হবে।

(৯) দুর্ভোগ সেসব নামাজীর যারা লোক দেখানো নামাজ পড়ে

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝٤ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝٥ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝٦

অর্থ ঃ অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাজীর। যারা তাদের নামাজ সম্বন্ধে বে-খবর। যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে। (১০৭ সূরা মাউন, আয়াত ঃ ৪-৬)

(ঙ) **আল্লাহ ওয়ালা ধ্যান**–অর্থাৎ নামাজ পড়ার সময় আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এই কথা আমার মনের মধ্যে থাকতে হবে।

(১০) তাহারাই সফল যাহারা বিনয় ও খুশুর (ধ্যান খেয়ালের) সাথে নামাজ পড়ে

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝٢ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝٣
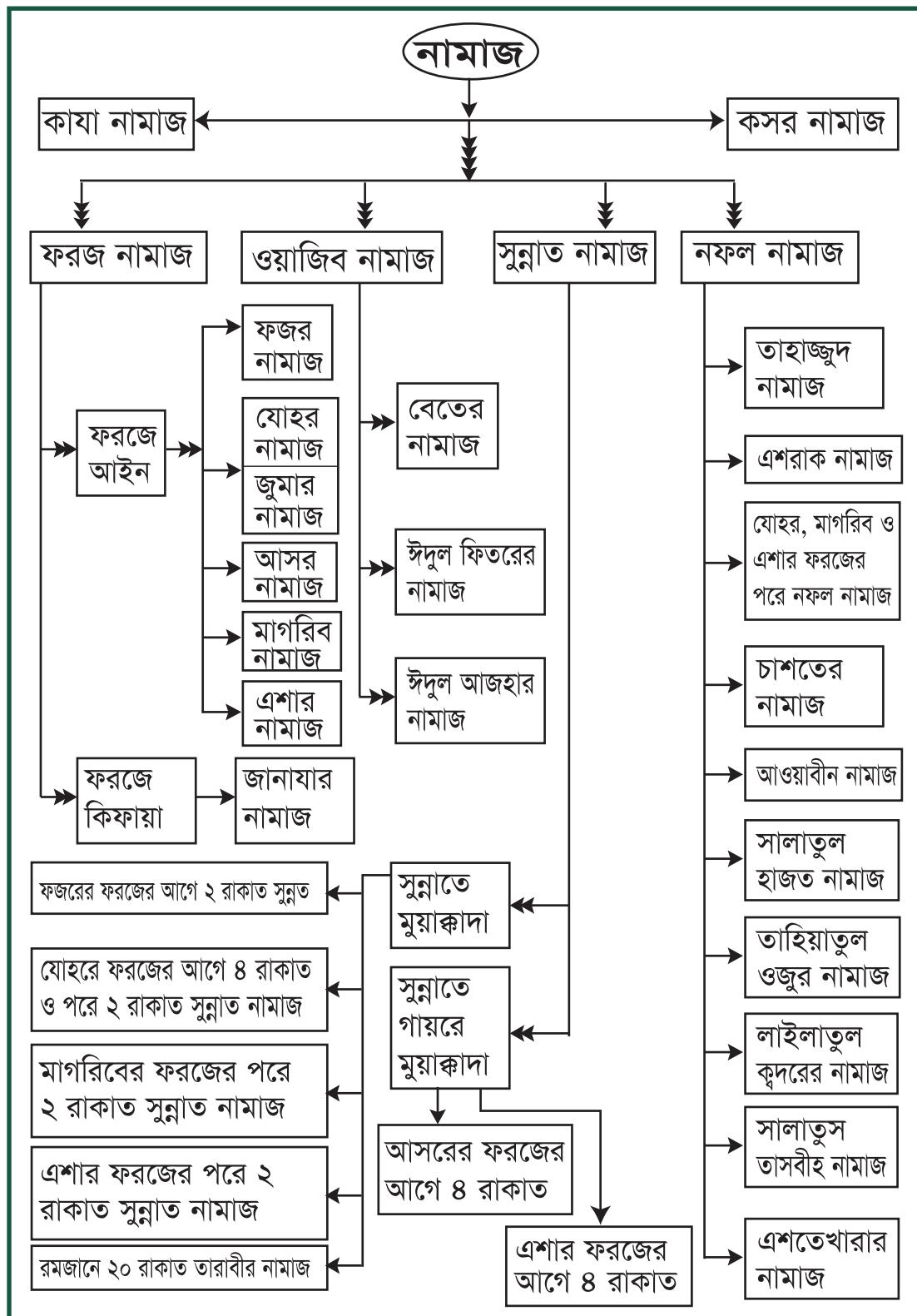
অর্থ ঃ অবশ্যই সফল হইয়াছে মু'মিনগণ যাহারা বিনয় ও খুশুর (ধ্যান খেয়ালের) সাথে নামাজ পড়ে। যাহারা অনর্থক কথা বার্তা হইতে বিরত থাকে। (সূরা ঃ আল-মুমিনূন, আয়াত ঃ ১-৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

দুটি বাক্য এমন রয়েছে, যা যবানে সহজ, মিযানের পাল্লায় ভারী এবং করুণাময় আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। আর তা হচ্ছে

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ
সুবহান আল্লাহি ওয়াবিহামদিহী

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ
সুবহান আল্লা-হীল আযীম

(বুখারী ৭/১৬৮, নং ৬৪০৪, মুসলিম ৪/২০৭২, নং ২৬৯৪)

নামাজ
কাযা নামাজ
কসর নামাজ
ফরজ নামাজ
ওয়াজিব নামাজ
সুন্নাত নামাজ
নফল নামাজ
ফরজে আইন
ফজর নামাজ
যোহর নামাজ
জুমার নামাজ
আসর নামাজ
মাগরিব নামাজ
এশার নামাজ
বেতের নামাজ
ঈদুল ফিতরের নামাজ
ঈদুল আজহার নামাজ
ফরজে কিফায়া
জানাযার নামাজ
তাহাজ্জুদ নামাজ
এশরাক নামাজ
যোহর, মাগরিব ও এশার ফরজের পরে নফল নামাজ
চাশতের নামাজ
আওয়াবীন নামাজ
সালাতুল হাজত নামাজ
তাহিয়াতুল ওজুর নামাজ
লাইলাতুল ক্বদরের নামাজ
সালাতুস তাসবীহ নামাজ
এশতেখারার নামাজ
সুন্নাতে মুয়াক্কাদা
ফজরের ফরজের আগে ২ রাকাত সুন্নত
যোহরে ফরজের আগে ৪ রাকাত ও পরে ২ রাকাত সুন্নাত নামাজ
মাগরিবের ফরজের পরে ২ রাকাত সুন্নাত নামাজ
এশার ফরজের পরে ২ রাকাত সুন্নাত নামাজ
রমজানে ২০ রাকাত তারাবীর নামাজ
সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা
আসরের ফরজের আগে ৪ রাকাত
এশার ফরজের আগে ৪ রাকাত

কোন নামাজ কত রাকাত (ফরজ নামাজ)

ক্রমিক নং	নামাজের নাম	সুন্নাত নামাজ	ফরজ নামাজ	সুন্নাত নামাজ	নফল নামাজ	বেতের অথবা ওয়াজিব নামাজ	নফল নামাজ	মোট কত রাকাত নামাজ	পৃষ্ঠা নম্বর
০১	ফজরের নামাজ	২ রাকাত	২ রাকাত	—	—	—	—	৪ রাকাত	৪৫
০২	যোহরের নামাজ	৪ রাকাত	৪ রাকাত	২ রাকাত	২ রাকাত	—	—	১২ রাকাত	৫২
০৩	আসরের নামাজ	৪ রাকাত ❄	৪ রাকাত	—	—	—	—	৮ রাকাত	৫৮
০৪	মাগরিবের নামাজ	—	৩ রাকাত	২ রাকাত	২ রাকাত	—	—	৭ রাকাত	৫৯
০৫	এশার নামাজ	৪ রাকাত ❄	৪ রাকাত	২ রাকাত	২ রাকাত	৩ রাকাত	২ রাকাত	১৭ রাকাত	৬১
০৬	জুমার নামাজ	৪ রাকাত	২ রাকাত	৪ রাকাত ২ রাকাত	—	—	২ রাকাত	১৪ রাকাত	৫৬
০৭	তারাবীর নামাজ	২ রাকাত, ২ রাকাত করে পড়তে হয়						২০ রাকাত	৭৪

❄ সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা (পড়লে অনেক সওয়াব আছে না পড়লে গুনাহ নাই)

কোন নামাজ কত রাকাত (ফরজ, ওয়াজিব ও নফল নামাজ)

ক্রমিক নং	নামাজের নাম	ফরজ নামাজ	নফল নামাজ	সুন্নাত নামাজ	নফল নামাজ	বেতের অথবা ওয়াজিব নামাজ	নফল নামাজ	মোট কত রাকাত নামাজ	পৃষ্ঠা নম্বর
০৮	জানাযার নামাজ	❄❄ ২ রাকাত	—	—	—	—	—	২ রাকাত	৬৭
০৯	ঈদুল ফিতরের নামাজ	—	—	—	—	২ রাকাত	—	২ রাকাত	৭০
১০	ঈদুল আজহার নামাজ	—	—	—	—	২ রাকাত	—	২ রাকাত	৭০
১১	তাহাজ্জুদ নামাজ	—	২ রাকাত	—	২ রাকাত	—	—	৪ রাকাত ●	৮০
১২	এশরাক নামাজ	—	২ রাকাত	—	২ রাকাত	—	—	৪ রাকাত	৮১
১৩	আওয়াবিন নামাজ	—	২ রাকাত	—	২ রাকাত	—	২ রাকাত	৬ রাকাত	৮৩
১৪	কসর নামাজ	১৫ দিন বা তার কম, ৪৮ মাইল বা তার বেশী সফর অবস্থায় পড়তে হয়।							৯৫

❄❄ ফরজে কিফায়া

● এভাবে যতখুশী পড়া যায়।

কোন নামাজ কত রাকাত (ফরজ ওয়াজিব ও নফল নামাজ)

ক্রমিক নং	নামাজের নাম	ফরজ নামাজ	নফল নামাজ	সুন্নাত নামাজ	নফল নামাজ	বেতের অথবা ওয়াজিব নামাজ	নফল নামাজ	মোট কত রাকাত নামাজ	পৃষ্ঠা নম্বর
১৫	চাশতের নামাজ	—	৪ রাকাত	—	—	—	—	৪ রাকাত	৮৩
১৬	সালাতুল হাজত নামাজ	—	২ রাকাত	—	—	—	—	২ রাকাত	৮৪
১৭	তাহিয়াতুল ওজুর নামাজ	—	২ রাকাত	—	—	—	—	২ রাকাত	৮৬
১৮	লাইলাতুল ক্বদরের নামাজ	—	২ রাকাত ২ রাকাত	—	২ রাকাত ২ রাকাত	—	২ রাকাত ২ রাকাত	১২ রাকাত ●●	৮৭
১৯	সালাতুস্ তসবিহ্ নামাজ	—	৪ রাকাত	—	—	—	—	৪ রাকাত	৯১
২০	এশতেখারার নামাজ	—	২ রাকাত	—	—	—	—	২ রাকাত	৯৪
২১	কাযা নামাজ	নামাজ ওয়াক্ত মোতাবেক পড়তে না পারলে, এই নামাজ পড়তে হয়।							৯৫

নোট : নফল নামাজের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ তাহাজ্জুদ নামাজ। (সূরা সাজদাহ, আয়াত : ১৬-১৭) ●● যত খুশী পড়া যায়

(১১) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ﴿۴۹﴾ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿۵۰﴾

অর্থ ঃ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ তা'আলারই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা-সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র-সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল। (৪২ সূরা শূরা ঃ আয়াত ৪৯-৫০)

(১২) তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۴۲﴾ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿۴۳﴾ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۴۴﴾

অর্থ ঃ তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জানা সত্তেও সত্যকে তোমরা গোপন করো না। আর নামাজ কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং রুকূ কর রুকূকারীদের সাথে। তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর? তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না। (২ সূরা আল বাকারা ঃ আয়াত ৪২-৪৪)

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুরআন ও হাদীসের আলোকে জামাতে নামাজ পড়ার গুরুত্ব ও ফজিলত ঃ

(১) রুকূকারীদের সাথে (অর্থাৎ জামাতে) নামাজ পড়িতে হইবে

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

অর্থ ঃ আর তোমরা কায়েম কর নামাজ এবং দাও যাকাত, আর রুকূ কর রুকূকারীদের সাথে। (সূরা ঃ আল-বাক্বারা, আয়াত ঃ ৪৩)

(২) জামাতে নামাজ পড়া একাকী নামাজ পড়ার চাইতে ২৫ (পঁচিশ) গুণ ফজীলত রাখে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِىْ جَمَاعَةٍ تَضْعَفُ عَلٰى صَلٰوتِهٖ فِىْ بَيْتِهٖ وَفِىْ سُوْقِهٖ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ ضِعْفًا وَذٰلِكَ اَنَّهٗ اِذَا تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ لَايُخْرِجُهٗ اِلَّا الصَّلٰوةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً اِلَّا رُفِعَتْ لَهٗ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ فَاِذَا صَلّٰى لَمْ تَزَلِ الْمَلٰٓئِكَةُ تُصَلِّىْ عَلَيْهِ مَادَامَ فِىْ مُصَلَّاهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَايَزَالُ فِىْ صَلٰوةٍ مَّا انْتَظَرَ الصَّلٰوةَ.

رواه البخارى واللفظ له ومسلم وابو داود والترمذى وابن ماجه كذا فى الترغيب.

অর্থ ঃ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তির নামাজ যাহা জামাতে পড়া হইয়াছে, উহা ঘরে কিংবা

বাজারে একা পড়া নামাজের চাইতে পঁচিশ গুণ ফজীলত রাখে। ইহার কারণ এই যে, মানুষ যখন ভালভাবে অজু করিয়া, শুধু নামাজের উদ্দেশ্যেই মসজিদের দিকে যায় তখন তাহার প্রতি কদমেই একটি করিয়া নেকী বৃদ্ধি পায় এবং একটি করিয়া গুনাহ মাফ হইয়া যায়। নামাজের পর যদি সে সেই স্থানে বসিয়া থাকে তবে যতক্ষণ অজুর সাথে বসিয়া থাকিবে, ততক্ষণ ফেরেশ্‌তারা তাহার মাগফেরাতও রহমতের জন্য দোয়া করিতে থাকেন আর যতক্ষণ মানুষ নামাজের অপেক্ষায় থাকিবে ততক্ষণ সে নামাজের নেকীই লাভ করিতে থাকিবে। (বুখারী ও মুসলিম)

(৩) ৮ ব্যক্তির জামাতের নামাজ ১০০ ব্যক্তির পৃথক পৃথক নামাজ হইতে উত্তম

عَنْ قُبَّاثِ ابْنِ اَشْيَمَ اللَّيْثِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ اَحَدُهُمَا صَاحِبَه اَزْكٰى عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ صَلٰوةِ اَرْبَعَةٍ تَتْرٰى وَصَلٰوةُ اَرْبَعَةٍ اَزْكٰى عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ صَلٰوةِ ثَمَانِيَّةٍ تَتْرٰى وَصَلٰوةُ ثَمَانِيَةٍ يَؤُمُّهُمْ اَحَدُهُمْ اَزْكٰى عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ صَلٰوةِ مِائَةٍ تَتْرٰى -

رواه البزار والطبرانی باسناد لاباس به کذا فی الترغيب وفی مجمع الزوائد رواه البزار والطبرانی فی الکبير ورجال الطبرانی

অর্থ ঃ হযরত হুজুর আকরাম (সা.) বলিয়াছেন-এইরূপ দুই ব্যক্তির নামাজ যার মধ্যে একজন ইমাম হইবে ও অপরজন মুক্তাদি, আল্লাহ তায়ালার নিকট চার ব্যক্তির পৃথক পৃথক নামাজ হইতে অধিকতর প্রিয়। এইভাবে চার ব্যক্তির জামাতে নামাজ, আট ব্যক্তির পৃথক পৃথক নামাজ অপেক্ষা উত্তম। আর আট

ব্যক্তির জামাতের নামাজ, যাদের মধ্যে একজন ইমাম হইবে আল্লাহ পাকের নিকট পৃথক পৃথক একশত ব্যক্তির নামাজ হইতে অধিক পছন্দনীয়। (তিবরানী)

(৪) নিশ্চয়ই নামাজ একটি কঠিন কাজ কিন্তু খুশু-ওয়ালাদের জন্য নহে

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿۴۵﴾
الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿۴۶﴾

অর্থ ঃ আর সাহায্য প্রার্থনা কর, ধৈর্য ও নামাজ দ্বারা এবং নিশ্চয়ই নামাজ (একটি) কঠিন কাজ কিন্তু খুশুওয়ালাদের জন্য নহে। খুশুওয়ালা তাহারাই যাহারা ধারণা করে যে, নিশ্চয়ই তাহাদের প্রতিপালকের সহিত তাহাদের দেখা হইবে আর ইহাও ধারণা করে যে, তাহারা আপন প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাইবে।

(সূরা ঃ আল-বাক্বারা, আয়াত ঃ ৪৫-৪৬)

(৫) নিশ্চয়ই নামাজ নির্লজ্জ ও অশোভন কাজ হইতে বিরত রাখে

اُتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ
الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿۴۵﴾

অর্থ ঃ হে মুহাম্মদ (সাঃ) যেই গ্রন্থ আপনার প্রতি ওহী করা হইয়াছে, আপনি তাহা পাঠ করিতে থাকুন এবং নামাজের পাবন্দী করুন, নিশ্চয় নামাজ নির্লজ্জ ও অশোভনীয় কাজ হইতে বিরত রাখে আর আল্লাহর স্মরণই শ্রেষ্ঠতর বস্তু এবং আল্লাহ তোমাদের সকল কার্যই অবগত আছেন। (সূরা ঃ আল-আনকাবূত, আয়াত ঃ ৪৫)

(৬) নামাজ শেষ হইলে আল্লাহর অনুগ্রহ (রিজিক) সন্ধান করিতে পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতে হইবে

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ
وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰﴾

অর্থ ঃ নামাজ শেষ হইলে, তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিজিক) সন্ধান করিবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করিবে, যাহাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা ঃ জুমআ, আয়াত ঃ ১০)

(৭) জামাতে নামাজ পড়া- নবীজির সুন্নত

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّلْقَى اللّٰهَ غَدًا مُّسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلٰى هٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادٰى بِهِنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الْهُدٰى وَاِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى وَلَوْ اَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّىْ هٰذَا الْمُتَخَلِّفُ فِيْ بَيْتِهٖ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَّتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَعْمِدُ اِلٰى مَسْجِدٍ مِّنْ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً وَّيَرْفَعُهٗ بِهَا دَرَجَةً وَّيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَّلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلَّا مُنَافِقٌ مَّعْلُوْمُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتٰى بِهَا يُهَادٰى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يُقَامَ فِى الصَّفِّ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلٰوةِ اِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهٗ اَوْ مَرِيْضٌ اِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَمْشِىْ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يَأْتِىَ الصَّلٰوةَ وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدٰى وَاِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى الصَّلٰوةُ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ يُؤَذَّنُ فِيْهِ. رواه مسلم وابو داود والنسائى.

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন্ মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এই আশা রাখে যে, কাল কিয়ামতের দিনে সে আল্লাহর দরবারে মুসলমান হিসাবে হাজির হইবে, সে যেন এই সমস্ত নামাজকে ঐরূপ স্থানে আদায় করে যেখানে আজান দেয়া হয় (অর্থাৎ মসজিদে) কেননা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রাসূলের কয়েকটি সুন্নত জারী করিয়াছেন যাহা পুরাপুরি হেদায়েত। জামাতে নামাজ পড়া উহাদের অন্যমত। তোমরা যদি অমুক ব্যক্তির মত ঘরে নামাজ পড়িতে আরম্ভ কর তবে রাসূলের সুন্নত ভঙ্গকারী বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইহাও জানিয়া রাখিবে যে, যদি রাসূলের সুন্নত ছাড়িয়া দাও তবে তোমরা নিশ্চিত বরবাদ হইয়া যাইবে। যদি কেহ ভালরূপে অজু করিয়া মসজিদের দিকে যায় তবে তাহার প্রত্যেক কদমেই এক একটা নেকী লেখা হইয়া যাইবে এবং এক একটি গুনাহ তাহার মাফ হইয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জামানায় তো আমরা দেখিতাম একমাত্র প্রকাশ্য মুনাফেক্ব ব্যক্তি ব্যতিত সাধারণ মুনাফেক্ব ব্যক্তিগণেরও জামাত ত্যাগ করিবার সাহস হইতো না। কিংবা কেহ কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে উপস্থিত হইত না, যেই ব্যক্তি দুইজনের কাঁধে ভর করিয়া পা হেঁচড়াইয়া চলিতে পারিত তাহাকেও জামাতের কাতারে দাঁড়া করিয়া দেওয়া হইত। (মুসলিম)

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۞ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۞
يَقُوْلُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ۞

চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে- সে দিন মানুষ বলবে ঃ পলায়নের জায়গা কোথায়?

[আল কুরআন, সূরা কিয়ামাহ ঃ ৮-১০]

ফজর নামাজ

(৮) এশা ও ফজরের নামাজ জামাতে পড়িলে সারা রাত এবাদত করিবার সওয়াব পাওয়া যায়

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ. رواه مسلم، باب فضل صلاة العشاء والصبح فى جماعة، رقم : ١٤٩١

অর্থ ঃ হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ) কে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এশার নামাজ জামাতের সহিত পড়ে, সে যেন অর্ধরাত্রি এবাদত করিল, আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাজও জামাতের সহিত পড়িয়া লয় সে যেন সারারাত এবাদত করিল। (মুসলিম)

(৯) যে ফজরের নামাজ জামাতে পড়ে সে আল্লাহ তা'আলার জিম্মায় থাকে

عَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِىْ ذِمَّةِ اللهِ فَمَنْ أَخْفَرَ ذِمَّةَ اللهِ كَبَّهُ اللهُ فِى النَّارِ لِوَجْهِهِ. (رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢٩/٢

অর্থ ঃ হযরত আবু বাকরাহ (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সহিত আদায় করে সে আল্লাহ তা'আলার জিম্মায় থাকে। (আর) যে কেহ আল্লাহ তা'আলার জিম্মাভুক্ত ব্যক্তিকে কষ্ট দিবে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে উপুড় করিয়া দোযখে নিক্ষেপ করিবেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

নামাজের তরতীব বা ধারাবাহিকতা

ফজর নামাজ

ফজর নামাজ	চার রাকাত	দুই রাকাত সুন্নাত	দুই রাকাত ফরজ

ক্রমিক	ফজরের ২ রাকাত সুন্নাত নামাজ	ফজরের ২ রাকাত ফরজ নামাজ
১	জায়নামাজের দোয়া	–
২	–	ইকামত হবে (জামাতে নামাজ হলে)
৩	নিয়ত করে আল্লাহু আকবর বলে প্রথমে হাত তুলে ও পরে হাত বেধে নামাজ শুরু করবো।	→ ঐ
৪	ছানা পড়বো	ছানা পড়বো
	প্রথম রাকাত নামাজ শুরু হল	
৫	সূরা ফাতিহা পড়বো	সূরা ফাতিহা পড়বো
৬	অন্য একটি সূরা পড়বো (কমপক্ষে ৩ আয়াত)	→ ঐ
৭	আল্লাহ আকবর বলে রুকুতে যাব ও ৩ বার রুকুর তাসবীহ পড়বো।	→ ঐ
৮	তাসমী পড়তে পড়তে সোজা হয়ে দাঁড়াবো	→ ঐ
৯	দাঁড়ানো অবস্থায় তাহ্মীদ পড়বো	→ ঐ
১০	আল্লাহু আকবর বলে প্রথম সিজদায় যাব ও ৩ বার সিজদার তাসবীহ্ পড়বো	→ ঐ

ক্রমিক	ফজরের ২ রাকাত সুন্নাত নামাজ	ফজরের ২ রাকাত ফরজ নামাজ
১১	সিজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে এক তাসবীহ্ পরিমাণ বসবো	
১২	আল্লাহু আকবর বলে দ্বিতীয় সেজদায় যাবো ও ৩ বার সেজদার তাসবীহ্ পড়বো	→ ঐ
	দ্বিতীয় রাকাত নামাজ শুরু হল	
১৩	এখন সিজদা হতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত বেধে সূরা ফাতিহা পড়বো	→ ঐ
১৪	এখন ক্রমিক নং ৬ হতে ১২ পর্যন্ত অনুসরণ করে দ্বিতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদায় যাবো।	→ ঐ
	আখেরী বৈঠক	
১৫	সোজা হয়ে বসবো	→ ঐ
১৬	আত্তাহিয়াতু পড়বো	→ ঐ
১৭	দরূদ শরীফ পড়বো	→ ঐ
১৮	দোয়া মাসূরা পড়বো	→ ঐ
১৯	সালাম ফিরানোর তাস্বীহ পড়তে পড়তে প্রথমে ডানে ও পরে বামে সালাম ফিরাবো	→ ঐ
২০	মুনাজাত (এটা নামাজের অংশ নয়)	→ ঐ

নোট ঃ

১. ফজরের ২ রাকাত সুন্নাত নামাজ শুরু করার আগে জায়নামাজের দোয়া পড়তে (ক্রমিক নম্বর ১) যা ফজরের ২ রাকাত ফরজ নামাজে নাই।

২. উপরের পার্থক্য ছাড়া ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত ও ফজরের দুই রাকাত ফরজ নামাজ পড়ার নিয়মকানুন এক।

রাসূলুল্লাহ সা. রহমত স্বরূপ

(১০) আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি

وَمَآ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعٰلَمِيۡنَ ۝١٠٧ قُلۡ اِنَّمَا يُوۡحٰۤى اِلَىَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمۡ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلۡ اَنۡتُمۡ مُّسۡلِمُوۡنَ ۝١٠٨

অর্থ ঃ আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি। বলুন, আমাকে তো এ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। সুতরাং তোমরা কি আনুগত্যকারী হবে?

(সূরা ঃ আল আম্বিয়া, আয়াত ঃ ১০৭-১০৮)

দুনিয়ার এই জীবনতো খেলা আর তামাশা মাত্র

[সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ৩৬]

সচিত্র নামাজ পড়ার তরতীব (ধারাবাহিকতা)
(১) তাকবীর
আল্লাহু আকবর
(২) কিয়াম (দাঁড়ানো)
সূরা ফাতিহা
+ অন্য সূরা
+ আল্লাহু আকবর
(৩) রুকু
সুবহানা রব্বিয়াল আজিম (৩ বার)
সামিআল্লা হুলিমান হামিদা
(৪) রুকু শেষে কিয়াম (দাঁড়ানো)
রব্বানা লাকাল হামদ
(৫) সিজদাহ (প্রথম)
সুবহানা রব্বিয়াল আলা (৩ বার)
+ আল্লাহু আকবর
(৬) সোজা হয়ে বসা
আল্লাহু আকবর
(৭) সিজদাহ (দ্বিতীয়)
সুবহানা রব্বিয়াল আলা (৩ বার)
+ আল্লাহু আকবর
(৮) আখেরী বৈঠক
আত্তাহিয়াতু + দরুদ শরীফ
+ দোয়া মাসুরা
(৯) সালাম ফিরানো (ডানে)
আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ
(১০) সালাম ফিরানো (বামে)
আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

(১১) যোহর ও আসর নামাজের ফজিলত

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ يُبْعَثُ مُنَادٍ عِنْدَ حَضْرَةِ كُلِّ صَلٰوةٍ فَيَقُوْلُ يَا بَنِىْ اٰدَمَ قُوْمُوْا فَاطْفَئُوْ مَا اَوْقَدْ تُّمْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَيَقُوْمُوْنَ فَيَتَطَهَّرُوْنَ وَيُصَلُّوْا الظُّهْرَ فَيُغْفَرُ لَهُمْ مَا بَيْنَهَا فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ فَمِثْلُ ذَالِكَ فَاذَا حَضَرَتِ الْمَغْرِبُ فَمِثْلُ لِلّٰهِ لِكَ فَاذَا حَضَرَتِ الْعَتَمَةُ فَمِثْلُ لِلّٰهِ لِكَ فَيَنَامُوْنَ فَمُدْلِجٌ فِىْ خَيْرٍ فِىْ الْكَبِيْرِ كَذَا فِى الترغيب-

অর্থ ঃ হুজুরে আকরাম (সা.) এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ প্রত্যেক নামাজের সময় একজন ফেরেশতাকে প্রেরণ করা হয় যিনি এই ঘোষণা করিতে থাকে যে, হে আদম সন্তান! তোমরা উঠ এবং জাহান্নামের ঐ অগ্নিকে যাহা তোমরা গোনাহের বদৌলতে নিজেদের উপর প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে উহাকে নিভাইয়া দাও। ফলে দ্বীনদার লোকেরা উঠিয়া অজু করে ও যোহরের নামাজ আদায় করে। যার দরুণ ফজর হইতে যোহর পর্যন্ত কৃত সমুদয় পাপ মাফ হইয়া যায়। অতঃপর আসরের সময় তৎপর মাগরিবের সময়, অতপর এশার সময় ঐরূপ হইতে থাকে। এশার পর লোকজন শুইয়া পড়ে। এতে কিছু সংখ্যক লোক সৎকার্য্যে অর্থাৎ নামাজ, অজিফা ও জিকিরে মশগুল হইয়া যায় আর কিছু সংখ্যক লোক মন্দকাজে অর্থাৎ জিনা, চুরি গুনাহ কাজ সমূহে লিপ্ত হইয়া যায়। (তিবরানী)

(১২) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নামাজ পড়িলে গাছের পাতার মত গুনাহ সমূহ ঝরিয়া পড়ে

عَنْ سَلْمَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِنَّ الْمُسْلِمَ

إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُّ هٰذَا الْوَرَقُ، وَقَالَ: (وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ط إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ط ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ). {هود: ١١٤} (وهو جزء من الحديث) رواه أحمد ٥/٤٣٧

অর্থ ঃ হযরত সালমান (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, মুসলমান যখন উত্তমরূপে অযূ করিয়া পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, তখন তাহার গুনাহসমুহ এমনভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমন এই গাছের পাতাগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে। অতঃপর তিনি কুরআন পাকের এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন−

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ط إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ط ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ.

(সূরা ঃ হুদ, আয়াত ঃ ১১৪)

অর্থ ঃ (হে মুহাম্মদ) আর আপনি দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে নামাজের পাবন্দী করুন, নিঃসন্দেহে ভালো কার্যাবলী খারাপ কাজসমূহকে দূর করিয়া দেয়, ইহা হইতেছে (পরিপূর্ণ) উপদেশ, উপদেশ মান্যকারীদের জন্য। (মুসনাদে আহমাদ)

(১৩) নিজ সন্তানকে ৭ (সাত) বৎসর বয়স হইলে নামাজের হুকুম করিতে হইবে

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. رواه أبو داؤد، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم: ٤٩٥

অর্থ ঃ হযরত আমর ইবনে শোয়াইব তাহার পিতা হইতে এবং তিনি তাহার পিতা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, নিজ সন্তানদিগকে সাত বৎসর বয়সে নামাজের আদেশ কর। দশ বৎসর বয়সে নামাজ না পড়িলে তাহাদেরকে প্রহার কর এবং এই বয়সে (ভাইবোনের) বিছানা আলাদা করিয়া দাও। (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ প্রহার করিতে ইহার খেয়াল রাখিবে যেন, শারীরিক কোন ক্ষতি না হয়।

(১৪) সে ব্যক্তি অধিক সম্মানিত যে সবার্ধিক আল্লাহভীরু

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝۱۳

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত, যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত। (৪৯ সূরা আল-হুজুরাত ঃ আয়াত ১৩)

(১৫) কিয়ামতের দিন স্তন্যদাত্রী তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ۝۱ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ۝۲

অর্থ ঃ হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী, তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার ভ্রূনকে গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয় বস্তুতঃ আল্লাহর আযাব বড় কঠিন। (২২ সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ১-২)

যোহর নামাজ

যোহর নামাজ	১২ রাকাত	৪ রাকাত সুন্নাত	৪ রাকাত ফরজ	২ রাকাত সুন্নাত	২ রাকাত নফল

ক্রমিক	যোহরের ৪ রাকাত সুন্নাত	যোহরের ৪ রাকাত ফরজ
১	জায়নামাজের দোয়া	–
২	–	ইকামত হবে (জামাতে নামাজ হলে)
৩	নিয়ত করে আল্লাহু আকবর বলে প্রথমে হাত তুলে ও পরে বেধে নামাজ শুরু করবো।	ঐ
৪	ছানা পড়বো	ছানা পড়বো
	প্রথম রাকাত নামাজ শুরু হল	
৫	সূরা ফাতিহা পড়বো	ঐ
৬	অন্য একটি সূরা পড়বো (কমপক্ষে ৩ আয়াত)	ঐ
৭	আল্লাহু আকবর বলে রুকুতে যাব ও ৩ বার রুকুর তাসবীহ পড়বো।	ঐ
৮	তাসমী পড়তে পড়তে সোজা হয়ে দাঁড়াবো	ঐ
৯	দাঁড়ানো অবস্থায় তাহমীদ পড়বো	ঐ
১০	আল্লাহু আকবর বলে প্রথম রাকাতের প্রথম সিজদায় যাব ও ৩ বার সিজদার তাসবীহ পড়বো।	ঐ
১১	সিজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে এক তসবীহ পরিমাণ বসবো	ঐ

ক্রমিক	যোহরের ৪ রাকাত সুন্নাত	যোহরের ৪ রাকাত ফরজ
১২	আল্লাহু আকবর বলে প্রথম রাকাতের দ্বিতীয় সিজদায় যাবো ও ৩ বার সিজদার তসবীহ পড়বো	ঐ
	দ্বিতীয় রাকাত নামাজ শুরু হল	
১৩	এখন সিজদা হতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত বেধে সূরা ফাতিহা পড়বো	ঐ
১৪	এখন ক্রমিক নং ৬ হতে ১২ পর্যন্ত অনুসরণ করে দ্বিতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদায় যাবো ও ৩ বার সেজদার তাসবীহ পড়বো।	ঐ
	মধ্যবর্তী বৈঠক	
১৫	সোজা হয়ে বসবো	ঐ
১৬	আত্তাহিয়াতু পড়বো	ঐ
	তৃতীয় রাকাত নামাজ শুরু হল	
১৭	আত্তাহিয়াতু পড়া শেষ হলে সোজা হয়ে দাড়িয়ে সূরা ফাতিহা পড়বো।	ঐ
১৮	সাথে অন্য ১টি সূরা পড়বো	–
১৯	৭ হতে ১২ নং ক্রমিক অনুসরণ করে তৃতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদায় যাবো ও ৩ বার সিজদার তাসবীহ পড়বো	ঐ
	৪র্থ রাকাত নামাজ শুরু হল	
২০	এখন সিজদাহ হতে দাঁড়িয়ে হাত বেধে সূরা ফাতিহা পড়বো	ঐ

ক্রমিক	৪ রাকাত সুন্নাত	৪ রাকাত ফরজ
২১	সাথে অন্য একটি সূরা পড়বো	-
২২	৭ হতে ১২ নং ক্রমিক অনুসরণ করে ৪র্থ রাকাতের দ্বিতীয় সিজদায় যাবো ও ৩ বার সিজদার তাসবীহ পড়বো	ঐ
	আখেরী বৈঠক	
২৩	সোজা হয়ে বসবো আত্তাহিয়াতু পড়বো	ঐ
২৪	দরূদ শরীফ পড়বো	ঐ
২৫	দোয়া মাসূরা পড়বো	ঐ
২৬	সালাম ফিরানোর তাসবীহ পড়তে পড়তে প্রথমে ডানে ও পারে বামে সালাম ফিরাবো	ঐ
২৭	মুনাজাত (এটা নামাজের অংশ নয়)	ঐ

নোট ঃ

১. যোহরের ৪ রাকাত সুন্নাত নামাজ শুরু করার আগে জায়নামাজের দোয়া পড়তে হয় (ক্রমিক নম্বর ১), যা যোহরের ৪ রাকাত ফরজ নামাজে নাই।

২. যোহরের ৪ রাকাত সুন্নাত নামাজের ৩য় ও ৪র্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরা (কমপক্ষে ৩ আয়াত) পড়তে হয়।

৩. যোহরের ৪ রাকাত ফরজ নামাজের ৩য় ও ৪র্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পড়তে হয় না।

৪. উপরের তিনটি পার্থক্য ছাড়া যোহরের চার রাকাত সুন্নাত ও যোহরের চার রাকাত ফরজ নামাজ পড়ার নিয়মকানুন এক।

(১) তাকবীর
(২) কিয়াম
(৩) রুকূ
(৪) সিজদাহ
(৫) আখেরী বৈঠক
পুরুষ নামাজীর বিভিন্ন অবস্থান

যোহরের ২ রাকাত সুন্নাত নামাজ

ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত নামাজের অনুরূপ [পৃষ্ঠা নং ৩৭]। শুধু মনে মনে যোহরের ২ রাকাত সুন্নাত নামাজ পড়ার নিয়ত করতে হবে।

যোহরের ২ রাকাত নফল নামাজ

ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত নামাজের অনুরূপ [পৃষ্ঠা নং ৩৭] শুধু মনে মনে যোহরের ২ রাকাত নফল নামাজ পড়ার নিয়ত করতে হবে।

জুমার নামাজ

জুমার নামাজ	১৪ রাকাত	৪ রাকাত সুন্নাত	২ রাকাত ফরজ	৪ রাকাত সুন্নাত	২ রাকাত সুন্নাত	২ রাকাত নফল

জুমার ৪ রাকাত সুন্নাত, যোহরের ৪ রাকাত সুন্নাত নামাজের মত। জুমার ২ রাকাত ফরজ, ফজরের ২ রাকাত ফরজ নামাজের মত। জুমার ২ রাকাত সুন্নাত বা নফল, ফজরের ২ রাকাত সুন্নাত নামাজের মত।

(১৬) যখন তাদের কারও মৃত্যু আসে তখন সে বলে আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করুন

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّيْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۭ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَاۗىِٕلُهَا ۭ وَمِنْ وَّرَاۗىِٕهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٠٠﴾

অর্থ ঃ (৯৯) যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে ঃ হে আমার পালনকর্তা। আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করুন। (১০০) যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি। কখনই নয়, এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। (২৩ সূরা আল মুমিনূন ঃ আয়াত ৯৯-১০০)

মহিলা নামাজীর রুকু

মহিলা নামাজীর সিজদাহ

আসর নামাজ

আসর নামাজ	৮ রাকাত	৪ রাকাত সুন্নাত*	৪ রাকাত ফরজ

* সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা

আসরের ৪ রাকাত সুন্নাত নামাজ

যোহরের চার রাকাত সুন্নাত নামাজের মত [পৃষ্ঠা নং ৪৪]। শুধু মনে মনে আসরের চার রাকাত সুন্নাত নামাজের নিয়ত করতে হবে।

আসরের ৪ রাকাত ফরজ নামাজ

আসরের ৪ রাকাত ফরজ নামাজ, যোহরের ৪ রাকাত ফরজ নামাজের মত। [পৃষ্ঠা নং ৪৪]। শুধু মনে মনে আসরের ৪ রাকাত ফরজ নামাজের নিয়ত করতে হবে।

গীবত

(১৭) গীবত করা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّ لَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲﴾

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক অনুমান হতে দূরে থাকো কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা এক অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার গোশত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো এটাকে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। (৪৯ সূরা আল হুজরাত ঃ আয়াত ১২)

মাগরিবের নামাজ

মাগরিবের নামাজ	৭ রাকাত	৩ রাকাত ফরজ	২ রাকাত সুন্নাত	২ রাকাত নফল

ক্রমিক	মাগরিবের ৩ রাকাত ফরজ নামাজ
১	নিয়ত করে আল্লাহু আকবর বলে প্রথমে হাত তুলে ও পরে হাত বেধে নামাজ শুরু করবো।
	প্রথম রাকাত নামাজ শুরু হল
২	ছানা পড়বো
৩	সূরা ফাতিহা পড়বো।
৪	অন্য একটি সূরা পড়বো (কমপক্ষে ৩ আয়াত)
৫	আল্লাহ আকবর বলে রুকুতে যাব ও ৩ বার রুকুর তাসবীহ পড়বো।
৬	তাসমী পড়তে পড়তে সোজা হয়ে দাঁড়াবো
৭	দাঁড়ানো অবস্থায় তাহ্মীদ পড়বো
৮	আল্লাহু আকবর বলে প্রথম সিজদায় যাব ও ৩ বার সিজদার তাসবীহ্ পড়বো।
৯	সিজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে এক তাসবীহ্ পরিমাণ বসবো
১০	আল্লাহু আকবর বলে প্রথম রাকাতের দ্বিতীয় সেজদায় যাবো ও ৩ বার সেজদার তাসবীহ্ পড়বো
	দ্বিতীয় রাকাত নামাজ শুরু হল
১১	এখন আল্লাহু আকবর বলে সিজদা হতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত বেধে সূরা ফাতিহা পড়বো
১২	এখন ক্রমিক নং ৪ হতে ১০ পর্যন্ত অনুসরণ করে দ্বিতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদায় যাবো।
	মধ্যবর্তী বৈঠক
১৩	সোজা হয়ে বসবো

১৪	আত্তাহিয়াতু পড়বো
	তৃতীয় রাকাত নামাজ শুরু
১৫	আত্তাহিয়াতু পড়া শেষ হলে উঠে দাঁড়াবো, হাত বেধে সূরা ফাতিহা পড়বো
১৬	—
১৭	আল্লাহ আকবর বলে রুকুতে যাব ও ৩ বার রুকুর তাসবীহ পড়বো
১৮	এখন ক্রমিক ৫ হতে ৯ অনুসরণ করে তৃতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সেজদায় যাব ও ৩ বার সিজদার তাসবীহ পড়বো।
	আখেরী বৈঠক
১৯	সোজা হয়ে বসবো আত্তাহিয়াতু পড়বো
২০	দরূদ শরীফ পড়বো
২১	দোয়া মাসূরা পড়বো
২২	সালাম ফিরানোর তাসবীহ পড়তে পড়তে প্রথমে ডানে ও পারে বামে সালাম ফিরাবো
২৩	মুনাজাত করবো (এটা নামাজের অংশ নয়)

নোট ঃ

মাগরিবের ৩ রাকাত ফরজ নামাজের ৩য় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সাথে অন্য সূরা পড়তে হয় না।

মাগরিবের ২ রাকাত সুন্নাত নামাজ ঃ ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত নামাজের মত [পৃষ্ঠা নং ৩৭]। শুধু মনে মনে মাগরিবের দুই রাকাত সুন্নাত নামাজের নিয়ত করতে হবে।

মাগরিবের দুই রাকাত নফল নামাজ ঃ ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত নামাজের মত [পৃষ্ঠা নং ৩৭]। শুধু মনে মনে মাগরিবের দুই রাকাত নফল নামাজের নিয়ত করতে হবে।

এশার নামাজ

এশার নামাজ	১৭ রাকাত	৪ রাকাত সুন্নাত	৪ রাকাত ফরজ	২ রাকাত সুন্নাত	২ রাকাত নফল	৩ রাকাত বেতের	২ রাকাত নফল

এশার ৪ রাকাত সুন্নাত ও ৪ রাকাত ফরজ ঃ এশার ৪ রাকাত সুন্নাত ও ৪ রাকাত ফরজ যথাক্রমে যোহরের ৪ রাকাত সুন্নাত [পৃষ্ঠা নং ৪৪] ও যোহরের ৪ রাকাত ফরজ [পৃষ্ঠা নং ৪৪] নামাজের মত। শুধু মনে মনে যেই নামাজ পড়ছি, সেই নামাজের নিয়ত করতে হবে।

এশার দুই রাকাত সুন্নাত ও দুই রাকাত নফল ঃ এশার দুই রাকাত সুন্নাত ও ২ রাকাত নফল নামাজ, ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত নামাজের মত [পৃষ্ঠা নং ৩৭]। শুধু মনে মনে যেই নামাজ পড়ছি, সেই নামাজের নিয়ত করতে হবে।

বেতের নামাজ

ক্রমিক	বেতেরের ৩ রাকাত ওয়াজিব নামাজ
১	নিয়ত করে আল্লাহু আকবর বলে প্রথমে হাত তুলে ও পরে হাত বেধে নামাজ শুরু করবো।
	প্রথম রাকাত নামাজ শুরু হল
২	ছানা পড়বো
৩	সূরা ফাতিহা পড়বো
৪	অন্য একটি সূরা পড়বো (কমপক্ষে ৩ আয়াত)
৫	আল্লাহ আকবর বলে রুকুতে যাব ও ৩ বার রুকুর তাসবীহ পড়বো।
৬	তাসমী পড়তে পড়তে সোজা হয়ে দাঁড়াবো
৭	দাঁড়ানো অবস্থায় তাহ্‌মীদ পড়বো
৮	আল্লাহু আকবর বলে প্রথম রাকাতের প্রথম সিজদায় যাব ও ৩ বার সিজদার তাসবীহ্ পড়বো।
৯	সিজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে এক তাসবীহ্ পরিমাণ বসবো
১০	আল্লাহু আকবর বলে প্রথম রাকাতের দ্বিতীয় সেজদায় যাবো ও ৩ বার সেজদার তাসবীহ্ পড়বো

	দ্বিতীয় রাকাত নামাজ শুরু হল
১১	এখন আল্লাহু আকবর বলে সিজদা হতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত বেধে সূরা ফাতিহা পড়বো
১২	এখন ক্রমিক নং ৪ হতে ১০ পর্যন্ত অনুসরণ করে দ্বিতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদায় যাবো।
	মধ্যবর্তী বৈঠক
১৩	সোজা হয়ে বসবো
১৪	আত্তাহিয়াতু পড়বো
	তৃতীয় রাকাত নামাজ শুরু
১৫	আত্তাহিয়াতু পড়া শেষ হলে উঠে দাঁড়াবো, হাত বেধে সূরা ফাতিহা পড়বো
১৬	অন্য একটি সূরা পড়বো (কমপক্ষে ৩ আয়াতের)
১৭	আল্লাহ আকবর বলে ১বার হাত তুলে, হাত বাধবো
১৮	দোয়া কুনুত পড়বো
১৯	আল্লাহ আবর বলে রুকুতে যাব ও ৩ বার রুকুর তাসবীহ পড়বো
২০	এখন ক্রমিক ৬ হতে ১০ অনুসরণ করে তৃতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সেজদায় যাব ও ৩ বার সিজদার তাসবীহ পড়বো।
	আখেরী বৈঠক
২১	সোজা হয়ে বসবো আত্তাহিয়াতু পড়বো
২২	দরূদ শরীফ পড়বো
২৩	দোয়া মাসূরা পড়বো
২৪	সালাম ফিরানোর তাসবীহ পড়তে পড়তে প্রথমে ডানে ও পারে বামে সালাম ফিরাবো
২৫	মুনাজাত করবো (এটা নামাজের অংশ নয়)

জানাযার নামায

জানাযার নামাজ ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোক আদায় করলে সকলেই দায়িত্বমুক্ত হবেন। কিন্তু কেউই যদি আদায় না করে, তবে সকলেই গুনাহগার হবেন।

জানাযার নামাযে দু'টি ফরজ ঃ

ক. চারবার আল্লাহু আকবার বলা। এ নামাজে রুকু-সিজদা নেই।

খ. কিয়াম করা, বিনা ওযরে বসে জানাযার নামাজ পড়া যাবে না।

জানাযা নামাজে সুন্নাত

এ নামাজে চারটি সুন্নাত। যথা–

১. প্রথম তাকবীরের পর আল্লাহ্র হামদ ও সানা পড়া। ২. দ্বিতীয় তাকবীরের পর রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ওপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা। ৩. তৃতীয় তাকবীরের পর মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা। ৪. ইমাম মৃত ব্যক্তির বুক বরাবর দাঁড়ানো।

জানাযার নামায পড়ার নিয়ম

জানাযার নামাজে জন্য তিন কাতার হওয়া সুন্নাত। লোক বেশি হলে তিন কাতারের বেশী করা যাবে। কিন্তু কাতার বেজোড় হওয়া ভালো। মাইয়্যেত বা মৃত ব্যক্তিকে কিবলার দিকে সামনে রেখে তার সিনা বরারব ইমাম সাহেব দাঁড়াবেন এবং সকলে এ নিয়্যত করবেন– 'আমি কিবলামুখী হয়ে জানাযার ফরজে কিফায়াহ নামাজ চার তাকবীরের সাথে আদায় করছি।'

এরূপ নিয়্যত করে একবার 'আল্লাহু আকবার' বলে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে তাকবীরে তাহরীমার মত হাত বাঁধবে এবং পড়বে–

ছানা-২

سُبْحَانَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ-

উচ্চারণ ঃ সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা সানাউকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্, সকল প্রশংসাসহ তুমি সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পাক ও পবিত্র। তোমার নাম মঙ্গল ও বরকতপূর্ণ, তোমার মহত্ত্ব অতি বিরাট, তোমার প্রশংসা অতি মহত্তপূর্ণ এবং তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

উপরিউক্ত সানা পড়ার পর আবার তাকবীর বলবে কিন্তু হাত উঠাবে না। তারপর নিম্নের দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। [নামাজের দরূদ শরীফ]

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ ○ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ ○ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ ○ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ ○ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ। কামা সাল্লাইতা আলা ইব্‌রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্‌রাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদ। কামা বা-রাকতা আ'লা ইব্‌রাহীমা ওয়াআ'লা আলি ইব্‌রাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

তারপর তাকবীর বলে মৃত ব্যক্তি প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ বা স্ত্রী লোক হলে নিম্নের দোয়া পড়তে হবে।

দোয়া-১

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ - وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ - (ترمذى)

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলি হাইয়্যিনা ওয়া মাইয়্যিতিনা ওয়া শা-হিদিনা ওয়া গা-য়িবিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনছালা আল্লাহুম্মা মান-আহ্ইয়াইতাহু মিন্না ফা-আহ্য়িহি আ'লাল ইসলাম। ওয়ামান তাওয়াফ ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু আ'লাল ঈমান। (তিরমিযি)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমাদের মধ্যে যারা জীবিত, মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, আমাদের ছোট ও বড়, আমাদের পুরুষ এবং নারী সকলের গুনাহ মাফ করে দাও। হে আল্লাহ্! তুমি যাদেরকে জীবিত রেখেছো তাদেরকে ইসলামের ওপর জীবিত রাখ। আর তুমি যাদের মৃত্যু দাও, তাদের ঈমানের সাথে মৃত্যু দিও। তারপর চতুর্থ তাকবীর বলে দু'দিকে সালাম ফিরাবে। তাকবীর ইমাম উঁচু স্বরে বলবেন।

মৃত ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্ক (বাচ্চা) ছেলে হয় তাহলে দোয়া-২ পড়তে হবে। মৃত ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্ক (বাচ্চা) মেয়ে হলে দোয়া-৩ পড়তে হবে।

দোয়া-২

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا ۞

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা জ'আলহু লানা ফারতাওঁ ওয়াজ'আলহু লানা আজরাওঁ ওয়া যুখরাওঁ ওয়াজ'আলহু লানা শাফিয়াওঁ ওয়া মুশাফফা'আ–।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তাকে আমাদের জন্য অগ্রগামী কর, তাকে আমাদের পুরস্কার ও সাহায্যের উপলক্ষ কর এবং তাকে আমাদের সুপারিশকারী ও সুপারিশ গ্রাহ্যকারীরূপে বরণ কর।

দোয়া-৩

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً ۞

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা জ'আলহা লানা ফারতাওঁ ওয়াজ'আলহা লানা আজরাওঁ ওয়া যুখরাওঁ ওয়াজ'আলহা লানা শাফিয়াওঁ ওয়া মুশাফফা'আহ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তাকে আমাদের জন্য অগ্রগামী কর, তাকে আমাদের পুরস্কার ও সাহায্যের উপলক্ষ কর এবং তাকে আমাদের সুপারিশকারী ও সুপারিশ গ্রাহ্যকারীরূপে বরণ কর।

(১৮) যারা তওবা করে আল্লাহ তাদের গুনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۞ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ۞

অর্থ ঃ কিন্তু যারা তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। (২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ৭০-৭১)

নামাজের তরতীব বা ধারাবাহিকতা

জানাযার নামাজ

জানাযার নামাজ	চার তাকবীর	জানাযার নামাজ ফরজে কিফায়া

ক্রমিক	প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ বা মহিলা	বাচ্চা ছেলে	বাচ্চা মেয়ে
১	দাঁড়িয়ে নিয়ত করে প্রথম তাকবীর আল্লাহু আকবর বলে প্রথমে হাত তুলে ও পরে হাত বেধে নামাজ শুরু করবো।	ঐ	ঐ
২	ছানা-২ পড়বো	ঐ	ঐ
৩	দ্বিতীয় তাকবীর আল্লাহু আকবর বলবো (হাত উঠবে না, বাধা অবস্থায়ই থাকবে)	ঐ	ঐ
৪	দরূদ শরীফ পড়বো	ঐ	ঐ
৫	তৃতীয় তাকবীর আল্লাহু আকবর বলবো (হাত উঠবে না, বাধা অবস্থায়ই থাকবে)	ঐ	ঐ
৬	দোয়া-১ পড়বো	দোয়া-২ পড়বো	দোয়া-৩ পড়বো
৭	চতুর্থ তাকবীর আল্লাহু আকবর বলবো (হাত উঠবে না, বাধা অবস্থায়ই থাকবে)	ঐ	ঐ
৮	সালাম ফিরানোর তাসবীহ পড়তে পড়তে প্রথমে ডানে ও পরে বামে সালাম ফিরাবো	ঐ	ঐ

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন ও হাদীসের আলোকে জামাতে নামাজ পড়ার গুরুত্ব ও ফজিলত ঃ

(১) জামাতে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে গিয়া জামাত শেষ হইয়া গিয়াছে দেখিবার ফজীলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهٗ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا اَعْطَاهُ اللّٰهُ مِثْلَ اَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَايَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئٌ. رواه ابو داود والنسائى والحاكم.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করিয়া নামাজ পড়িবার উদ্দেশ্যে মসজিদে যায় এবং সেখানে গিয়া দেখে যে জামাত শেষ, সে জামাতে নামাজ পড়িবার (পূর্ণ) সওয়াব পাইবে এবং ইহার কারণে জামাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সওয়াব বিন্দুমাত্রও কম করা হইবে না। (আবু দাউদ, নাসাঈ, হাকিম)

(২) জামাতে শরীক না হইলে নামাজ কবুল হয়না

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهٖ عُذْرٌ، قَالُوْا وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ خَوْفٌ اَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ صَلّٰى.

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আজান শুনিয়া কোনরূপ ওজর ছাড়াই জামাত ত্যাগ করে (বরং একাকী

নামাজ পড়িয়া লয়) তাহার নামাজ কবুল হয় না। সাহাবারা আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওজর বলিতে কি বুঝায়? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তর করিলেন, অসুস্থতা অথবা ভয় ভীতি। -(আবু দাউদ)

(৩) কোন ব্যক্তির কাজ জুলুম, কুফর ও নেফাক

عَنْ مَعَاذِ بْنِ اَنَسٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اَلْجَفَاءُ كُلَّ الْجَفَاءِ وَالْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ مَنْ سَمِعَ مُنَادِیَ اللّٰهِ یُنَادِیْ اِلَی الصَّلٰوةِ فَلَا یُجِیْبُهٗ رواه احمد والطبرانى

অর্থ ঃ হযরত মু'আজ ইবনে আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, ঐ ব্যক্তির কাজ পরিষ্কার জুলুম, কুফর এবং নেফাক ছাড়া আর কিছুই নহে, যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আজান শুনিয়াও জামাতে উপস্থিত হইল না। (আহমাদ)

(৪) নামাজ শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِیَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ یَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰی ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝٩ فَاِذَا قُضِیَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِی الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِیْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝١٠

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ, জুমআর দিনে যখন নামাজের আজান দেয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের পানে তাড়াতাড়ি কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ। অতঃপর নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (৬২ সূরা আল জুমআ ঃ আয়াত ৯-১০)

ঈদের নামাজ

ক্রমিক নং	২ রাকাত ঈদুল ফিতরের ওয়াজিব নামাজ	২ রাকাত ঈদুল আজহার ওয়াজিব নামাজ
১	নিয়ত করে আল্লাহু আকবর বলে প্রথমে হাত তুলে ও পরে বেধে নামাজ শুরু করবো।	ঐ
২	ছানা পড়বো	ছানা পড়বো
	প্রথম রাকাত নামাজ শুরু হল	
৩	প্রথম তাকবীর, আল্লাহু আকবর বলে হাত তুলে হাত ছেড়ে দিব	
৪	দ্বিতীয় তাকবীর, আল্লাহু আকবর বলে হাত তুলে হাত ছেড়ে দিব	
৫	তৃতীয় তাকবীর, আল্লাহু আকবর বলে হাত তুলে হাত বেধে ফেলবো	
৬	সূরা ফাতিহা পড়বো	ঐ
৭	অন্য একটি সূরা পড়বো (কমপক্ষে ৩ আয়াত)	ঐ
৮	আল্লাহ আকবর বলে রুকুতে যাব ও ৩ বার রুকুর তাসবীহ পড়বো।	ঐ
৯	তাসমী পড়তে পড়তে সোজা হয়ে দাঁড়াবো	ঐ
১০	দাঁড়ানো অবস্থায় তাহমীদ পড়বো	ঐ
১১	আল্লাহু আকবর বলে প্রথম রাকাতের প্রথম সিজদায় যাব ও ৩ বার সিজদার তাসবীহ পড়বো।	ঐ
১২	সিজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে এক তসবীহ পরিমাণ বসবো	ঐ
১৩	আল্লাহু আকবর বলে প্রথম রাকাতের দ্বিতীয় সেজদায় যাবো ও ৩ বার সেজদার তসবীহ পড়বো	ঐ

ক্রমিক নং	২ রাকাত ঈদুল ফিতরের ওয়াজিব নামাজ	২ রাকাত ঈদুল আজহার ওয়াজিব নামাজ
	দ্বিতীয় রাকাত নামাজ শুরু হল	
১৪	এখন সিজদা হতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত বেধে সূরা ফাতিহা পড়বো	ঐ
১৫	অন্য একটি সূরা পড়বো (কমপক্ষে ৩ আয়াত)	ঐ
১৬	প্রথম তাকবীর, আল্লাহু আকবর বলে হাত তুলে হাত ছেড়ে দিব	
১৭	দ্বিতীয় তাকবীর, আল্লাহু আকবর বলে হাত তুলে হাত ছেড়ে দিব	
১৮	তৃতীয় তাকবীর, আল্লাহু আকবর বলে হাত তুলে হাত ছেড়ে দিব	
১৯	আল্লাহু আকবর বলে রুকুতে যাব ও ৩ বার রকুর তাসবীহ পড়বে।	ঐ
২০	এখন ক্রমিক ৯ হতে ১৩ পর্যন্ত অনুসরণ করে দ্বিতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদায় যাব ও ৩ বার সিজদার তাসবীহ পড়বো।	ঐ
	আখেরী বৈঠক	
২১	সোজা হয়ে বসবো, আত্তাহিয়াতু পড়বো	ঐ
২২	দরূদ শরীফ পড়বো	ঐ
২৩	দোয়া মাসূরা পড়বো	ঐ
২৪	সালাম ফিরানোর তাসবীহ পড়তে পড়তে প্রথমে ডানে ও পরে বামে সালাম ফিরাবো	ঐ
২৫	ইমাম সাহেব খুতবা পাঠ করবেন	ঐ
২৬	মুনাজাত (এটা নামাজের অংশ নয়)	ঐ

(৫) কাহাদের ঘরবাড়ী রাসূলুল্লাহ (সা.) জ্বালাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন?

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ اٰمُرَ فِتْيَتِىْ فَيَجْمَعُ حَزَمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ اٰتِىْ قَوْمًا يُصَلُّوْنَ فِىْ بُيُوْتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأُحَرِّقَهَا عَلَيْهِمْ. رواه أبو داؤد، باب التشديد فى ترك الجماعة. رقم: ٥٤٩

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, কিছু যুবককে বলি যে, তাহারা অনেকগুলি জ্বালানী কাঠ জোগাড় করিয়া আনে। অতঃপর আমি ঐ সকল লোকদের নিকট যাই যাহারা বিনা ওজরে ঘরে নামাজ পড়িয়া লয় এবং তাহাদের ঘরগুলিকে আগুনে পোড়াইয়া দেই। (আবু দাউদ)

(৬) ৪০ (চল্লিশ) দিন যাবৎ তকবিরে উলার সাথে নামাজ পড়িবার ফজীলত কি?

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى لِلّٰهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِىْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى كُتِبَ لَهٗ بَرَائَتَانِ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ. رواه الترمذى.

অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ৪০ (চল্লিশ) দিন যাবত প্রথম তাকবীরের সাথে জামাতে নামাজ পড়িবে তাহার জন্য দুইটি পুরস্কার লেখা হয়। একটি দোযখ হইতে নাজাত পাওয়ার ও অপরটি মুনাফেক্বী হইতে মুক্ত থাকার। (তিরমিজী)

(৭) কোন নামাজীর জন্য নেকীর দশ ভাগের এক ভাগ লিখিত হয়?

عَنْ عَمَّارِ ابْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهٗ اِلَّا عُشْرُ صَلٰوتِهٖ تُسُعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا. رواه ابو داؤد وقال المنذری.

অর্থ ঃ হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, মানুষ নামাজ পড়িয়া শেষ করে অথচ তাহার জন্য নেকীর দশ ভাগের এক ভাগ লিখিত হয়। এইভাবে কেহ নয় ভাগের এক, কেহ আট ভাগের এক, কেহ সাত ভাগের এক, কেহ ছয় ভাগের এক, কেহ পাঁচ ভাগের এক, কেহ চার ভাগের এক, কেহ তিন ভাগের এক, কেহ দুই ভাগের এক ভাগ নেকী পায়। (আবু দাউদ)

(৮) হে অপরাধীরা! আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ۝٥٩ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝٦٠ وَّاَنِ اعْبُدُوْنِىْ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝٦١ وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ۖ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ۝٦٢ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۝٦٣

অর্থ ঃ হে অপরাধীরা, আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও। হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? এবং আমার ইবাদত কর। এটাই সরল পথ। শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা বুঝনি? এই সে জাহান্নাম, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হতো। (৩৬ সূরা ইয়াসিন ঃ আয়াত ৫৯-৬৩)

তারাবীর নামাজ

তারাবীর নামাজ ২০ রাকাত। ২ রাকাত, ২ রাকাত করে পড়তে হয়। প্রতি ৪ রাকাত পরপর তারাবীহ নামাজের দোয়া পড়তে হয়। ২০ রাকাত পড়ার পর মুনাজাত করতে হয়।

তারাবীর নামাজের নিয়ম ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত নামাজের মত [পৃষ্ঠা নং-৩৭]। খতম তারাবীর নামাজে ঈমাম সাহেব কেরাতের মাধ্যমে কুরআন খতম দেন। রমজানে খতম তারাবীহ পড়া বিশেষ সওয়াবের কাজ।

তারাবির নামাজে দোয়া

তারাবির নামাজে প্রতি চার (২+২) রাকাত নামাজ শেষে বসে নীচের দোয়াটি পড়তে হয় (অপরিহার্য নয়–)

سُبْحَانَ ذِىْ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ
وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَىِّ
الَّذِىْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُتُ اَبَدًا اَبَدًا سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ
الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ –

উচ্চারণ ঃ সুবহানা জিল মুলকি, ওয়াল মালাকূতি, সুবহানাজিল ইজ্জাতি ওয়াল আজমাতি ওয়াল হাইবাতি ওয়াল ক্বুদরাতি ওয়াল কিবরিয়া ওয়াল জাবারূতি, সুবাহানাল মালিকিল হাইয়িল্লাহিজী লাইয়ানামু ওয়ালা ইয়ামূতু আবাদান আবাদা। সুববূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালা য়িকাতি ওয়ার রূহ।

তারাবীহ্ নামাজের মুনাজাত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ يَاخَالِقَ الْجَنَّةِ

وَالنَّارِ- بِرَحْمَتِكَ يَاعَزِيْزُ يَاغَفَّارُ يَاكَرِيْمُ يَاسَتَّارُ يَارَحِيْمُ
يَاجَبَّارُ يَاخَلِقُ يَابَرُّ- اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَامُجِيْرُ يَامُجِيْرُ
يَامُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্আলুকাল জান্নাঁতা ওয়া নাউযূ বিকা মিনান্নার। ইয়া খালিকাল জান্নাঁতি ওয়ান্নার। বিরাহ্ মাতিকা ইয়া আজীজু ইয়া গাফ্ফারু ইয়া কারীমু ইয়া সাত্তারু ইয়া রাহীমু, ইয়া জব্বারু, ইয়া খালিকু ইয়া বা-র্রু। আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান্নার, ইয়া মুজীরু ইয়া মুজিরু, ইয়া মুজীর। বিরাহ্মাতিকা ইয়া আর আর হামার রাহিমীন।

(৯) মানুষ ও জ্বিন কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ
هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ﴿٨٨﴾
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۡ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ
النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٨٩﴾

অর্থ ঃ বলুন, যদি মানব ও জ্বিন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্যে জড়ো হয়, এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না। আমি এই কুরআনে মানুষের বিভিন্ন উপকার দ্বারা সব রকম বিষয়বস্তু বুঝিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক অস্বীকার না করে থাকেনি। (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৮৮-৮৯)

নফল নামাজ

(১০) কোন ব্যক্তির বেহেস্তে প্রবেশের পথে শুধু মৃত্যুই বাধা

عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ اٰيَةَ الْكُرْسِىِّ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوْتَ. رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة، رقم: ١٠٠، وفى رواية: وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ رواه الطبرانى فى الكبير والاوسط بأسانيد وأحدها جيد، مجمع الزوائد ١٠/١٣٨

অর্থ ঃ হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসী (সূরা ঃ আল-বাক্বারা, আয়াত ঃ ২৫৫) পড়িবে তাহার বেহেস্তে প্রবেশ করিতে শুধু মৃত্যুই বাধা হইয়া রহিয়াছে। এক বর্ণনায় আয়াতুল কুরসীর সাথে সূরা এখলাস পড়ার কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ, আমালুল ইয়াউমে ওয়াল লাইলাহ।)

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ﴿۲۵۵﴾

অর্থ ঃ আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। নভোমণ্ডল ও

ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। কে আছে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? দৃষ্টির সামনে ও পশ্চাতে যা কিছু রয়েছে সবকিছু সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে কোন কিছুকেই তারা পরিবেষ্টিত করতে পারে না; কিন্তু তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর এতদুভয়কে সংরক্ষণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বমহান। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ২৫৫)

(১১) কে নামাজের মধ্যে চুরি করে

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْوَءُ النَّاسِ سَرَقَةَ نِ الَّذِىْ يَسْرِقُ صَلٰوتَهٗ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلٰوتَهٗ؟ قَالَ لَايُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا. رواه الدارمى.

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কাতাদা (রাঃ), তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, চোর হিসাবে সব চাইতে নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি, যে নামাজের মধ্যে চুরি করে। সাহাবারা প্রশ্ন করিলেন [ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)] নামাজের মধ্যে কিভাবে চুরি করে?] রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তর করিলেন, নামাজে রুকু সেজ্‌দা সঠিকভাবে আদায় করে না। (দারেমী)

(১২) নামাজ অন্যায় কাজ হইতে বিরত রাখে

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، فَقَالَ: مَنْ لَمْ تَنْهَهٗ صَلٰوتُهٗ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَلَاصَلٰوةَ لَهٗ. اخرجه ابن ابى حاتم وابن مردويه كذا فى الدر المنثور.

অর্থ ঃ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ঃ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى (الاية)

(সূরা ঃ আল-আনকাবুত, আয়াত ঃ ৪৫)

অর্থাৎ ঃ নামাজ যাবতীয় নির্লজ্জ ও অন্যায় কাজ হইতে ফিরায় এই আয়াতের অর্থ কি? নবী করীম (সাঃ) উত্তর করিলেন, যাহাকে নামাজ নির্লজ্জ ও অন্যায় কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখে না তাহার নামাজ নামাজই নহে!

ব্যাখ্যা ঃ নিশ্চয়ই নামাজ এমনি একটি সম্পদ, যদি ঠিকভাবে উহা আদায় করা হয় তবে তাহা খারাপ কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখিবেই। যদি কোথাও উহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে বুঝিতে হইবে নামাজ পরিপূর্ণ হয় নাই।

(১৩) কে আল্লাহ তা'আলার মেহমান

عَنْ سَلْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فِىْ بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، فَهُوَ زَائِرُ اللّٰهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُوْرِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ. رواه الطبرانى فى الكبير وأحد إسنادية رجاله رجال

الصحيح مجمع الزوائد ۲/۱۳۹

অর্থ ঃ হযরত সালমান (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজ ঘর হইতে উত্তমরূপে অযূ করিয়া মসজিদে যায় সে, আল্লাহ তা'আলার মেহমান। (আল্লাহ তা'আলা তাহার মেজবান) আর মেজবানের জিম্মাদারী হইল মেহমানকে সম্মান করা। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

(১৪) অন্ধকারে মসজিদে যাতায়াতকারীদের জন্য সুসংবাদ

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِىْ

الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه أبو داؤد، باب ماجاء في المشي إلى الصلوة في الظلم رقم: ٥٦١

অর্থ ঃ হযরত বুরাইদাহ (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যাহারা অন্ধকারে বেশী বেশী পরিমাণে মসজিদে আসা-যাওয়া করে তাহাদিগকে কেয়ামতের দিন পূর্ণ নূরের সুসংবাদ দান করুন। (আবু দাউদ)

(১৫) নামাজের অপেক্ষায় বসিয়া থাকা নামাজেরই সমতুল্য

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاةٍ مَادَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ تَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ يُحْدِثْ.

رواه البخاري باب إذا قال: أحدكم أمين .... رقم: ٣٢٢٩

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ নামাজের নেকী পাইতে থাকে, যতক্ষণ সে নামাজের প্রতীক্ষায় থাকে। ফেরেশতাগণ তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকেন, ইয়া আল্লাহ! এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করিয়া দিন, তাহার উপর রহমত করুন। নামাজ শেষ করিবার পরও যতক্ষণ সে নামাজের স্থানে অযূর সাথে বসিয়া থাকে ততক্ষণ ফেরেশতারা তাহার জন্য এই দোয়াই করিতে থাকেন। (বুখারী)

(১৬) আল্লাহ বলেন আমার জান্নাতে প্রবেশ কর

يَٰٓأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ﴿٣٠﴾

অর্থ ঃ হে প্রশান্ত মন। তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। (৮৯ সূরা আল ফজর ঃ আয়াত ২৭-৩০)

তাহাজ্জুদ নামাজ

তাহাজ্জুদ নামাজ ২ রাকাত, ২ রাকাত ৪ রাকাত [পৃষ্ঠা নং-৩৭] হিসাবে যত খুশী পড়া যায়। তাহাজ্জুদ নামাজের নিয়ম ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত নামাজের মত।

(১৭) তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িতে হইবে

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۡ وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝١٦ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝١٧

অর্থ ঃ রাতে তাহাদের পার্শ্ব বিছানা হইতে পৃথক থাকে। এইভাবে যে, তাহারা আপন রবকে (আযাবের) ভয়ে এবং (সওয়াবের) আশায় ডাকিতে থাকে (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে)। আর আমার দেওয়া সম্পদ হইতে খরচ করে। অতএব কেহ জানে না যে, এই সমস্ত লোকদের জন্য নয়ন জুড়ানো কি কি সামগ্রী গায়েবের ভান্ডারে মওজুদ রহিয়াছে। ইহা তাহাদের নেক আমলের প্রতিদান। (সূরা ঃ সাজদাহ, আয়াত ঃ ১৬-১৭)

(১৮) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন তাহাজ্জুদ নামাজ অবশ্যই পড়িও

عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْمُزَنِيِّ رَحِمَهُ اللهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَابُدَّ مِنْ صَلٰوةٍ بِلَيْلٍ وَلَوْ حَلْبَ شَاةٍ، وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ. رواه الطبرانى فى الكبير وفيه: محمد بن اسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٥٢١/٢ وهو ثقة، مجمع الزوائد ٩٢/١٠

অর্থ ঃ হযরত ইয়াস ইবনে মুয়াবিয়া মুযানী (রহঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, তাহাজ্জুদ (নামাজ) অবশ্যই পড়িও, যদিও উহা বকরীর দুধ দোহন পরিমাণ এত কম সময়ের জন্যই হউক না কেন। আর এশার পর যে নামাজই পড়া হইবে তাহা তাহাজ্জুদ (নামাজ) বলিয়া গণ্য করা হইবে। (তাবরানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

এশরাকের নামাজ

(১৯) ২ (দুই) রাকাত এশরাক নামাজের সওয়াব, পরিপূর্ণ হজ্জ এবং ওমরার সওয়াবের সমতূল্য

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِيْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ. رواه الترمذی وقال : هذا حديث

حسن غريب، باب ماذكر مايستحب من الجلوس ... رقم : ٥٨٦

অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সা.) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সহিত আদায় করে। অতঃপর সূর্য উঠা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার জিকির করে, অতঃপর দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে তবে সে হজ্জ এবং ওমরার সওয়াব লাভ করে। এরপর হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম (সা.) তিন বার এরশাদ করিয়াছেন পরিপূর্ণ হজ্জ এবং ওমরার সওয়াব, পরিপূর্ণ হজ্জ এবং ওমরার সওয়াব, পরিপূর্ণ হজ্জ এবং ওমরার সওয়াব লাভ করে। (তিরমিযী)

এশরাকের নামাজ ২ রাকাত, ২ রাকাত, ৪ রাকাত পড়া যায়। ২ রাকাত এশরাক নামাজ পড়ার নিয়ম ফজরের ২ রাকাত সুন্নাত [পৃষ্ঠা নং-৩৭] নামাজ পড়ার মত।

যোহর, মাগরিব ও এশার ফরজের পরে পড়ার নফল নামাজ

(২০) নফল নামাজ দ্বারা অন্য নামাজের ঘাটতি পূরণ করা হইবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ عَمَلِهٖ صَلٰوتُهٗ فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ خَابَ وَخَسِرَ وَاِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهٖ قَالَ الرَّبُّ انْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكْمَلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهٖ عَلٰى ذٰلِكَ. رواه الترمذى

وحسنه النسائى وابن ماجة والحاكم وصححه كذا فى الدر وفى المنتخب.

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ক্বেয়ামতের দিন বান্দার আমল সমূহের মধ্যে প্রথম ফরজ নামাজের হিসাব হইবে। যদি তাহার নামাজ ঠিক হয় তবে সে সফলকাম হইবে ও তাহার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। আর যদি তাহার নামাজ ঠিক না হয় তবে সে ব্যর্থ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। যদি ফরজ নামাজে কিছুটা ত্রুটি বাহির হয় তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, এই বান্দার কিছু নফল আছে কি না দেখ, যাহার দ্বারা ফরজের ঘাট্‌তি পূরণ করা যায়। তাহার পর বান্দার বাদবাকী আমলেরও এই নীতিতে হিসাব হইবে। (তিরমিজী)

(২১) আল্লাহ শুধু বলেন হও তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٨٢﴾

অর্থ ঃ তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, হও তখনই তা হয়ে যায়। (৩৬ সূরা ইয়াসীন ঃ আয়াত ৮২)

চাশতের নামাজ

চাশতের নামাজ ৪ রাকাত। চাশতের নামাজ যোহরের ৪ রাকাত সুন্নাত নামাজের মত [পৃষ্ঠা নং - ৪৪]।

আওয়াবীন নামাজ

আওয়াবীন নামাজ ৬ রাকাত। দুই রাকাত, দুই রাকাত করে পড়তে হয়। আওয়াবনী নামাজ ফজরের ২ রাকাত সুন্নাত নামাজের মত [পৃষ্ঠা নং - ৩৭]।

(২২) ৬ (ছয়) রাকাত আওয়াবীন নামাজ পড়িলে ১২ (বার) বৎসর এবাদত করিবার সওয়াব পাওয়া যায়

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ صَلّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ سَنَةً. رواه الترمذى وقال: حديث أبى هريرة

حديث غريب، باب ماجاء فى فضل التطوع ..... رقم: ٤٣٥

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাজের পর ছয় রাকাত (আওয়াবীন নামাজ) এইভাবে পড়ে যে, উহার মধ্যে কোন অপ্রয়োজনীয় কথা না বলে, তবে তাহার ১২ (বার) বৎসর এবাদতের সমতুল্য নেকী হয়। (তিরমিযী)

দুনিয়ার এই জীবনতো খেলা আর তামাশা মাত্র

[সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ৩৬]

সালাতুল হাজত নামাজ

(২৩) কোন ব্যক্তির কোন চাহিদা দেখা দিলে সে কি করিবে

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ أَوْفَى الْاَسْلَمِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهٗ حَاجَةٌ إِلَى اللّٰهِ اَوْ إِلٰى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهٖ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لْيَقُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ أَسْئَلُكَ أَلَّا تَدَعَ لِىْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا لِىْ ثُمَّ يَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مَاشَاءَ فَإِنَّهٗ يُقَدَّرُ. رواه ابن ماجة، باب ماجاء فى صلوة الحاجة، رقم: ١٣٨٤ قال البوصيرى: قلت: رواه الترمذى من طريق فائد به دون قوله: ثُمَّ يَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا إِلٰى اٰخِرِهٖ ورواه الحاكم فى المستدرك باختصار وزاد بعد قوله: وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وله شاهد من حديث انس. رواه الاصبهانى ورواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده من طريق فائد به ... مصباح الزجاجة ٢٣٦/١

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা আসলামী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) আমাদের নিকট আসিলেন এবং এরশাদ করিলেন, যে কোন ব্যক্তির, যে কোন চাহিদা দেখা দেয়, উহার সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার সহিত হউক বা মাখলুকের মধ্যে কাহারো সহিত হউক, তাহার উচিত যে, সে যেন অযূ করিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়ে। অতঃপর এই দোয়া করে -

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، أَسْئَلُكَ أَلَّا تَدَعَ لِىْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا لِىْ.

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তিনি বড় ধৈযশীল অত্যন্ত দয়াবান। আল্লাহ তা'আলা সকল দোষ-ত্রুটি হইতে পবিত্র, আরশে আযীমের মালিক। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি সমস্ত দুনিয়ার পালনকর্তা। আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট ঐ সকল বস্তু চাহিতেছি, যাহা আপনার রহমতকে ওয়াজিব করে এবং যাহা দ্বারা আপনার মাগফিরাত নিশ্চিত হইয়া যায়। আমি আপনার কাছে সকল নেক কাজ হইতে অংশ ও সকল গুনাহ হইতে নিরাপদ থাকার দোয়া করিতেছি। আমি আপনার নিকট ইহাও চাই যে, আমার এমন কোন গুনাহ বাকি না রাখেন, যাহা আপনি মাফ করিয়া না দেন, আর না এমন কোন চিন্তা যাহা আপনি দূর করিয়া না দেন, আর না এমন কোন চাহিদা মিটাইতে বাকি রাখেন যাহাতে আপনার রেজামন্দি রহিয়াছে।

(২৪) আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি ততক্ষণ মনযোগ নিবদ্ধ রাখেন, যতক্ষণ বান্দা নামাজে মনযোগ নিবদ্ধ রাখে

عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَا يَزَالُ اللّٰهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِىْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ. رواه النسائى، باب التشديد فى الإلتفات فى الصلاة،

অর্থ ঃ হযরত আবু যার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখেন, যতক্ষণ বান্দা নামাজের মধ্যে অন্য কোন দিকে মনোযোগ না দেয়। যখন বান্দা নামাজ হইতে মনোযোগ সরাইয়া লয়, তখন আল্লাহ তা'আলাও মনোযোগ সরাইয়া ফেলেন। (নাসাঈ)

তাহিয়াতুল অজুর নামাজ

(২৫) বেলাল (রাঃ)-এর তাহিয়াতুল অযূর নামাজ

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ: يَا بِلَالُ، حَدِّثْنِىْ بِأَرْجٰى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِىْ الْاِسْلَامِ، فَإِنِّىْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِى الْجَنَّةِ، قَالَ بِلَالٌ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجٰى عِنْدِىْ أَنِّىْ لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِىْ سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْنَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذٰلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِىْ أَنْ أُصَلِّىَ. رواه البخارى، باب فضل الطهور بالليل والنهار...... رقم: ۱۱۴۹

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, একদিন নবী করীম (সাঃ) ফজরের নামাজের পর হযরত বেলাল (রাযিঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বেলাল, ইসলাম গ্রহণের পর নিজের এমন কোন আমলের কথা বল, যাহাতে তোমার সবচেয়ে বেশী সওয়াবের আশা হয়, কারণ আমি রাত্রে স্বপ্নে জান্নাতে আমার সামনে, তোমার জুতার (পা ঘসিয়া চলার) শব্দ শুনিয়াছি। হযরত বেলাল (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আমার নিজের আমলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আশা, যে আমলের উপর রহিয়াছে তাহা এই যে, দিনে রাতে যখনই আমি অযূ করিয়াছি তখন সেই অযূ দ্বারা যতখানি আল্লাহ তা’আলা আমাকে তৌফিক দিয়াছেন (তাহিয়্যাতুল অযূর) নামাজ পড়িয়াছি। (বুখারী)

তাহিয়াতুল অজুর নামাজ ২ রাকাত। অজু করে অন্য কোন ইবাদত না করে প্রথমেই এই নামাজ পড়ে নিতে হয়।

২ রাকাত তাহিয়াতুল অজুর নামাজ ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত নামাজের মত [পৃষ্ঠা নং-৩৭]।

লাইলাতুল ক্বদরের নামাজ

(২৬) সূরা আল-ক্বাদর

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

উচ্চারণ ঃ ইন্না- আনযালনা-হু ফী লাইলাতিল ক্বাদরি, ওয়ামা-আদরা-কা মা-লাইলাতুল ক্বাদরি, লাইলাতুল ক্বাদরি খাইরুম মিন আলফি শাহর। তানায্‌ঝালুল মালা-ইকাতু ওয়াররূহু ফী-হা বিইযনি রব্বিহিম মিন কুল্লি আমরিন সালা-ম। হিয়া হাত্তা- মাত্বলাইল ফাজরি।

অর্থ ঃ আমি নাযিল করেছি এই (কুরআনকে) ক্বদরের রাতে। তুমি কি জানো, ক্বদ্‌রের রাত কি? ক্বদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও অধিক উত্তম। ফেরেশতারা এবং জিবরাঈল এই (রাতে) তাদের রব্ব-এর (প্রতিপালকের) অনুমতিক্রমে (পৃথিবীর জন্য) সকল পরিকল্পনা নিয়ে অবতীর্ণ হয়। এই রাতে পুরোপুরি শান্তি ও নিরাপত্তার অনুগ্রহ বর্ষিত হতে থাকে সূর্য (প্রভাত) উদয়ের আগ পর্যন্ত।

শবে কদরের নফল নামাজ

ক্বদরের রাতে এশার পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত ইবাদত-বন্দেগী করতে হয়। নফল নামাজ পড়া যায়। উমুরী কাযা (অনেক পুরাতন কাযা) পড়া যায়। কুরআন তেলাওয়াত করা যায়। তসবীহ পড়া যায়। জিকির করা যায়। তওবা করা যায়।

এই নামাজ দু'রাকাত ঃ প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে একবার সূরা কদর ও ৩ বার সূরা ইখলাস পড়া যায়।

শবে কদরের নামাজ ২ রাকাত, ২ রাকাত করে ১২ রাকাত। তবে সাধ্য মত যত খুশী কম বেশী পড়া যায়।

শবে ক্বদরের নামাজ ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত [পৃষ্ঠা নং ৩৭] নামাজের মত। শবে ক্বদরের রাত, হাজার মাস হতে উত্তম। এই রাতে ইবাদত করা বিশেষ সওয়াবের কাজ।

(২৭) জীবনে ১ (এক) বার হইলেও সালাতুত তাসবীহ নামাজ পড়া চাই

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ! أَلَا أُعْطِيْكَ؟ أَلَا أَمْنَحُكَ؟ أَلَا أَحْبُوْكَ؟ أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ قَدِيْمَهُ وَحَدِيْثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيْرَهُ وَكَبِيْرَهُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ - عَشْرَ خِصَالٍ - أَنْ تُصَلِّىَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِىْ أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشَرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُوْلُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِىْ سَاجِدًا فَتَقُوْلُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا فَذٰلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ، فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذٰلِكَ فِىْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِىْ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِىْ كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِىْ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِىْ عُمُرِكَ مَرَّةً. رواه أبو داؤد باب صلوة التسبيح رقم : ١٢٩٧

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, যে নবী কারীম (সাঃ), হযরত আব্বাস (রাযিঃ) কে বলিলেন, আব্বাস, হে আমার চাচা আমি কি আপনাকে একটি বখশীশ দিব না ? একটি হাদিয়া পেশ করিব না? আমি কি আপনাকে এমন আমল বলিয়া দিব না, যখন আপনি উহা করিবেন আপনি দশটি উপকার লাভ

করিবেন ? অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আপনার সামনের-পিছনের, নতুন-পুরাতন, জানিয়া অথবা না-জানিয়া, ছোট-বড় এবং গোপনে-প্রকাশ্যে করা সকল গুনাহই মাফ করিয়া দিবেন। সেই আমল এই যে, আপনি চার রাকাত (সালাতুত তাসবীহ নামাজ) পড়িবেন। যখন আপনি প্রথম রাকাতের ক্বেরাত শেষ করিবেন তখন রুকুর পূর্বে দাঁড়ানো অবস্থায়

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ۞

পনের বার পড়িবেন। তারপর রুকু করিবেন এবং রুকুতেও এই কলেমাগুলি দশবার পড়িবেন। তারপর রুকু হইতে উঠিয়া দাঁড়ানো অবস্থায় এই কলেমাগুলিই দশবার পড়িবেন। তারপর সেজদায় যাইবেন এবং উহাতেও এই কলেমাগুলি দশবার পড়িবেন। এরপর সেজদা হইতে উঠিয়া বসা অবস্থায় এই কলেমাগুলিই দশবার পড়িবেন। দ্বিতীয় সেজদায় ও এই কলেমা গুলি দশবার পড়িবেন। অতঃপর দ্বিতীয় সেজদার পর ও দাঁড়াইবার পূর্বে বসিয়া বসিয়া এই কলেমাগুলিই দশবার পড়িবেন। চার রাকাত এই পদ্ধতিতে পড়িবেন। এই নিয়মে প্রত্যেক রাকাতে এই কলেমাগুলি পঁচাত্তর বার পড়িবেন (হে আমার চাচা) যদি আপনার দ্বারা সম্ভব হয় তবে দৈনিক একবার এই নামাজ পড়িবেন। আর যদি আপনি ইহাও করিতে না পারেন তবে প্রতি জুমার দিন একবার পড়িবেন, আর যদি ইহাও করিতে না পারেন তবে মাসে একবার পড়িবেন। ইহাও না পারিলে তবে বছরে একবার পড়িবেন। আর যদি ইহাও সম্ভব না হয় তবে সারা জীবনে একবার অবশ্যই পড়িয়া লইবেন। (আবু দাউদ)

(২৮) সে ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম কথা, কার হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۞ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ۞ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ ۞

অর্থ ঃ সে ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম কথা কার হতে পারে, যে লোকদিগকে, আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকে এবং নিজেও নেক আমল করে এবং বলে যে, আমি মুসলমানদের মধ্যে হতে একজন। আর সৎকাজ ও অসৎ কাজ সমান হয় না, অতএব আপনি এবং আপনার অনুসারীগণ সদ্ব্যবহার দ্বারা অসদ্ব্যবহারের প্রত্যুত্তর দিন। অতঃপর সদ্ব্যবহারের পরিণতি এ হবে যে, আপনার সাথে যার শত্রুতা ছিল, সে অকস্মাৎ এমন হয়ে যাবে, যেমন একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে থাকে। এই চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে এবং এই চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান। (সূরা হা-মীম সিজদা ঃ আয়াত ৩৩-৩৫)

ব্যাখ্যা ঃ এই আয়াতের দ্বারা বুঝা গেল যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার দিকে দাওয়াত দিবে, তার জন্য সহনশীল, ধৈর্যশীল ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া জরুরী।

(২৯) পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করতে হবে

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ﴿٢٤﴾ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ﴿٢٥﴾

অর্থ ঃ তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদেরকে "উহঃ শব্দটিও বলো না (অর্থাৎ বিরক্তি, উপেক্ষা, অবজ্ঞা, ক্রোধ ও ঘৃণাসূচক কোন কথা, বলো না) এবং তাদেরকে ধমক দিও না, তাদেরকে সম্মানসূচক কথা বলো। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর, যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে, তা ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তবে তিনি তাওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল। (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ২৩-২৫)

সালাতুস তাসবীহ্ নামাজ

ক্রমিক	৪ রাকাত সালাতুস তাসবীহ্	
১	জায়নামাজের দোয়া	
২	নিয়ত করে আল্লাহু আকবর বলে প্রথমে হাত তুলে ও পরে বেধে নামাজ শুরু করবো।	
৩	ছানা পড়বো	
	প্রথম রাকাত নামাজ শুরু হল	
৪	সূরা ফাতিহা পড়বো	
৫	অন্য একটি সূরা পড়বো (কমপক্ষে ৩ আয়াত)	
৬	**১৫ বার**	**সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর**
৭	আল্লাহ আকবর বলে রুকুতে যাব ও ৩ বার রুকুর তাসবীহ পড়বো।	
৮	**১০ বার**	**সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর**
৯	তাসমী পড়তে পড়তে সোজা হয়ে দাঁড়াবো	
১০	দাঁড়ানো অবস্থায় তাহমীদ পড়বো	
১১	**১০ বার**	**সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর**
১২	আল্লাহু আকবর বলে প্রথম সিজদায় যাব ও ৩ বার সিজদার তাসবীহ পড়বো।	
১৩	**১০ বার**	**সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর**
১৪	সিজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে এক তসবীহ পরিমাণ বসবো	
১৫	**১০ বার**	**সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর**
১৬	আল্লাহু আকবর বলে দ্বিতীয় সিজদায় যাবো ও ৩ বার সিজদার তসবীহ পড়বো	
১৭	**১০ বার**	**সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর**
১৮	আল্লাহু আকবর বলে সোজা হয়ে বসবো।	
১৯	**১০ বার**	**সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর**

ক্রমিক	দ্বিতীয় রাকাত নামাজ শুরু হল
২০	এখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত বেধে সূরা ফাতিহা পড়বো
২১	এখন ক্রমিক নং ৫ হতে ১৯ পর্যন্ত অনুসরণ করে দ্বিতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদা শেষে সোজা হয়ে বসে ১০ বার তাসবীহ পড়বো।
	মধ্যবর্তী বৈঠক
২২	আত্তাহিয়াতু পড়বো
	তৃতীয় রাকাত নামাজ শুরু হল
২৩	আত্তাহিয়াতু পড়া শেষ হলে সোজা হয়ে দাঁড়াবো।
২৪	৫ হতে ১৯ নং ক্রমিক অনুসরণ করে তৃতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদা শেষে সোজা হয়ে বসে ১০ বার তাসবীহ পড়বো।
	৪র্থ রাকাত নামাজ শুরু হল
২৫	সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত বেধে সূরা ফাতিহা পড়বো
২৬	৫ হতে ১৯ নং ক্রমিক অনুসরণ করে ৪র্থ রাকাতের দ্বিতীয় সিজদা শেষে সোজা হয়ে বসে ১০ বার তাসবীহ পড়বো।
	আখেরী বৈঠক
২৭	আত্তাহিয়াতু পড়বো
২৮	দরূদ শরীফ পড়বো
২৯	দোয়া মাসূরা পড়বো
৩০	সালাম ফিরানোর তাসবীহ পড়তে পড়তে প্রথমে ডানে ও পরে বামে সালাম ফিরাবো
৩১	মুনাজাত (এটা নামাজের অংশ নয়)
নোট	প্রতি রাকাতে ৭৫ বার তাসবীহ পড়তে হয়।

সালাতুস তাসবীহ্ নামাজের সংক্ষিপ্ত টেবিল

১.	কেরাত শেষে	১৫ বার
২.	রুকুতে	১০ বার
৩.	রুকু হতে দাঁড়িয়ে	১০ বার
৪.	প্রথম সিজদায়	১০ বার
৫.	প্রথম সিজদা হতে বসে	১০ বার
৬.	দ্বিতীয় সিজদায়	১০ বার
৭.	দ্বিতীয় সিজদা হতে বসে	১০ বার
*	**প্রতি রাকাতে তাসবীহ**	**৭৫ বার**

(৩০) নসীহত দ্বীনি আলোচনা ঈমানদারগণকে সুফল প্রদান করে

وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٥٥ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ۝٥٦

অর্থ ঃ হে নবী, আপনি বুঝাতে (দ্বীনি আলোচনা করতে) থাকুন, কেননা বুঝানো (দ্বীনি আলোচনা) ঈমানদারগণকে সুফল প্রদান করে। আমি মানুষ ও জিন জাতিকে আমার ইবাদত করার জন্যেই সৃষ্টি করেছি। (৫১ সূরা আয যারিয়াত ঃ আয়াত ৫৫-৫৬)

এস্তেখারা করিবার নিয়ম

রাত্রিবেলা নিদ্রা যাইবার পূর্বে অজূ করে পাক-পবিত্র পোশাক পরিধান করে খালেছ দিলে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করিবো। অতঃপর নিম্নের দোয়াটি পাঠ করিয়া উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া ক্বেবলামুখী কাত হইয়া নিদ্রা যাইবো। আল্লাহ্ তা'আলার অসীম রহমতে কার্যের ফলাফল স্বপ্নের মাধ্যমে জানিতে পারিবো। এক রাত্রিতে কাংখিত বিষয় ফলাফল জানিতে না পারিলে তিন রাত্রি পর্যন্ত এস্তেখারা করিতে হইবে।

দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ - فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ - اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ - فَقَدِّرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ - وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ - فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ -

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বি'ইলমিকা ওয়াস্তাক্বাদিরুকা বিক্বুদরাতিকা ওয়াসয়ালুকা মিন ফাদ্বলিকাল আযীম। ফা ইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালা-আক্বদিরু ওয়া তা'লামু ওয়া লা আলামু ওয়া আন্তা আল্লামুল গুইয়ুব। আল্লা-হুম্মা ইনঁ কুনঁতা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা খাইরুল্লী ফী দ্বীনি ওয়া মাআশী ওয়া 'আ-ক্বিবাতু আমরী; ফাক্বাদ্দিরহু লী ওয়া ইয়া-স্সিরহু লী, ছুম্মাঁ বারিক লী ফীহি। ওয়া ইনঁ কুনঁতা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা শাররুললী ফী দ্বীনি ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আক্বিবাতু আমরী; ফাছরিফহু 'আন্নী ওয়াছরিফনী 'আনহু, ওয়াক্বদির লিল খাইরা হাইছু কা-না ছুম্মার দ্বি-নী বিহী।

মুসাফিরের নামাজে নিয়ম / কসর নামাজের নিয়ম

যদি কোন ব্যক্তি সফরের নিয়তে ১৫ দিন বা তার চেয়ে কম সময়ের জন্য নিজ বাড়ী হইতে ৪৮ মাইল দূরত্বের বা উহার বেশী পথ যাইবার জন্য রওনা করে, তবে নিজ এলাকা অতিক্রম করিবার পর হইতে সে মুসাফির বলিয়া গণ্য হইবে।

সফরে বাহির হইবার পর মুসাফির ব্যক্তিকে চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামাজ কসর করিয়া দুই রাকাত আদায় করিতে হইবে। যেহেতু ইহা আল্লাহ্‌র হুকুম। অতএব মুসাফিরী অবস্থায় চার রাকাত ফরজ নামাজ দুই রাকাত কসর করা ফরজ। মুসাফির ব্যক্তি চার রাকাত নামাজ আদায় করিলে তাহার নামাজ আদায় হইবে না।

তবে মুসাফির ব্যক্তি মুকীম ইমামের পিছনে মুক্তাদী হইয়া চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ আদায় করিলে উহা চার রাকাতই আদায় করিতে হইবে। আর মুসাফির ব্যক্তি ইমাম হইলে, মুকীম ব্যক্তি মুক্তাদী হইলে, ইমামের সালাম ফিরাইবার পরে সে আল্লাহু আকবার বলিয়া দাঁড়াইয়া সূরা কেরাত পাঠ না করিয়া বাকী দুই রাকাত নামাজ কিছু সময় দাঁড়াইয়া থাকিয়া রুকু সিজদা করিয়া বৈঠকে বসিয়া যথারীতি সালাম ফিরাইয়া নামাজ শেষ করিবো।

কাযা নামাজে নিয়ম

ভুল বশতঃ বা দ্বীনের বুঝ না থাকার কারণে কোন ওয়াক্তের নামাজ ছুটিয়া গেলে, এই নামাজ পরবর্তীতে আদায় করাকে কাযা নামাজ বলা হয়। কাহারো ফরজ কিংবা ওয়াজিব নামাজ ছুটিয়া গেলে, উহার কাযা আদায় করিতেই হইবে। কিন্তু সুন্নাত নামাজের কাযা আদায় করিবার বিধান নাই। তবে ফজরের নামাজ কাযা হইলে উহা ঐ দিন যোহরের পূর্বে কাযা আদায় করিলে সুন্নাতসহ আদায় করার নিয়ম আছে।

উমরী কাযা নামাজ আদায়ের বিবরণ

কাহারো অনেক দিনের নামাজ কাযা হয়েছে, যার ওয়াক্তের সংখ্যা অজানা, এটাকে উমরী কাযা বলে। যেমন ধরা যাক কোন ব্যক্তির বয়স ৪৬ সে সারা জীবন বেনামাজীর মত জীবন যাপন করছে। হয়তো জুমার সে পড়েছে, বেশী ভাগ নামাজই সে পড়ে নাই। আজ হয়তো আল্লাহ তাকে দ্বীনের বুঝ দিয়েছেন, সে আজ হতে নামাজ পড়ার নিয়ত করেছে। তার জন্য উমরী কাজা নামাজ পড়তে হবে। কোন ফরজ নামাজই অনাদায়ী থাকা অনুচিত। এর জন্য আল্লাহর দরবারে কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ হবে। হাদীসে আছে, আল্লাহর দরবারে সর্বপ্রথম নামাজ সম্পর্কেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং উমরী কাযা আদায় করা অত্যাবশ্যক। এরূপ নামাজে কোন সময় নির্ধারিত নেই। যে তিন সময়ে নামাজ পড়া নাজায়েয, তা বাদে যেকোন সময় পড়া যায়। এমনকি কয়েক ওয়াক্তের কাযাও এক সাথে পড়া যায়। উমরী কাযা পড়তে এরূপ নিয়ত করবো আমার জীবনের প্রথম ফজর বা যোহরের কাযা আদায় করতেছি। এভাবে যে ওয়াক্তের কাযা পড়বে, সে ওয়াক্তের নাম বলবো। আশা করা যায়, আল্লাহ তা'আলা ওয়াক্তমত নামাজ না পড়ার অপরাধ মাফ করে দেবেন।

(৩১) জাহান্নামীরা বলবে, আমরা যদি শুনতাম বা বুদ্ধি খাটাতাম

قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ۬ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ ۚۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِیْ ضَلٰلٍ كَبِیْرٍ ۝ وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِیْۤ اَصْحٰبِ السَّعِیْرِ ۝ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِیْرِ ۝

অর্থ ঃ তারা বলবে, হাঁ আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অতঃপর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ্ তা'আলা কোন কিছু নাযিল করেননি। তোমরা মহাবিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ। তারা আরও বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না। অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্নামীরা দূর হোক। (৬৭ সূরা আল মুলক ঃ আয়াত ৯-১১)

চতুর্থ অধ্যায়

নামাজের নিয়ম কানুন ঃ

(১) নামাজ কেয়ামতের দিন নূর হইবে, দলিল হইবে, নাজাতের কারণ হইবে

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَقَالَ : مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُوْرٌ وَلَا بُرْهَانٌ، وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ. رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط، ورجال أحمد ثقات، مجمع الزوائد ٢/٢١

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাজের আলোচনা প্রসঙ্গে এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি নামাজের এহতেমাম করিবে এই নামাজ কেয়ামতের দিন তাহার জন্য আলো হইবে, তাহার (প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার) প্রমাণ হইবে এবং কেয়ামতের দিন শাস্তি হইতে বাঁচিবার উপায় হইবে। যে ব্যক্তি নামাজের এহতেমাম করে না তাহার জন্য কেয়ামতের দিন কোন আলো হইবে না, তাহার (ঈমানদার হওয়ার) কোন প্রমাণ থাকিবে না, আর না শাস্তি হইতে বাঁচিবার কোন উপায় থাকিবে। সে কেয়ামতের দিন ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালাফের সাথে থাকিবে। (মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

(২) যাহারা অধিক পরিমাণে মসজিদে যাইতে অভ্যস্ত তাহাদেরকে ঈমানদার হিসাবে সাক্ষী দেওয়া যাইবে

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهٗ بِالْإِيْمَانِ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ). رواه

الترمذى وقال : هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة التوبة.

অর্থ ঃ হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমরা কাহাকেও অধিক পরিমাণে মসজিদে আসিতে অভ্যস্ত দেখ তখন তাহার ঈমানদার হওয়ার সাক্ষ্য দাও। আল্লাহ তা'আলার এরশাদ -

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ .

(সূরা ঃ আত-তওবা, আয়াত ঃ ১৮)

অর্থাৎ মসজিদ সমূহকে ঐ সমস্ত লোকেরাই আবাদ করে, যাহারা আল্লাহ তা'আলা ও কেয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে। (তিরমিযী)

(৩) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামাজ কিরূপ ছিল?

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً وَهُوَ يُصَلِّىْ فِى الْمَسْجِدِ فِى الْمَدِيْنَةِ قَالَ : فَقُمْتُ أُصَلِّىْ وَرَاءَهٗ يُخَيَّلُ إِلَىَّ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ، فَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، فَقُلْتُ إِذَا جَاءَ مِائَةَ اٰيَةٍ رَكَعَ، فَجَاءَهَا فَلَمْ يَرْكَعْ، فَقُلْتُ إِذَا جَاءَ مِائَتَىْ اٰيَةٍ رَكَعَ، فَجَاءَهَا فَلَمْ يَرْكَعْ، فَقُلْتُ إِذَا خَتَمَهَا رَكَعَ، فَخَتَمَ فَلَمْ يَرْكَعْ، فَلَمَّا خَتَمَ قَالَ :

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، وِتْرًا ثُمَّ افْتَتَحَ اٰلَ عِمْرَانَ، فَقُلْتُ إِنْ خَتَمَهَا رَكَعَ، فَخَتَمَهَا وَلَمْ يَرْكَعْ، وَقَالَ: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ افْتَتَحَ سُوْرَةَ الْمَائِدَةِ، فَقُلْتُ: إِذَا خَتَمَ رَكَعَ فَخَتَمَهَا فَرَكَعَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ، وَيُرَجِّعُ شَفَتَيْهِ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُوْلُ غَيْرَ ذٰلِكَ، ثُمَّ سَجَدَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى، وَيُرَجِّعُ شَفَتَيْهِ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُوْلُ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلَا أَفْهَمُ غَيْرَهُ ثُمَّ افْتَتَحَ سُوْرَةَ الْاَنْعَامِ فَتَرَكْتُهُ وَذَهَبْتُ. رواه عبد الرزاق فى مصنفه ٢/١٤٧

অর্থ ঃ হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট গেলাম। তিনি মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে নামাজ পড়িতেছিলেন। আমিও তাঁহার পিছনে নামাজ পড়িতে দাঁড়াইয়া গেলাম। আমার ধারণা ছিল যে, তিনি জানেন না যে, আমি তাঁহার পিছনে নামাজ পড়িতেছি। তিনি সূরা বাকারা শুরু করিলেন, আমি মনে মনে ভাবিলাম, হয়ত একশত আয়াতের পর রুকু করিবেন। কিন্তু তিনি যখন একশত আয়াত পড়িয়া রুকু করিলেন না তখন ভাবিলাম, দুইশত আয়াত পড়িয়া রুকু করিবেন। কিন্তু তিনি যখন দুইশত আয়াত পড়িয়া রুকু করিলেন না তখন আমি ভাবিলাম, হয়ত সূরা শেষ করিয়া রুকু করিবেন। যখন তিনি সূরা শেষ করিলেন তখন তিনবার اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ পড়িলেন। অতঃপর সুরা আলে ইমরান শুরু করিলেন। আমি ধারণা করিলাম যে, এই সূরা শেষ করিয়া তো রুকু করিবেনই। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই সূরা শেষ করিলেন, কিন্তু রুকু করিলেন না, বরং তিন বার اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ পড়িলেন। অতঃপর সূরা মায়েদাহ আরম্ভ করিয়া দিলেন। আমি চিন্তা করিলাম, সূরা মায়েদাহ শেষ করিয়া রুকু করিবেন। সুতারাং

তিনি সূরা মায়েদাহ শেষ করিয়া রুকু করিলেন। আমি তাঁহাকে রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ পড়িতে শুনিলাম এবং তিনি নিজের ঠোঁট মোবারক নাড়াইতেছিলেন। (যাহাতে) আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি উহার সহিত আরও কিছু পড়িতেছেন। অতঃপর তিনি সেজদা করিলেন। আমি তাঁহাকে সেজদাতে سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى পড়িতে শুনিলাম এবং তিনি তাঁহার ঠোঁট মোবারক নাড়াইতেছিলেন। যাহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি উহার সাথে আরও কিছু পড়িতেছেন যাহা আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম না। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আনআম শুরু করিলে আমি তাহাকে নামাজরত অবস্থায় ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম। [কারণ, আমি নবী করীম (সাঃ) এর সহিত আর নামাজ পড়িতে সাহস করিতে পারিলাম না।] (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক)

(৪) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শোকর গুজার বান্দা হওয়া

عَنْ عَطَاءٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَخْبِرِيْنِىْ بِأَعْجَبَ مَا رَأَيْتِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ : وَأَىُّ شَأْنِهِ لَمْ يَكُنْ عَجَبًا؟ إِنَّهُ أَتَانِىْ لَيْلَةً فَدَخَلَ مَعِىَ لِحَافِىْ ثُمَّ قَالَ : ذَرِيْنِىْ أَتَعَبَّدُ لِرَبِّىْ، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّىْ، فَبَكٰى حَتّٰى سَالَتْ دُمُوْعُهُ عَلٰى صَدْرِهٖ، ثُمَّ رَكَعَ فَبَكٰى ثُمَّ سَجَدَ فَبَكٰى، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَبَكٰى، فَلَمْ يَزَلْ كَذٰلِكَ حَتّٰى جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، وَمَا يُبْكِيْكَ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ : أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا، وَلِمَ لَا أَفْعَلُ وَقَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَىَّ

هٰذِهِ اللَّيْلَةَ : (إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُوْلِى الْاَلْبَابِ) الْاٰيَاتِ.

أخرجه ابن حبان فى صحيحه، إقامة الحجة ص ١١٣

অর্থ ঃ হযরত আতা (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে আমি হযরত আয়শা (রাযিঃ) এর নিকট আরজ করিলাম, নবী করীম (সাঃ) এর কোন আশ্চর্য বিষয়, যাহা আপনি দেখিয়াছেন, আমাকে শুনাইয়া দিন। হযরত আয়শা (রাযিঃ) বলিলেন, নবী করীম (সাঃ) এর কোন জিনিস আশ্চর্যজনক নয়। এক রাতে তিনি আমার কাছে ছিলেন, এবং আমার সাথে আমার লেপের ভিতর শায়িত ছিলেন। তাহার পর বলিলেন, ছাড় আমি আমার রবের প্রার্থনা করিবো। এই বলিয়া তিনি শয্যা হইতে উঠিলেন, অযু করিলেন, এরপর নামাজের জন্য দাড়াইয়া গেলেন এবং ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমনকি চোখের পানি সীনা মোবারকের উপর বহিতে লাগিলো। অতপর রুকূ করিলেন উহাতেও এই ভাবে কাঁদিলেন। অতঃপর সেজদা করিলেন উহাতেও এইভাবে কাঁদিলেন। অতঃপর সেজদা হইতে উঠিলেন এবং এইভাবে কাঁদিলেন। অবশেষে হযরত বেলাল (রাযিঃ) আসিয়া ফজরের নামাজের জন্য ডাক দিলেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ তা'আলা যখন আপনার সামনের ও পিছনের সকল গুনাহ (যদি হইয়াও থাকে) মাফ করিয়া দিয়াছেন তখন আপনি এত কেন কাঁদিতেছেন? তিনি এরশাদ করিলেন, তবে কি আমি শোকরগুজার বান্দা হইব না? আর আমি এরূপ কেন করিব না, যখন আজ আমার উপর اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

(সূরা ঃ আলে-ইমরান, আয়াত ঃ ১৯০)

হইতে সূরা আলে ইমরানের শেষ পর্যন্ত আয়াতসমূহ নাযিল হইয়াছে। (ইবনে হিব্বান, একামাতুল হুজ্জাত)

নামাজের প্রধান শর্ত

নামাজের প্রধান শর্ত ঈমান। যার ঈমান নেই, তার নামাজ পড়ে লাভ নেই। কাজেই কুরআন হাদীসে ঈমান আনতে হবে। ঈমান অর্থ বিশ্বাস। কিন্তু শরীয়ত বিধানে ঈমান মানে– (১) আন্তরিক বিশ্বাস (২) মৌখিক অঙ্গীকার (৩) এবং তদানুযায়ী আমল।

অন্তরে বিশ্বাস রেখে মুখে বলবো–

اٰمَنْتُ بِا للّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَا لْيَوْمِ الاٰخِرِ وَا لْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ وَا لْمَوْتِ وَا لْبَعْثِ بَعْدَا لْمَوْتِ وَا لْجَنَّةِ وَا لنَّارِ –

উচ্চারণ– আ-মানতু বিল্লাহি ওয়া মালা-ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুছুলিহী ওয়াল ইয়াওমিল আ-খিরি ওয়াল কাদরি খাইরিহী ওয়া শাররিহী ওয়াল মাওতে ওয়াল বাআসি বা'আদাল মাওতে ওয়াল জান্নাতির ওয়ান্না-র।

অর্থ– আমি (১) আল্লাহ্‌র উপরে (২) তাঁর ফেরেশতাগণ (৩) তাঁর কিতাবসমূহ (৪) তাঁর রসূলগণ (৫) পরকাল (৬) ভাগ্যের ভাল ও মন্দ (৭) মৃত্যু (৮) মৃত্যুর পর পুনরুত্থান (৯) জান্নাত ও (১০) জাহান্নামের বিশ্বাস করলাম। (মুসলিম ও মিশকাত)
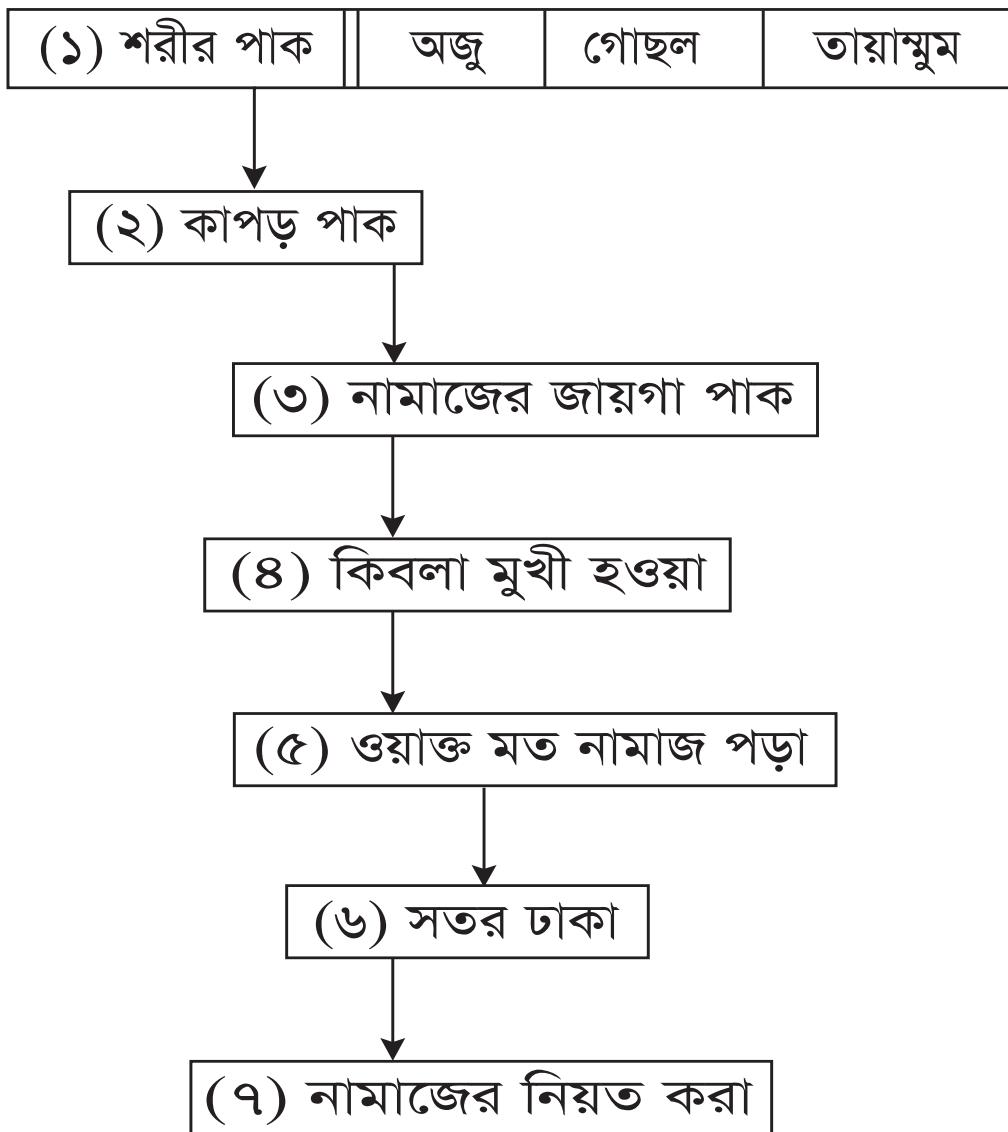
সূরা ফাতিহা পাঠ

প্রত্যেক নামাজে প্রত্যেক রাকাতে প্রত্যেক মুসল্লীর সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরজ [একাকী নামাজ পড়া অবস্থায়] (বুখারী)। রাসূলে আকরাম (সা.) বলেছেন–

لَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ❁
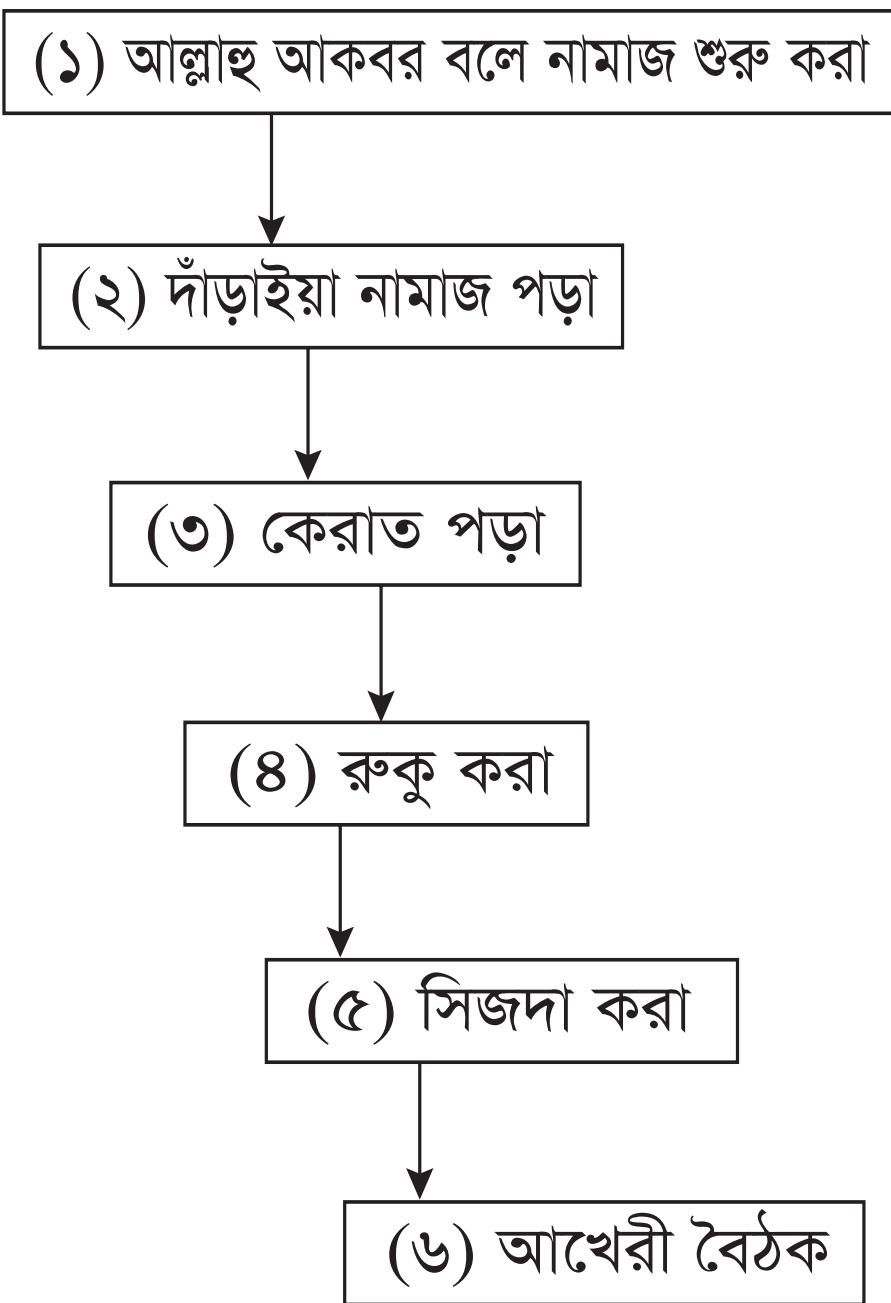
অর্থাৎ– যে ব্যক্তি নামাজে সূরা ফাতিহা (আলহামদু সূরা) পড়ে না, তার নামাজ হয় না। (বুখারী ৭৫৬, মুসলিম ৩৯৪, তিরমিযী ২৪৭, আবু দাউদ ৮২২, ইবনে মাজাহ ৮৩৭, মিশকাত ৮২২)

নামাজের বাহিরে ৭টি ফরজ (আহকাম)

নোট ঃ পুরুষদের সতর নাভীর উপর হতে হাটুর নীচ পর্যন্ত এবং মহিলাদের সতর মুখমণ্ডল ছাড়া সমস্ত শরীর।

নামাজের ভিতর ৬টি ফরজ (আরকান)
(১) আল্লাহু আকবর বলে নামাজ শুরু করা
(২) দাঁড়াইয়া নামাজ পড়া
(৩) কেরাত পড়া
(৪) রুকু করা
(৫) সিজদা করা
(৬) আখেরী বৈঠক

নামাজের ওয়াক্ত বা সময়

আল্লাহ্ তা'য়ালা জিবরাইল ফিরিশ্তাকে পাঠিয়ে আপন নবীকে হাতে ধরিয়ে নামাজের ওয়াক্ত দেখিয়ে শিখিয়ে দিয়েছেন।

১. ফজর ঃ রাত শেষে পূর্বাকাশে সাদা আলোর রেখা দেখা দেয়, এটাকে সুবহে ছাদেক বলে। সুবহে ছাদেক হওয়ার পর হতে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ফজরের নামাজের সময়।

২. যোহর ঃ সূর্য ঠিক মাথার উপর হতে পশ্চিম দিকে হেলেছে বুঝা যাওয়ার পর হতে কোন বস্তুর সম পরিমাণ ছায়া হওয়া পর্যন্ত যোহারের নামাজের উত্তম সময়। কোন বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্তও যোহর পড়া যায়।

৩. আসর ঃ কোন বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর হতে সূর্য লাল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আসরের উত্তম সময়। সূর্যের রং লাল হওয়ার পরও অনিবার্য কারণ বশতঃ আসর পড়া যায়।

৪. মাগরিব ঃ সূর্য অস্ত যাওয়া মাত্রই মাগরিবের ওয়াক্ত হয় এবং পশ্চিম দিক লাল থাকা পর্যন্ত ওয়াক্ত থাকে।

৫. এশা ঃ পশ্চিম আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকলে অর্থাৎ লালও নেই, সাদাও নেই, তখন এশার ওয়াক্ত হয় এবং রাত্র দ্বিপ্রহর পর্যন্ত ভাল ওয়াক্ত থাকে। রাত্র দ্বিপ্রহরের পর থেকে সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত এশার নামাজ পড়া যায়।

নোট ঃ বইটির শেষে নামাজের চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার দেয়া আছে।

অজুর ফরজ ৪টি

অজুর মধ্যে চারটি ফরজ। যথা– (১) সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল একবার ধৌত করা। (২) উভয় হাত কনুইসহ একবার ধৌত করা (৩) মাথার এক চতুর্থাংশ একবার মাছেহ করা (ভিজা হাত দিয়ে মোছা)। (৪) উভয় পা টাখনুসহ একবার ধৌত করা। এই ফরজ সমূহের যে কোন একটি বাদ পড়িলে অজু শুদ্ধ হইবে না।

গোসলের ফরজ ৩টি

গোসলের মধ্যে তিনটি ফরজ, যথা ঃ (১) গরগরার সহিত কুলি করা, কিন্তু রোযা রাখাবস্থায় গরগরা করা নিষেধ। (২) নাকের ভিতরের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌঁছানো, (৩) মাথা হইতে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছাইয়া ধৌত করা। উপরোক্ত তিনটি ফরজ সমূহের কোন একটি বাদ পড়িলে গোসল শুদ্ধ হইবে না।

৩ কারণে গোসল ফরজ

(১) যে কোন কারণে বীর্য হয় নির্গত হইলে, (২) স্বপ্ন দোষ হইলে, (৩) সহবাস করিলে। এছাড়া মহিলাদের হায়েজ ও নফাসের পরে গোসল করা ফরজ।

২ কারণে ওয়াজিব গোসল হয়

(১) কোন কাফের লোক নাপাক অবস্থায় মুসলমান হইলে তাহার জন্য গোসল করা ওয়াজিব হইবে। (২) মুর্দা ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া ওয়াজিব।

নামাজে ফরজসমূহ

নামাজে বাহিরে ও ভিতরে মোট ১৩টি ফরজ। নামাজে বাহিরে মোট ৭টি ফরজ এইগুলিকে নামাজে আহকাম বলা হয়। যথা ঃ (১) শরীর পাক হওয়া, (২) পরিধানের কাপড় পাক হওয়া, (৩) নামাজে জায়গা পাক হওয়া, (৪) সতর ঢাকা অর্থাৎ কাপড় পরিধান করিয়া নামাজ পড়া। (৫) কেবলামুখী হইয়া নামাজ পড়া, (৬) ওয়াক্ত মত নামাজ পড়া এবং (৭) নামাজের নিয়ত করা ।

নামাজে ভিতরে ৬টি ফরজ। এইগুলিকে নামাজে আরকান বলা হয়। যথা - (১) আল্লাহু আকবর বলে নামাজ শুরু করা, (২) দাঁড়াইয়া নামাজ পড়া, (৩) কেরাত পড়া, (৪) রুকূ করা, (৫) সিজদাহ করা, (৬) শেষ বৈঠকে বসা।

তায়াম্মুমের ফরজ

(১) তায়াম্মুমের নিয়ত করা । (২) তায়াম্মুমের বস্তুর উপর হাত দুইটি ঘসে সমস্ত মুখমন্ডল একবার মাছেহ করা, (৩) তায়াম্মুমের বস্তুর উপর হাত ঘসে প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত কনুই পর্যন্ত মাছেহ করা।

নামাজে দরকারী দোয়া ও তাস্‌বীহসমূহ

জায়নামাজের দোয়া

إِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۞

উচ্চারণ ঃ ইন্নী- ওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী-ফাতারাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্ব হানী-ফাওঁ ওয়ামা-আনা- মিনাল মুশরিকী - - - ন।

অর্থ ঃ যিনি আসমান ও জমীন সৃষ্টি করেছেন, নিশ্চয় আমি আমার মুখমণ্ডল তাঁর দিকে ফিরালাম। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

ছানা

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ۞

উচ্চারণ ঃ সুবহা-নাকা আল্ল-হুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা ওয়া তাবা-র-কাসমুকা ওয়া তা-য়া-লা জাদ্দুকা ওয়া লা - - - ইলা-হা গইরুকা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি পাক ও পবিত্র। আপনারই জন্য প্রশংসা। আপনার নাম সমূহ বরকতময়। আপনার মর্যাদা অনেক উচ্চে। আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। (মুসলিম-৯১৮)

রুকুর তাসবীহ্‌

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ ○

উচ্চারণ ঃ সুবহাঁ-না রব্বিয়াল ’আযী - - - ম।

অর্থ ঃ আমার মহান রব যাবতীয় দোষ ত্রুটি হতে মুক্ত, তিনি মহান।

তাসমী

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ۞

উচ্চারণ ঃ সামি'আল্ল-হু লিমান হাঁমিদাহ্।

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, তিনি তাহা শুনেন।

তাহ্মীদ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ۞

উচ্চারণ ঃ রব্বানা-লাকাল হাম্‌দ।

অর্থ ঃ আমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু পবিত্র।

সিজদাহর তাসবীহ্

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى ۞

উচ্চারণ ঃ সুব্হাঁ-না রব্বিয়াল 'আলা-।

অর্থ ঃ আল্লাহ অতি মহান ও পবিত্র।

তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়্যাতু)

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ - اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ - اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ -
اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۞

উচ্চারণ ঃ আত্তাহিয়া-তু লিল্লা-হি ওয়াচ্ছলা-ওয়া-তু ওয়াত্ত্বইবা-তু, আস্সালা-মু 'আলাইকা আইয়ুহান্ নাবিয়ু ওয়া রাহ্মাতুল্লা-হি ওয়া বারাকাতুহ্। আস্সালা-মু 'আলাইনা- ওয়া 'আলা-'ইবাদিল্লা-হিছ্ ছ-লিহীন। আশহাদু আল্লা - - - ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশ্হাদু আন্না ~ মুহাম্মাদান 'আব্দুহু- ওয়া রসূ-লুহ্।

অর্থাৎ মৌখিক, শারীরিক, আর্থিক সমস্ত এবাদত ও পবিত্রতা আল্লাহ তা'আলার জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষিত হউক। আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতিও শান্তি বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ মা'বুদ নাই এবং ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

দুরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ ۞ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ ۞ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۞ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ ۞ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ ۞ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۞

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ছল্লি 'আলা-মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা-আ-লি মুহাম্মাদিন্ কামা-ছল্লাইতা 'আলা- ইব্রা-হীমা ওয়া 'আলা- আ-লি ইব্রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজী - - - দ। আল্লা-হুম্মা বারিক 'আলা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা- আ-লি মুহাম্মাদিন্ কামা- বারাক্তা 'আলা- ইব্রা-হীমা ওয়া 'আলা- আ-লি ইব্রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজী - - - দ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি সেইরূপ শান্তি বর্ষণ করুন, যেইরূপ আপনি ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি বর্ষণ করিয়াছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত। হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন, যেইরূপ আপনি ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়াছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত।

দোয়া মাসূরা

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا ۞ وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ فَاغْفِرْ لِىْ۞ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ ۞ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۞

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী- যলামতু নাফসী- যুলমাং~~ কাছীরাওঁ ওয়ালা-ইয়াগ্ ফিরুজ্জুনূবা ইল্লা- আং~~ তা ফাগফির লী-মাগফিরাতাম্ মিন্ 'ইনদিকা ওয়ারহামনী- ইন্নাকা আং~~ তাল গফূরুর রহী - - - ম।

অর্থ ঃ হে আমার আল্লাহ্! আমি আমার নফসের (দেহ ও আত্মার) উপর অনেক জুলুম করিয়াছি, আর আপনি ছাড়া গুনাহ মাফ করার কেহ নাই। অতএব হে আল্লাহ অনুগ্রহ পূর্বক আপনি আমার গুনাহ মাফ করুন এবং আমার উপর দয়া করুন। নিশ্চয়ই আপনি দয়াময় ও পাপ মার্জনাকারী।

দোয়া কুনুত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ ۞ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَ اِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ۞

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্ ~ মা ইন্না নাস্‌তা'ইনুকা ওয়া নাস্‌তাগ্‌ফিরুকা ওয়া নু'মিনুবিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু 'আলাইকা ওয়া নুছনী 'আলাইকাল খইরা, ওয়া নাশ্‌কুরুকা ওয়ালা- নাক্‌ফুরুকা ওয়া নাখ্‌লাউ' ওয়ান নাত্‌রুকু মাইঁইয়াফ্‌জুরুকা। আল্লা-হুম্মা ইয়াকা না'বুদু। ওয়া লাকা নুছোয়াল্লী- ওয়া নাস্‌জুদু, ওয়া ইলাইকা নাসা'আ- ওয়া নাহ ফিদু ওয়া নারজু রাহমাতাকা ওয়া নাখশা-'আযা-বাকা, ইন্না 'আযা-বাকা বিল্ কুফ্‌ফারি মুলহিক্ব।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমরা আপনার কাছে সাহায্য চাহিতেছি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি, আপনার প্রতি নির্ভর করিতেছি, আপনার গুণগান প্রকাশ করিতেছি এবং আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি এবং আপনাকে অস্বীকার করিতেছি না। যে আপনার হুকুমের বিরুদ্ধে চলে তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতেছি এবং ত্যাগ করিতেছি। হে আল্লাহ্! আমরা আপনারই উপাসনা করিতেছি, আপনার জন্যই নামাজ আদায় করিতেছি এবং আপনাকেই সিজদা করিতেছি। আমরা আপনাকে ভয় করিতেছি! আপনার সামনে হাজির আছি, আপনার রহমতের আকাংখা করি এবং আপনার শাস্তিকে ভয় করিতেছি, আর কাফেরদের প্রতিই আপনার আযাব পতিত হইবে।

নামাজের ওয়াজিবের বর্ণনা

নামাজের ওয়াজিব ১৪টি।

১। সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করা।

২। সূরায়ে ফাতেহার সাথে সূরা মিলান।

৩। নামাজের তরতীব তথা ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা।

৪। রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৫। সেজদার সময় নাক ও কপাল উভয় অঙ্গকে মাটিতে রাখা।

৬। সেজদার ক্ষেত্রে উভয় পায়ের কোন এক অংশ অন্তত এক তাসবীহ পরিমাণ মাটিতে রাখা।

৭। উভয় সেজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা।

৮। রুকু সেজদাগুলো এমনভাবে আদায় করা যেন, অঙ্গসমূহ যথাস্থানে স্থির হয়ে যায়।

৯। প্রথম বৈঠক করা অর্থাৎ দুই রাকাত নামাজ আদায় করার পর বসা।

১০। উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা।

১১। ফরজ নামাজের মাগরিব, ইশার প্রথম দুই রাকাতে, জুমার নামাজে, উভয় ঈদের নামাজে তারাবীহ্ ও রমজান মাসের বিতিরের নামাজে ইমামের উচ্চস্বরে কেরাত পড়া, জোহর, আছর ও মাগরিবের শেষ রাকাতেও ইশার শেষ দুই রাকাতে ইমামের ক্বরাত আস্তে পাঠ করা।

১২। বেতের নামাজে দোয়ায়ে কুনূত পড়া।

১৩। উভয় ঈদের নামাজে 'ছয়' তাকবীর বলা।

১৪। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ বলে নামাজ শেষ করা।

নামায ভঙ্গের কারণসমূহ

নামাজ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য যেমন কিছু শর্ত রয়েছে, তেমনিভাবে নষ্ট হওয়ার জন্যও কিছু সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। নিম্নোক্ত কারণে নামাজ নষ্ট হয়ে যায়। যেমন–

১. নামাজে মধ্যে কথা বলা।

২. নামাজে মধ্যে সালাম দিলে।

৩. নামাজে মধ্যে এমন করলে যা দূর থেকে দেখলে মনে হয় যে, লোকটি নামাজ পড়ছে না।

৪. ইমাম ব্যতীত অন্যকে লোকমা দেয়া।

৫. দুঃখসূচক শব্দ (উহ্, আহ্) উচ্চারণ করা।

৬. নামাজের ফরজ ছুটে গেলে।

৭. ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব ছেড়ে দিলে।

৮. নামাজে অট্টহাসি দিলে।

৯. কিরাত ভুল করলে।

১০. নেশাগ্রস্ত অবস্থা নামাজ পড়লে।

১১. নামাজীর সিনা কেবলার দিক থেকে অন্য দিকে ঘুরে গেলে।

১২. সালামের উত্তর দিলে।

১৩. নামাজে ক্বিরায়াত দেখে দেখে পড়লে।

১৪. নামাজী মহিলা বাচ্চাকে দুধ পান করালে।

১৫. ডানে বামে চলাফেরা করলে।

১৬. অপবিত্র স্থানে সিজদা করলে।

১৭. হাঁচির জবাব দিলে।

১৮. অপ্রাসঙ্গিক কিছু (ইন্নালিল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ ইত্যাদি) বললে।

নামাজে নিষিদ্ধ সময়

১. সূর্য উদয়ের সময়।

২. ঠিক দুপুরের সময়।

৩. সূর্যাস্তের সময়।

তায়াম্মুমের ফরজ সমূহ

তায়াম্মুমের ফরজ তিনটি, (১) নিয়ত করা (২) সমস্ত মুখমণ্ডল মাসেহ্ করা (যতটুকু ওজুতে ধুতে হয়) (৩) উভয় হাতের কনুইসহ মাসেহ করা।

কোন অবস্থায় তায়াম্মুম করা বৈধ

(১) এক মাইলের মধ্যে পানি না পেলে।

(২) অসুস্থ অবস্থায় পানি ব্যবহারের প্রতি অক্ষম হলে অথবা পানি ব্যবহার করলে মৃত্যু রোগ বৃদ্ধি কিংবা রোগ সৃষ্টির আশংকা থাকলে তায়াম্মুম করা বৈধ।

(৩) যানবাহনের আরোহানবস্থায় যদি পানি না পাওয়া যায় এবং পানি আনতে গেলে গাড়ি ছেড়ে দেয়ার ভয় থাকলে।

অজু ভঙ্গের কারণ

(১) পায়খানা পেশাব করলে অথবা পেশাব বা পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু (বায়ু / বীর্য) বের হলে।

(২) শরীরের কোন স্থান হতে রক্ত, পুঁজ বা পানি বের হয় গড়িয়ে পড়লে।

(৩) মুখ ভরে বমি করলে।

(৪) থুথুতে রক্তের পরিমাণ সমান বা বেশী হলে।

(৫) চিৎ কাত বা উপুর হয়ে নিদ্রা গেলে।

(৬) পাগল, মাতাল বা অজ্ঞান হলে।

(৭) নামাজে উচ্চস্বরে হাসলে।

পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের নামাজের পার্থক্য

পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের নামাজ প্রায়ই এক রকম, মাত্র কয়েকটি বিষয় পার্থক্য।

১. তাকবীরে তাহরিমার সময় পুরুষ চাদর হতে হাত বের করে কান পর্যন্ত উঠাবে। স্ত্রীলোক হাত বের করবে না, কাপড়ের ভিতর রেখে কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে।

২. তাকবীরে তাহরিমা বলে পুরুষ নাভীর নীচে হাত বাঁধবে। স্ত্রীলোক বুকের উপর হাত বাঁধবে।

৩. পুরুষ হাত বাঁধার সময় ডান হাতের বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুল দ্বারা হাল্কা বানিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরবে এবং ডান হাতের অনামিকা, মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুল বাম হাতের কলাইর উপর বিছিয়ে রাখবে। আর স্ত্রীলোক শুধু ডান হাতের পাতা বাম হাতের পাতার পিঠের উপর রেখে দিবে, কব্জি ধরবে না।

৪. রুকূ করার সময় পুরুষ এমনভাবে ঝুঁকবে যেন মাথা পিঠ এবং কোমর এক বরাবর হয়। স্ত্রীলোক এই পরিমাণ ঝুঁকবে যাতে হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে।

৫. রুকূর সময় পুরুষ হাতের আঙ্গুলগুলি মিলিয়ে হাত হাঁটুর উপর রাখবে। স্ত্রীলোক আঙ্গুল হাঁটু পর্যন্ত শুধু পৌঁছাবে।

৬. রুকূর সময় পুরুষ কনুই পাঁজর হতে ফাঁক রাখবে। আর স্ত্রীলোক কনুই পাঁজরের সাথে মিলিয়ে রাখবে।

৭. সেজদার সময় পুরুষ পেট উরু হতে এবং বাজু বগল হতে পৃথক রাখবে। আর স্ত্রীলোক পেট রানের (উরুর) সাথে এবং বাজু বগলের সাথে মিলিয়ে রাখবে।

৮. সেজদার সময় পুরুষ কনুই মাটি হতে উপরে শূন্যে রাখবে। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোক কনুই মাটির সাথে মিলিয়ে রাখবে।

৯. সেজদার মধ্যে পুরুষ লোক পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলার দিকে মুড়িয়ে রেখে তার উপর ভর দিয়ে পায়ের পাতা দু'খানা খাড়াভাবে রাখবে। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোক উভয় পায়ের পাতা ডানদিকে বের করে মাটিতে বিছিয়ে রাখবে।

১০. বসার সময় পুরুষ ডান পায়ের আঙ্গুল কেবলার দিকে মুড়িয়ে রেখে তার উপর ভর দিয়ে ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখবে এবং বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে তার উপর বসবে। আর স্ত্রীলোক পায়ের পাতার উপর বসবে না চোতর (নিতম্ব বা পাছা) মাটিতে লাগিয়ে বসবে এবং উভয় পায়ের পাতা ডান দিকে বের করে দিবে এবং ডান রান বাম রানের উপর এবং ডান নলা বাম নলার উপর রাখবে।

১১. স্ত্রীলোকের জন্য আযান, এক্বামত, ইমামত, জুমা ও ঈদের নামাজ নেই। এতদ্ব্যতীত উচ্চৈঃস্বরে কিরাত পড়ার ও তাকবীর বলার প্রয়োজন নেই। তারা সর্বদা নামাজের কিরাত চুপে চুপে পড়বে এবং একাকী পড়বে।

পুরুষ ও মহিলাদের নামাজের পার্থক্য
[টেবিলের সাহায্যে]

ক্রমিক	বিষয়	একাকী পুরুষের নামাজ	একাকী মহিলার নামাজ
১	তাকবীরে তাহরিমা	পুরুষরা জোরে বলবে	মহিলার আস্তে বলবে
		হাত কানের লতি পর্যন্ত তুলবে	হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলবে
২	হাত বাঁধা	পুরুষরা হাত নাভীর নীচে বাঁধবে	মহিলারা হাত সিনার উপর বাঁধবে
৩	অন্যান্য তকবীর	পুরুষরা ফজর, মাগরিব ও এশার ফরজ নামাজ জোরে বলবে	মহিলারা সব নামাজ আস্তে বলবে
৪	পোষাক	পুরুষরা সতর ঢেকে নিবে। অর্থাৎ নাভীর উপর হতে হাটুর নীচ পর্যন্ত অবশ্যই ঢেকে নিবে।	মহিলার সতর ঢেকে নিবে। অর্থাৎ মুখমণ্ডল বাদে সমস্ত শরীর শাড়ীর আচল বা চাদর দিয়ে ঢেকে নিবে।
৫	ক্বেরাত পড়া	পুরুষরা জোরে পড়বে	মহিলারা আস্তে পড়বে
৬	কিয়াম করা	পুরুষরা নামাজে দাঁড়ানোর সময় দুই পায়ের মাঝে কমপক্ষে ৪ আঙ্গুল ফাঁক রাখবে।	মহিলারা নামাজে দাড়ানোর সময় দুই মিলিয়ে রাখবে।
৭	রুকু করা	পুরুষরা রুকু করার সময় দুই হাত ও দুই পা দেহ হতে ফাঁকা রাখবে। পিঠ ও মাথা বরাবর সমান থাকবে।	মহিলারা রুকু করার সময় দুই হাত ও দুই পা দেহের সাথে মিলিয়ে রাখবে। পিঠ ও মাথা বরাবর সমান থাকবে।

ক্রমিক	বিষয়	পুরুষের নামাজ	মহিলার নামাজ
৮	সিজদাহ করা	পুরুষরা সিজদা করার সময় মাথা ও দুই হাত আলাদা রাখবে। দুই হাতের কনুই জায়নামাজের উপরে থাকবে।	মহিলারা সেজদা করার সময় মাথা ও দুই হাত মিলানো থাকবে। দুই হাতের কনুই জায়নামাজের উপর বিছানো থাকবে।
৯	মধ্যবর্তী বা আখেরী বৈঠক	পুরুষরা বাম পায়ের পাতার উপর বসবে এবং ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখবে।	মহিলারা উভয় পায়ের পাতার উপর বসবে।

৯টি জিনিস নবীদের সুন্নাত

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الاَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ: مُصْعَبٌ وَنَسِىَ الْعَاشِرَةَ اَلاَّ اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ –

হযরত আয়েশা (রা.) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা.) বলিয়াছেন, ৯টি জিনিস নবীদের সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। (১) গোঁফ কাটা, (২) দাড়ি লম্বা রাখা, (৩) মেসওয়াক করা। (৪) নাকে পানি দিয়া পরিষ্কার করা, (৫) নখ কাটা, (৬) মানুষের জোড়াগুলি ভালোভাবে ধোয়া, (৭) বগলের চুল পরিষ্কার করা (৮) লজ্জা স্থান পরিষ্কার করা, (৯) প্রস্রাব করার পর পানি ব্যবহার করা। দশম জিনিসটি ভুলিয়া গিয়াছি। আমার মনে হয় দশম জিনিস কুলি করা। (মুসলিম)

সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামাজের ফায়দা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ صَابَرَ عَلٰى اِثْنَتٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنٰى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ-

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত ১২ রাকাত নামাজ আদায় করিবে, মহান আল্লাহ তাহার জন্য জান্নাতে প্রসাদ তৈয়ার করাইবেন। এই ১২ রাকাত নামাজ হইতেছে যোহরের নামাজের শুরুতে ৪ রাকাত সুন্নত, যোহরের পরের ২ রাকাত সুন্নত, মাগরিবের পর ২ রাকাত সুন্নত এবং ফজরের আগের ২ রাকাত সুন্নত। (নাসাঈ)

অসুস্থ ব্যক্তির নামাজ

কারও অসুখ বা রোগ হলেও তার হুঁশ থাকা পর্যন্ত নামাজ মাফ হবে না। এটা আল্লাহ্ পাকের বড়ই মেহেরবানী কারণ ঐ অসুখে মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। কাজেই মৃত্যুর সময় আল্লাহকে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তবে সে যে অবস্থায় সহজে নামাজ পড়তে পারে সে রূপে নামাজ আদায় করবে।

যদি দাঁড়াতে পারে তবে কষ্ট হলেও দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে। কারণ দাঁড়ানো নামাজের মধ্যে পুরুষ, স্ত্রী সকলের জন্য ফরজ। আর দাঁড়াতে না পারলে বা রোগ বাড়ার সম্ভাবনা থাকলে বসে বসে নামাজ আদায় করবে। আর রুকূ সিজদা করতে অক্ষম হলে ইশারা দ্বারা রুকু সিজদা আদায় করে নামাজ পড়বে। সিজদার সময় একটু বেশী ঝুঁকবে। আর যদি কোন ব্যক্তি দাঁড়াতে ও বসতে পারে কিন্তু রুকু সিজদা করতে পারে না, তাহলে যে কোন অবস্থায়ই ইশারার দ্বারা নামাজ পড়তে পারে তবে বসে পড়া ভাল কারণ বসে ইশারা করলে সিজদার নিকটবর্তী হওয়া যায় যা আল্লাহ্র নিকট নামাজের মধ্যে অধিক পছন্দনীয় কাজ।

আর যদি কেউ বসতেও না পারে, তবে সে পশ্চিম দিকে পা দিয়ে পূর্ব দিকে মাথা দিয়ে মাথা বালিশের উপর রেখে মাথার দ্বারা ইশারা করে নামাজ পড়বে। তাছাড়া উত্তর দিকে মাথা রেখে ডান কাতে অথবা দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে বাম কাতে মাথার ইশারায় নামাজ পড়বে তবে প্রথম অবস্থায়ই উত্তম।

আর যদি মাথার দ্বারা ইশারা করার ক্ষমতা না থাকে তবে নামাজ পড়বে না। যদি ঐ অবস্থা ৫ ওয়াক্ত পর্যন্ত থাকে তবে ক্ষমতা আসলে নামাজ ক্বাযা করতে হবে। আর যদি ঐ অবস্থা ৫ ওয়াক্তের বেশী সময় থাকে, তবে নামাজ মাফ হয়ে যাবে। ঐরূপ যদি কেউ বেহুঁশ হয়ে ২৪ ঘণ্টার চেয়ে বেশী বেহুঁশ থাকে, তবে নামাজ মাফ হয়ে যাবে।

নামাজ ভঙ্গ হওয়ার কারণ সমূহ

নিম্নলিখিত কারণসমূহের দ্বারা নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। যথা–

(১) নামাজের মধ্যে কথা বললে (২) নামাজের মধ্যে আহ্, উহ্, হায়! ইস্! ইত্যাদি বললে। (৩) উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করলে (অবশ্য বেহেশ্ত দোজখের কথা স্মরণ করে কাঁদলে নামাজ ভঙ্গ হবে না। (৪) প্রয়োজন ব্যতীত গলা খাঁকরালে। (৫) কারও হাঁচি শুনে নামাজের মধ্যে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ "ইয়ার হামুকাল্লাহঃ বললে। (৬) নামাজের মদ্যে কুরআন শরীফ দেখে পড়লে। (৭) নামাজের সময় সিনা বা বুক ক্বিলা হতে ঘুরে গেলে, (৮) কারও সালামের জওয়াব দিলে (৯) কাউকে সালাম করলে। (১০) নামাজে চুল বাঁধলে (১১) কিছু খেলে (১২) কিছু পান করলে (১৩) কোন জিনিস দাঁতে আটকালে তা গিলে ফেললে (১৪) নামাজের মধ্যে পান মুখে চিবিয়ে রাখলে, যার পিক হলকের মধ্যে যাচ্ছে। (১৫) কোন খোশ খবরী শুনে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ "আল হামদু লিল্লাহ্ঃ বললে। (১৬) মৃত্যুর খবর শুনে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউনঃ পড়লে। (১৭) কোন স্ত্রীলোকের নামাজের সময় তার সন্তান স্তন হতে দুধ পান

করলে। (১৮) اَللّٰهُ اَكْبَرُ "আল্লাহু আকবারঃ বলার সময় আল্লাহ্‌র اَلِفْ আলিফ বা আকবরের اَلِفْ বা আকবারের بِ বা টেনে বললে। (১৯) নামাজের সময় কোন বই বা কিতাবের দিকে নজর করে এক দু'টি বাক্য পাঠ করলে (২০) নামাজের অবস্থায় আগে পিছে সরার সময় ছিনা কেবলা হতে ঘুরে গেলে।

সহু সিজদার বর্ণনা

ভুলের পরিবর্তে যে সিজদা করা হয় তাকে সহু সিজদা বলে।

১. নামাজের মদ্যে যতগুলো ওয়াজিব আছে, তার একটি বা কয়েকটি যদি ভুলবশতঃ ছুটে যায় তবে তার ক্ষতি পূরণের জন্য সহু সিজদা করা ওয়াজিব। ওয়াজিব ছুটার কারণে নামাজের যতটুকু ক্ষতি হয়েছিল, সহু সিজদার দ্বারা তা পূরণ হয়ে যাবে এবং নামাজ দুরস্ত হয়ে যাবে। যদি সহু সিজদা না করে তবে নামাজ পুনরায় পড়তে হবে।

২. যদি নামাজের মধ্যে কোন ফরজ ভুলে ছুটে যায় বা কোন ওয়াজিব ইচ্ছা পূর্বক ছেড়ে দেয়, তবে তা ক্ষতি পূরণের কোনই উপায় নেই। সহু সিজদার দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ হবে না, নামাজ পুনরায় পড়তে হবে।

৩. সহু সিজদা করার নিয়ম এই যে, শেষ রাকআতে 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ে ডান দিকে এক সালাম ফিরাবে এবং আল্লাহু আকবার বলে নিয়ম মত দু'টি সিজদা করবে। তারপর আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ, দোয়া সব পড়ে উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবে। সালাম না ফিরিয়ে শুধু আল্লাহু আকবার বলে সহু সিজদা করলেও আদায় হবে।

৪. ভুলবশতঃ কেউ যদি দুই রুকূ বা তিন সিজদা করে ফেলে, তবে সহু সিজদা করা ওয়াজিব। যদি কেউ শুধু সূরা পড়ে বা প্রথমে সূরা পড়ে পরে আলহামদু (সূরা ফাতিহা) পড়ে বা শুধু আলহামদু পড়ে, তবে সহু সিজদা করা ওয়াজিব হবে।

১১. কুরআন শরীফের মধ্যে চৌদ্দটি সিজদার আয়াত আছে। নিম্নলিখিত সূরাগুলোর মধ্যে সিজদার আয়াত রয়েছে ঃ

(١) اَلْاَعْرَافُ (٢) اَلرَّعْدُ (٣) اَلنَّحْلُ (٤) بَنِيْ اِسْرَائِيْلِ (٥) مَرْيَمُ (٦) اَلْحَجُّ (٧) اَلْفُرْقَانُ (٨) اَلنَّمْلُ (٩) الٓمّٓ تَنْزِيْلُ (١٠) صٓ (١١) حٰمٓ سَجْدَةٌ (١٢) اِنْشِقَاقُ (١٣) اَلْعَلَقُ .

সূরা হজ্জে দু'টি সিজদা আছে। এর প্রথম আয়াত তিলাওয়াতের সিজদা, দ্বিতীয়টিতে রুকূ ও সিজদার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

নিয়ত

নামাজ পড়তে নিয়ত করতে হবে। নিয়ত করার জন্য আরবী অথবা বাংলায় নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা জরুরী নয়। কিন্তু মন স্থির করা জরুরী।

আমরা ৪টি বিষয়ে মনস্থির করবো।

(১) কোন নামাজ পড়ছি? অর্থাৎ– ফজর, যোহর?

(২) কি ধরনের নামাজ পড়ছি? অর্থাৎ– ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত বা নফল।

(৩) কত রাকাত নামাজ পড়ছি? অর্থা– দুই রাকাত, তিন রাকাত না চার রাকাত।

(৪) ইমামের পিছনে পড়ছি কিনা? পড়ছি অথবা পড়ছিনা।

যে নামাজ পড়ছি সে নামাজের জন্য মনস্থির করতে হবে। ধরা যাক আমি ফজরের ২ রাকাত ফরজ নামাজ মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে আদায় করছি। তাহলে আমার মনে মনে নিয়ত হবে।

নিয়ত ঃ আমি কেবলামুখী হয়ে এই ইমামের পিছনে ফজর এর দুই রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করতে নিয়ত করছি আল্লাহু আকবর।

উপরের ৪টি বিষয় নামাজী নামাজের আগে মন স্থির করে আল্লাহু আকবর বলবে। এটাই তার নিয়ত।

অতএব প্রত্যেক নামাজের আরবী নিয়ত মুখস্ত করার প্রয়োজন নাই।

(৫) কাহার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলিয়া দেয়া হয়

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ، اِلَّا فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ ، يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ -

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (স.) বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ যদি মোস্তহাব এবং আবদবসমূহের প্রতি লক্ষ্য করো উত্তমরূপে অজু করে, তারপর এই কালেমা পাঠ করে–

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ وَرَسُوْلُهٗ ⊛

অতএব আল্লাহর আদেশে তাহার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। যে কোন দরজা দিয়ে সে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে।

আজান

اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ ⊛

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার – ৪ বার।

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ⊛

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু – ২ বার।

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই।

اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدً رَّسُوْلُ اللّٰهِ - اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدً رَّسُوْلُ اللّٰهِ ⊛

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ – ২ বার।

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।

অতঃপর ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে (বুক নয়) বলবে ঃ

حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃِ - حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃِ ۞

উচ্চারণ ঃ হাইয়া 'আলাছ ছালা-হ – ২ বার।

অর্থ ঃ নামাজের দিকে তাড়াতাড়ি আস।

অতঃপর বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার বলবে ঃ

حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ - حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ ۞

উচ্চারণ ঃ হাইয়া আলাল ফালা-হ – ২ বার।

অর্থ ঃ মঙ্গলের দিকে আস।

অতঃপর কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার বলবে ঃ

اَللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ - لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ ۞

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু।

অর্থ ঃ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ; তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই।

ফজরের নামাজের আজানে হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলার পর বলতে হবে–

اَلصَّلٰوۃُ خَیْرٌ مِّنَ النَّوْمِ - اَلصَّلٰوۃُ خَیْرٌ مِّنَ النَّوْمِ ۞

উচ্চারণ ঃ আচ্ছলাতু খইরুম ~ মিনান নাউম– ২ বার।

অর্থ ঃ ঘুম হতে নামাজ উত্তম।

আজানের পরে দোয়া

اَللّٰھُمَّ رَبَّ ھٰذِہِ الدَّعْوَۃِ التَّامَّۃِ وَالصَّلٰوۃِ الْقَائِمَۃِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِیْلَۃَ وَالْفَضِیْلَۃَ وَابْعَثْہُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِیْ وَعَدْتَّہٗ ۞ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِیْعَادْ ۞

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রব্বা হাজিহিদ দাওয়াতি ত্তাম্মাতি ওয়াছ ছালাতিল ক্বাইমাতি আ-তি মুহাম্মাদানিল অছিলাতা অয়াল ফাযী-লাতা ওয়াব’আছুহু মাক্বমাম মাহমুদা নিল্লাযী ওয়া ’আদতাহ। ইন্‌ নাকা লা-তুখলিফুল মি-’আ - - - দ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং উপস্থিত নামাজের আপনিই প্রভু। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)কে উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং তাঁকে প্রশংসিত স্থানে পৌছান যার প্রতিশ্রুতি আপনি দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনি ভঙ্গ করেন না অঙ্গীকার।

ইকামত

নামাজের জামাত আরম্ভ হবার পূর্বে ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে আজানের শব্দগুলো তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করাকে ইকামত বলে। আজান ও ইকামতের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই; তবে হাইয়্যা ‘আলাল ফালাহর পরে কদ ক্ব-মাতিছ ছ-লাহ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ দুই বার বেশি বলতে হবে।

আজানের জওয়াব

পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক, আজান শুনামাত্র তার জবাব দেয়া ওয়াজিব। সুতরাং আজানের বাক্যগুলো শুনামাত্র সকল কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করে মনোযোগ দিয়ে আজান শুনতে হবে ও মুয়াজজিনের চুপে চুপে সেই কালামগুলো বলতে হবে। মুয়াজজিন যখন হাইয়া আলাছ ছালাহ বলবেন, শ্রোতাগণ তখন বলবেন ঃ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ ۞

উচ্চারণ ঃ লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আর মুয়াযযিন যখন হাইয়া- আলাল ফালাহ বলবেন, শ্রোতাগণ তখন বলবেন– مَاشَآءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَا لَمْ يَكُنْ ۞

উচ্চারণ ঃ মা-শা - - - আল্লাহু কা-না ওয়ামা- লাম ইয়াশা- লাম ইয়াকুন।

আর ফজরের আজানের সময় মুয়াজজিন যখন বলবেন, আচ্ছালাতু খাইরুম মিনান- নাউম শ্রোতাগণকে তখন বলতে হবে, ছদাকতা ওয়া বাররতা।

পঞ্চম অধ্যায়
নূন সাকিন বা তানবীন পড়ার নিয়ম ৫টি

গ্রুপ	সংখ্যা	হরফ	নুন সাকিন বা তানবীনের পরের হরফ
টাইপ–এ	১টি	ইকলাব	ب
টাইপ–বি	৪টি	ইদগামে বা-গুন্নাহ	ي م و ن
টাইপ–সি	২টি	ইদগামে বেলা-গুন্নাহ	ر ل
টাইপ–ডি	৬টি	ইজহার	ء ه ع ح غ خ
টাইপ–ই	১৫টি	ইখফা	ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك –

বাংলা ও আরবী উচ্চারণে চিহ্নের ব্যবহার

ক্রমিক নং	চিহ্ন	কি করতে হবে
১।	– ১ টি টান	১ আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে
২।	– – – ৩ টি টান	৩ আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে
৩।	– – – – ৪ টি টান	৪ আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে

ক্রমিক নং	চিহ্ন	কি করতে হবে
৪।	~ ১টি পেচানো টান	গুন্নাহ করতে হবে
৫।	~ ~ ২টি পেচানো টান	নাকের গুন্নাহ করতে হবে
৬।	~ আরবী	৩ আলিফ মাদ পড়তে হবে
৭।	— আরবী	৪ আলিফ মাদ পড়তে হবে

নোট ঃ বিস্তারিত জানতে পড়ে দেখতে পারেন ঃ লেখকের অন্য একটি বই ঃ নূরানী পদ্ধতিতে ২৭ ঘন্টায় কুরআন শিক্ষা [www.quranerbishoy.com]

নামাজে বহু পঠিত সূরাগুলি

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ
الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٦

উচ্চারণ ঃ (১) আল্‌হাঁম্‌দুলিল্লাহি রব্বিল 'আলামী- - - ন। (২) আর্‌ রহঁমা-নির রহী- - - ম। (৩) মা-লিকি ইয়াওমিদ্‌ দী- - - ন। (৪) ইয়া-কা না'বুদু ওয়াই ইয়া-কা নাস্‌তা'ই- - - ন। (৫) ইহ্‌দিনাছ ছির-ত্বল মুস্‌তাক্বী- - - ম। (৬) ছির-ত্বল ল্লাযি-না আন'আমতা 'আলাইহিম, (৭) গইরিল মাগদু-বি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্ব- - - - ললী- - - ন।

অর্থ ঃ (১) সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। (২) যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। (৩) তিনি কিয়ামত দিনের মালিক। (৪) আমরা কেবল আপনার ইবাদত করি এবং কেবল আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। (৫) আপনি আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করুন। (৬) ঐসব লোকের পথ যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন। (৭) তাদের পথ নয় যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট।

সূরা আদ-দোহা

وَالضُّحٰى ﴿۱﴾ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ﴿۲﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ﴿۳﴾
وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ﴿۴﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ﴿۵﴾ اَلَمْ
يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ﴿۶﴾ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ﴿۷﴾ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ﴿۸﴾
فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿۹﴾ وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿۱۰﴾ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ
فَحَدِّثْ ﴿۱۱﴾

উচ্চারণ ঃ (১) ওয়াদ দুহা-। (২) ওয়াল লাইলি ইযা সাজা-। (৩) মা-ওয়াদ্দাআকা রব্বুকা ওয়ামা কলা-। (৪) ওয়ালাল আ-খিরাতু খইরাতু খইরুল লাকা মিনাল উ-ওলা-। (৫) ওয়া লাসাওফা ইয়ুত্বিকা রব্বুকা ফাতারদ্ব-। (৬) আলাম্ ইয়াজিদকা ইয়াতিমাং ~~ ফাআ-ওয়া-। (৭) ওয়াওয়াজাদাকা দ্ব - - - - ল্লান ফাহাদা-। (৮) ওয়াওয়াজাদাকা আ - - - ইলাং ~~ ফাআগ্বনা-। (৯) ফা-আমমাল ইয়াতিমা- ফালা- তাক হার। (১০) ওয়া আম্মাঁস সা - - - ইলা ফালা তানহার। (১১) ওয়া আম্মা বিনি'মাতি রব্বিকা ফাহাদ্দিস।

অর্থ ঃ (১-২) শপথ! উজ্জ্বল দিনের এবং শপথ! রাতের, যখন তা প্রশান্তির সাথে নিঝুম হয়ে যায়। (৩) (হে রাসূল!) আপনার রব্ব আপনাকে কখনোই পরিত্যাগ করেননি, না তিনি আপনার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। (৪) নিঃসন্দেহে আপনার জন্য পরবর্তী অবস্থা প্রথম অবস্থার তুলনায় উত্তম ও কল্যাণময়। (৫) আর খুব শীঘ্রই আপনার রব্ব আপনাকে এতকিছু দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। (৬) তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম পাননি এবং তারপর আশ্রয় যোগাড় করে দেননি ? (৭) তিনি আপনাকে পথহারা পেয়েছেন, তারপর পথনির্দেশ দান করেছেন। (৮) আর তোমাকে নিঃস্ব-দরিদ্র অবস্থায় পেয়েছেন, তারপর সচ্ছল বানিয়ে দিয়েছেন? (৯) অতএব আপনি ইয়াতীমের সাথে কখনো দুর্ব্যাবহার করবেন না। (১০) এবং আপনার কাছে যদি কেউ কিছু চাইতে আসে— ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেবেন না। (১১) আর এই যে পরম প্রাচুর্যের অনুগ্রহ (ওহি) আপনার রব্ব আপনার ওপর হয়েছেন, এখন মানুষের কাছে তা বলতে থাকুন।

সূরা আল-ইন্‌শিরাহ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝٢ الَّذِىْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝٣ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝٧ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝٨

উচ্চারণ ঃ (১) আলাম- নাশ- রহলাকা ছদকরাক। (২) ওয়া ওয়া- দ্ব'না- 'আনকা- উইজরক। (৩) আল্লাযী - - - আং ~~ক্বদা যহরক। (৪) ওয়ারা- ফা 'না-লাকা যিকরক। (৫) ফাইন্ ~ না মা'আল 'উসরি উসরন। (৬) ইন্ ~ না মা'আল উসরি উসর। (৭) ফা-ইযা- ফারগতা ফাং ~~ সব। (৮) ওয়া ইলা- রব্বিকা ফারগব।

অর্থ ঃ (১) (হে নবী!) আমি কি আপনার বক্ষদেশ আপনার জন্য উন্মুক্ত করে দেইনি ? (২-৩) আপনার ওপর থেকে সেই দুর্বহ বোঝা নামিয়ে দিয়েছি যা আপনার কোমর ভেঙে দিচ্ছিল। (৪) আর আপনারই জন্য আপনার খ্যাতির কথা সুউচ্চ করে দিয়েছি। (৫) প্রকৃত কথা এই যে, সংকীর্ণতার সঙ্গে প্রশস্ততাও রয়েছে। (৬) নিঃসন্দেহে সংকীর্ণতার সঙ্গে আছে প্রশস্ততাও। (৭) অতএব যখনই আপনি অবসর পাবেন, তখনই ইবাদাত-বন্দেগীর কঠোর শ্রমে আত্মনিয়োগ করবেন (৮) এবং আপনার রব্ব-এর প্রতিই গভীরভাবে মনোযোগ দিন।

সূরা আত্ তীন

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝١ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۝٢ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۝٣ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝٤ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝٥ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٦ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝٧ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝٨

উচ্চারণ ঃ (১) ওয়াত্ তী-নি ওয়ায যাইতুনি। (২) ওয়া-তু-রে ছি-নি-না। (৩) ওয়া- হা-যাল বালাদিল আমী - - - ন। (৪) লাক্বদ খলাকনা-ল ইং ~ ~ ছানা। ফি - - - আহসানি তাক উই - - - ম। (৫) ছুম্মা রদাদ না-হু আছফালা সা-ফিলি - - - ন। (৬) ইল্লাল লাযিনা- আ-মানু ওয়া আমিলুছ ছলিহা-তি ফালা-হুম আজরুন গইরু মামনু - - - ন। (৭) ফামা ইয়ু কায যিবুকা বা'দুবিদ্দিন। (৮) আলাই ছল্লা হুবিল আহকামিল হা-কিমী - - - ন।

অর্থ ঃ (১) শপথ! ডুমুর ও ডুমুর গাছ এবং যয়তুন ও যয়তুন গাছের (২) শপথ! সিনাই পর্বতের। (৩) এবং এই শান্তিময় শহর (মক্কা)-এর শপথ। (৪) আমি মানুষকে অতীব উত্তম কাঠামোয় সুবিন্যাস্ত করে সৃষ্টি করেছি। (৫) অতপর নামিয়ে দিয়েছি আমি তাকে নিকৃষ্টতার সর্বনিম্ন পর্যায়ে; (৬) তবে সেই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে। তাহলে তাদের জন্য এমন পুরস্কার রয়েছে যার ধারাবাহিকতা কখনোই বিচ্ছিন্ন হবে না। (৭) অতএব (হে রাসূল!) এমন অবস্থায় পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারে আপনাকে কে মিথ্যা মনে করে অমান্য করতে পারে ? (৮) আল্লাহ কি সকল বিচারকের চাইতে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

সূরা আল-ক্বাদর

إِنَّآ أَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ ۝١ وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝٢ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝٣ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝٤ سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝٥

উচ্চারণ ঃ ইন্না- আনযালনা-হু ফী লাইলাতিল ক্বাদরি, ওয়ামা-আদরা-কা মা-লাইলাতুল ক্বাদরি, লাইলাতুল ক্বাদরি খাইরুম মিন আলফি শাহর। তানাঝ ঝালুল মালা-ইকাতু ওয়াররূহু ফী-হা বিইযনি রব্বিহিম মিন কুল্লি আমরিন সালা-ম। হিয়া হাত্তা- মাত্বলাইল ফাজরি।

অর্থ ঃ আমি নাযিল করেছি এই (কুরআনকে) ক্বদরের রাতে। তুমি কি জানো, ক্বদ্‌রের রাত কি? ক্বদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও অধিক উত্তম। ফেরেশতারা এবং জিবরাঈল এই (রাতে) তাদের রব্ব-এর অনুমতিক্রমে (পৃথিবীর জন্য) সকল পরিকল্পনা নিয়ে অবতীর্ণ হয়। এই রাতে পুরোপুরি শান্তি ও নিরাপত্তার অনুগ্রহ বর্ষিত হতে থাকে ফযর (প্রভাত) উদয়ের আগ পর্যন্ত।

সূরা যিল্‌যাল

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿٢﴾ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ﴿٣﴾ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿٤﴾ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٥﴾ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

উচ্চারণ ঃ ইযা- যুলযিলাতিল আরদ্বু যিলযা-লাহা। ওয়া আখরাজাতিল আরদ্বু আছক্বলাহা। ওয়া ক্ব-লাল ইনসা-নু মা-লাহা। ইয়াওমায়িযিন তুহাদ্দিছু আখবা-রাহা-। বি আন্না রব্বাকা আওহা- লাহা-। ইয়াওমাইযিইঁ ইয়াছদুরু ন্নাঁসু আশতা-তাল লিইউরাও আমালাহুম। ফামাইয়ামাল মিছক্বা-লা যাররতিন খইরইঁ ইয়ারহ। ওয়া মাইঁ ইয়া'মাল মিছক্ব-লা যাররতিনঁ শাররই ইয়ার।

অর্থ ঃ (১) যখন পৃথিবীকে প্রচণ্ড বেগে দোলায়ে দেওয়া হবে, (২) আর জমিন নিজের মধ্যকার সমস্ত বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে (৩) এবং মানুষ বলে উঠবে— এর (পৃথিবীটার) কি হয়েছে ? (৪) সেদিন তা (পৃথিবী নিজের ওপর সংঘটিত) সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করবে। (৫) কেননা তোমার রব্ব তাকে (এরূপ করার) নির্দেশ দিয়ে থাকবেন। (৬) সেদিন মানুষ ছিন্ন-ভিন্ন অবস্থায় ফিরে আসবে, যেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে দেখানো যায়। (৭) অতপর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণও ভালো কিছু করে থাকবে— সে তা দেখতে পাবে। (৮) এবং যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণও মন্দ কিছু করে থাকবে— সেও তা দেখতে পাবে।

সূরা আল-আদিআত

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴿١﴾ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ﴿٢﴾ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ﴿٣﴾ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ﴿٤﴾ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ﴿٥﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴿٦﴾ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿٧﴾ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴿٩﴾ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿١٠﴾ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ ﴿١١﴾

উচ্চারণ ঃ ওয়াল আদিইয়াতি দ্বাব্হান। ফালমুওরিইয়াতি ক্বদহান। ফালমুগ্বিরতি সুবহা-। ফাআছারনা বিহি নাক্বআন। ফাওয়াসাত্বনা বিহি জামআ'। ইন্নাল ইনসানা লিরব্বিহি লাকানুওদ। ওয়া ইন্নাহু 'আলা- যা-লিকা লাশাহীদ। ওয়া ইন্নাহু লিহুব্বিল খইরি লাশাদীদ। আফালা ইয়ালামু ইযা- বুসিরা মা-ফিলকুবুর, ওয়া হুছছিলা মা ফিছ্ছুদূর। ইন্না রব্বাহুমঁ বিহিম ইয়াওমাইযিল লাখাবী - - - র।

অর্থ ঃ (১) শপথ সেই (ঘোড়া) গুলোর— ছুটে চলে হ্রেষা-ধ্বনি করতে করতে। (২) আর (নিজেদের ক্ষুর দিয়ে) অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটাতে ছিটাতে। (৩) তারপর অতি প্রত্যুষে আকস্মিক আক্রমণ চালায় (৪-৫) আর এ সময় ধুলো-ধুয়া উড়ায় (তার ক্ষুরের আঘাতে) এবং এমন অবস্থায়ই কোনো ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। (৬) বস্তুত মানুষ তার রব্ব-এর প্রতি চরম অকৃতজ্ঞ। (৭) আর সে নিজেই এর সাক্ষী। (৮) নিঃসন্দেহে সে ধন-সম্পদের লালসায় তীব্রভাবে আক্রান্ত। (৯-১০) তাহলে সে কি সেই সময়ের কথা জানে না, যখন কবরে যা কিছু (সমাহিত) আছে, তা বের করা হবে এবং বুকে যা কিছু (লুকিয়ে) আছে, তা বাইরে এনে যাচাই-পরখ করা হবে ? (১১) নিঃসন্দেহে, তাদের রব্ব (সৃষ্টিকর্তাপ্রতিপালকের) সেদিন তাদের সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকবেন!

সূরা আল-ক্বারিআহ

اَلْقَارِعَةُ ۙ﴿۱﴾ مَا الْقَارِعَةُ ۚ﴿۲﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ؕ﴿۳﴾ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۙ﴿۴﴾ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ؕ﴿۵﴾ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ﴿۶﴾ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ؕ﴿۷﴾ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ﴿۸﴾ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ؕ﴿۹﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ؕ﴿۱۰﴾ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿۱۱﴾

উচ্চারণ ঃ আলক্ব-রি‘আতু মালক্ব-রিআহ। ওয়ামা- আদর-কা মালক্বরিআহ। ইয়াওমা ইয়াকূনুন্নাঁসু কালফার-শিল মাবছুছ। ওয়া তাকূনুল জিবা-লু কাল ইহনিল মানঁফুশ। ফাআম্মাঁ মান ছাকুলাত মাওয়া-যীনুহু ফাহুওয়া ফী ঈশাতির র-দ্বিয়াহ। ওয়া আম্মাঁ- মানঁ খফফাত মাওয়া-যীনুহু ফাউম্মুহু হাওয়িয়াহ। ওয়ামা- আদরা-কামা-হিয়াহ। না-রুন হা-মিয়াহ।

অর্থ ঃ (১) ভয়াবহ দুর্ঘটনা। (২) কি সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ? (৩) তুমি কি জানো সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি কি ? (৪-৫) সে দিন যখন মানুষ হয়ে যাবে বিক্ষিপ্ত কীট-পতঙ্গের মতো এবং পাহাড়গুলো হয়ে যাবে রং-বেরং-এর ধূনা পশমের মতো। (৬-৭) অতপর যার পাল্লা ভারী হবে সে থাকবে আরাম-আয়েশ আর চির সন্তুষ্টির মধ্যে। (৮-৯) আর যার পাল্লা হালকা হবে, গভীর গহ্বরই হবে তার আশ্রয়স্থল। (১০) আর তুমি কি জানো সেটি কি জিনিস ? (১১) (সেটি) জ্বলন্ত আগুন।

সূরা আত্ তাকাসুর

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٣ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٤ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝٥ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝٦ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝٧ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝٨

উচ্চারণ ঃ আল্হা-কুমুত তাকাছুরু। হাত্তা- যুরতুমুল মাক্ব-বির। কাল্লা- সাওফা তা’লামূ-না। ছুম্মা কাল্লা- সাওফা তা’লামূ-না। কাল্লা-লাও তা’আলামূ-না ইলমাল ইয়াক্বী - - - ন। লাতারাউন্নাল জাহী - - - ম। ছুম্মা লাতারা উন্নাহা- ’আইনাল ইয়ক্বী - - - ন। ছুম্মা লাতুসআলুন্না ইয়াওমাইযিন ‘আনি ন্নাঈ - - - ম।

অর্থ ঃ (১) তোমাদেরকে বেশি বেশি ও অপরের তুলনায় অধিক পার্থিব সুখ-সম্পদ লাভের চিন্তা চরম গাফিলতির মধ্যে নিমজ্জিত করে রেখেছে। (২) এমন কি (এই চিন্তায়ই আচ্ছন্ন হয়ে) তোমরা কবর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে যাও। (৩) কখনোই নয়! খুব শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। (৪) আবার (শোনো), কখনোই নয়! খুব শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। (৫) কখনোই এমনটা নয়! তোমরা যদি নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে (এ আচরণের পরিণতি) জানতে, (তাহলে তোমরা এমন আচরণ কখনোই করতে না)। (৬) অবশ্যই অবশ্যই তোমরা দেখতে পাবে জাহান্নাম। (৭) আবার বলছি (শোনো), তোমরা ওটাকে দেখতে পাবে। (৮) এরপর অবশ্য অবশ্যই তোমাদের কাছে জবাব চাওয়া হবে সেই দিন, সেই সব সম্পর্কে— যে সব অনুগ্রহ তোমাদের ওপর করা হয়েছিল (আর তা দিয়ে তোমরা কি কি করেছ)।

সূরা আল-আছর

وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۝ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣

উচ্চারণ ঃ ওয়াল 'আছরি, ইন্নাল ইনসা-না লাফী খুসরিন। ইল্লাল্লাযী-না আ-মানূ- ওয়া 'আমিলুছ ছোয়া-লিহা-তি ওয়া তাওয়াছওবিল হা-ক্বি; ওয়া তাওয়া-ছওবিছ ছবরি।

অর্থ ঃ কালের শপথ, মানুষ আসলে বড়ই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত (অর্থাৎ সে নিজেই তার সর্বনাশ করে যাচ্ছে); সেই লোকদের ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, প্রচার করেছে উৎসাহিত করেছে এই মহাসত্যকে গ্রহণ করতে এবং প্রেরণা যুগিয়েছে এই সত্যের পথে চলতে যত বাধা-বিঘ্ন, অত্যাচার-নির্যাতন, দুঃখ-কষ্ট আসুক না কেন— বুক পেতে সয়ে নিয়ে এপথেই অনড়-অটল-অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে।

সূরা হুমাযাহ্

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۨ ۝١ الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝٢ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۝٣ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۝٤ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝٥ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝٦ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۝٧ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝٨ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝٩

উচ্চারণ ঃ ওয়াইলুল লিকুল্লি হুমাযাতিল লুমাযাতি। নিললাযী জামাআ মা-লাওঁ ওয়াআদ্দাহ। ইয়াহসাবু আন্না মা-লাহু আখলাদাহ। কাল্লা- লাইউম ~ বাযান্না ফিল হুতামাতি। ওয়ামা - - - আদ্‌রকা মাল হুতামাহ। না-রুল্লা-হিল মুক্বাদাতু ল্লাতী তাত্ত্বালিউ আলাল আফইদাহ। ইন্নাহা- 'আলাইহিম মুছদাতুন ফী- 'আমা-দিম্ ~মু মাদ্ দাদাহ।

অর্থ ঃ (১) নিশ্চিত ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে (সামনা-সামনি) লোকদের গালাগাল দেয় এবং (পেছনে) নিন্দা রটাতে অভ্যস্ত। (২) যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ জমা করেছে এবং তা গুণে গুণে রেখেছে (তার জন্যও ধ্বংস)। (৩) সে মনে করে যে, তার এই ধন-সম্পদ চিরকাল তার কাছে থাকবে। (৪) কখনোই নয়; সেই ব্যক্তি তো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানে (হুতামার মধ্যে) নিক্ষিপ্ত হবে। (৫) আর তুমি কি জানো সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানটা কি ? (৬) আল্লাহ্‌র জ্বালানো আগুন— প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত-উৎক্ষিপ্ত, (৭) যা অন্তর পর্যন্ত স্পর্শ করবে। (৮) কেননা সেটাকে তাদের ওপর দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হবে। (৯) ভিতরে আগুনের শিখাগুলো (এমন অবস্থায় যে) তা উঁচু উঁচু স্তম্ভে (পরিবেষ্টিত হবে)।

সূরা আল-ফীল

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝١ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝٢ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝٣ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝٤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝٥

উচ্চারণ ঃ আলাম তার কাইফা ফা'আলা-রব্বুকা বিআছহাঁ-বিল ফী - - - ল। আলাম ইয়া'জআল কাইদাহুম ফী- তাদলী - - - ল। ওয়া আরসালা 'আলাইহিম তাইরান আবা-বী - - - ল। তারমী-হিম বিহিজা-রতিম মিং ~~ ছিজ্জী - - - ল। ফাজা'আলাহুম কা'আছফিম্ ~ মা'কূ - - - ল।

অর্থ ঃ আপনি কি দেখেন নাই আপনার রব্ব হাতিওয়ালাদের সাথে কি করেছেন ? তিনি কি তাদের চেষ্টা-কৌশলকে সম্পূর্ণ নিষ্ফল করে দেননি ? আর তিনি তাদের ওপর পাঠিয়ে দিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি যারা তাদের ওপরে পাথর কুচি নিক্ষেপ করেছিল। অতপর তাদের অবস্থা এমন করে দিলেন, যেন জন্তু-জানোয়ারের ভক্ষণ করা ভূঁষি।

সূরা কুরাইশ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١ اِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝٤

উচ্চারণ ঃ লিঈলা-ফি কুরাইশিন, ঈলা-ফিহিম রিহ্লাতাশ্ শিতা-য়ি ওয়াছ ছঈফ। ফাল ইয়া'বুদু রব্বা হা-যাল বাইতিল্লাযী আত্ব 'আমাহুম মিন্ যূ-য়ি'ওঁ ওয়া আ-মানামাহুম মিন্ খউফ্।

অর্থ ঃ যেহেতু সুবিধা ভোগ করে কুরায়েশরা অভ্যস্ত হয়েছে। তাদের পছন্দনীয় এ সুবিধা বাণিজ্য যাত্রায় শীতকালে (দক্ষিণে) আর গ্রীষ্মকালে (উত্তরে)। কাজেই তাদের তো কর্তব্য হলো শুধু এই 'ঘরের' রব্ব-এর ইবাদত করা। যিনি তাদেরকে ক্ষুধা থেকে রক্ষা করে খাবার দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন (তাদের বাণিজ্য কাফেলাগুলোর)।

সূরা মাউ'ন

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۞ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۞ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۞ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۞

উচ্চারণ ঃ আরয়াইতাল্লাযী- ইয়ুকায্যিবু বিদ্দী - - - ন। ফাযা-লি কাল্লাযী-ইয়াদু'উ'ল্ ইয়াতী - - - ম। ওয়ালা-ইয়াহুদ্দু 'আলা- ত্বোয়া'আ-মিল্ মিসকী - - - ন। ফাওয়াইদুল্লিল্ মুছোয়াল্লী - - - ন। আল্লাযী-না হুম্ 'আনছলা-তিহিম্ সা-হূ - - - ন। আল্লাযী-না হুম্ ইয়ুর - - - - উ-ন ওয়া ইয়াম্নাঊ'-নাল্ মা-উ' - - - ন।

অর্থ ঃ আপনি কি দেখিয়াছেন? যে ব্যক্তি বিচার দিবসকে মিথ্যা জানে। ফলতঃ সে ঐ ব্যক্তি যে, পিতৃহীনকে বিতাড়িত করে এবং গরীবকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না। অতঃপর এসবই সমস্ত নামাযীদের জন্য দুঃখ, যাহারা নিজ নামাযে অমনোযোগী। আর যাহারা শুধু মানুষকে দেখাইবার জন্য নামায আদায় করে ও দরকারী জিনিসপত্র সাহায্য দিতে নিষেধ করে।

সূরা কাওসার

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۞ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۞

উচ্চারণ ঃ ইন্ ~ না - - - আ'ত্বইনা- কাল কাওছার। ফাছাল্লি লি রব্বিকা ওয়ানহার। ইন্ ~ না শা-নিয়াকা হুওয়াল্ আব্তার।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওসার দান করিয়াছি, অতএব আপনি নিজ প্রভূর উদ্দেশ্যে নামায আদায় করুন এবং কোরবানী ক রুন। নিশ্চয়ই যে আপনাকে হিংসা করে, সে নিঃসন্তান।

সূরা কাফিরূন

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٣ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦

উচ্চারণ ঃ কুল্ ইয়া - - - আইয়্যুহাল্ কা-ফিরূ - - - ন। লা - - - আ'বুদু মা-তা'বুদূ - - - ন। ওয়ালা আং~ তুম 'আ-বিদূনা মা - - - আ'বুদ। ওয়ালা- - - আনা 'আ-বিদুম্ মা-'আবাত্তুম। ওয়ালা- - - আং~ তুম 'আ-বিদূনা মা-আ'বুদ। লাকুম্ দী-নুকুম অলিয়া দ্বী - - - ন।

অর্থ ঃ বলুন (হে মুহাম্মদ (ছঃ)) হে অবিশ্বাসীগণ! আমি তাহার ইবাদত করি না, তোমরা যাহার ইবাদত কর, তোমরা তাঁহার ইবাদতকারী নও আমি যাঁহার ইবাদত করি। আমি তাহার উপাসক নই তোমরা যাহার উপাসনা কর। তোমরাও তাঁহার ইবাদত কর না, যাঁহার ইবাদত আমি করি। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম।

সূরা নসর

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝١ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝٣

উচ্চারণ ঃ ইযা-জা- - - - আ নাসরুল্লা-হি ওয়াল ফাতহু। ওয়ারআইতান্না-ছা ইয়াদ্‌খুলূনা ফী-দী-নিল্লা-হি আফ্‌ওয়া-জা-। ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রব্বিকা ওয়াছ্ তাগ্‌ফিরহু। ইন্নাহূ- কা-না তাও ওয়া-বা-।

অর্থ ঃ যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসিবে, তখন আপনি দেখিবেন যে, মানুষ দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তখন আপনি নিজ প্রভুর প্রশংসাসহ তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিবেন এবং তাহার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিবেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যাধিক ক্ষমাশীল।

সূরা লাহাব

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَّامْرَاَتُهٗ ۭ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

উচ্চারণ ঃ (১) তাব্বাত্ ইয়াদা- - - আবী- লাহাবিও~ ওয়াতাব্। (২) মা- - - আগ্না- 'আনহু মা-লুহু- ওয়ামা- কাসাব। (৩) সাইয়াছলা- না-রং~ ~ যা-তা লাহাব্। (৪) ওয়ামরআতুহু- হাঁম্~ মা-লাতাল হাঁত্বাব্। (৫) ফী- জী-দিহা- হাঁব্লুম~ মিম্~ মাসাদ্।

অর্থ ঃ (১) ধ্বংস হোক, আবু লাহাবের দুই হাত। আর সে নিজেও ধ্বংস হোক। (২) তার ধন সম্পদ কোন কাজে আসবে না। (৩) শীঘ্রই সে আগুনের লেলিহান শিখায় প্রবেশ করবে। (৪) সাথে থাকবে তার স্ত্রী, যে কাঠ বহনকারিণী। (৫) তার গলায় থাকবে পাকানো রশি।

সূরা ইখলাছ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

উচ্চারণ ঃ (১) কুল হুওয়াল্ল-হু আহাঁদ। (২) আল্ল-হুছ ছমাদ। (৩) লাম ইয়ালিদ্, ওয়ালাম ইয়ু-লাদ্। (৪) ওয়ালাম ইয়াকুল্ লাহু- কুফুওয়ান্ আহাদ্।

অর্থ ঃ (১) (হে নবী) বলুন আল্লাহ এক। (২) আল্লাহ কাহার মুখাপেক্ষী নন (সবই তাঁহার মুখাপেক্ষী)। (৩) আল্লাহ কাউকে জন্ম দেন নাই, আর কেহ আল্লাহকে জন্ম দেয় নাই। (৪) আল্লাহর সমকক্ষ কেহই নাই।

সূরা ফালাক্ব

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ
۝٣ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝٤ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٥

উচ্চারণ ঃ (১) ক্বুল আ'উযুবিরব্বিল ফালাক্ব। (২) মিং~ ~ শার্‌রিমা-খলাক্ব। (৩) ওয়া মিং~ ~ শার্‌রি গ-সিক্বিন্ ইযা- ওয়াক্বব্। (৪) ওয়া মিং~~ শার্‌রিন~ নাফফা-ছা-তি ফীল'উক্বাদ্। (৫) ওয়া মিং~~ শার্‌রি হাঁ-সিদিন্ ইযা-হাঁসাদ্।

অর্থ ঃ (১-২) বলুন আমি আশ্রয় চাই প্রভাতের রবের। তার সৃষ্টির অনিষ্ট হতে। (৩) আর অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট হতে যখন তা গভীর হয় (৪) এবং গিরায় ফুঁক দানকারিনীর অনিষ্ট হতে। (৫) হিংসাকারীর হিংসার অনিষ্ট হতে।

সূরা নাস

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ اِلٰهِ النَّاسِ ۝٣ مِنْ شَرِّ
الْوَسْوَاسِ ۝ الْخَنَّاسِ ۝٤ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝٥ مِنَ
الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٦

উচ্চারণ ঃ (১) ক্বুল আ'উ-যুবিরব্বিন্~ না- - - স। (২) মালিকিন্~ না- - - স। (৩) ইলা-হিন্~ না- - - স। (৪) মিং~~ শার্‌রিল্ ওয়াসওয়া-সিল খন্~না- - - স। (৫) আল্লাযী- ইয়ুওয়াসভিসু ফী-ছুদূ-রিন~না- - - স। (৬) মিনাল জিন্~নাতি ওয়ান্~ না- - - স।

অর্থ ঃ (১-৩) বলুন আমি আশ্রয় চাই মানুষের রবের। মানুষের মালিকের। মানুষের ইলাহের। (৪) তার অনিষ্ট হতে যে কুমন্ত্রণা প্রদান করে। (৫) আর যে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা প্রদান করে। (৬) জিন হোক আর মানুষ হোক।

সূরা-মূলক, আয়াত ঃ ১-১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ۨ ﴿١﴾ الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ﴿٢﴾ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ﴿٣﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ﴿٤﴾ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ﴿٥﴾ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٦﴾ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ ﴿٧﴾ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ؕ كُلَّمَآ اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ﴿٨﴾ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ ۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ﴿٩﴾ وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿١٠﴾ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿١١﴾

উচ্চারণঃ (১) তাবা-রকা ল্লাযী- বিইয়াদিহিল মূলকু, ওয়া হুওয়া ‘আলা- কুল্লি শাইয়িং~ ~ ক্বদী - - - র। (২) আল্লাযী-খলাক্বল মাওতা ওয়াল হাঁইয়া-তা লিইয়াবলুওয়াকুম আয়ুকুম আহ্‌সানু আমালা-। ওয়াহুওয়াল ‘আঝী-ঝুল গফূ- - - র। (৩) আল্লাযী- খলাক্ব সাবআ‘ সামা-ওয়া-তিং~~ত্বিবা-ক্ব-। মা-তার- ফী-

খলক্বির রহমা-নি মিং~~তাফা-ভুত, ফারজি'ইল বাছর, হাল তার- মিং~~ফুতু- - - র। (৪) ছুম~ মারজিয়ি'ল বাছর কার্রতাইনি ইয়াং~~ক্বলিব ইলাইকাল বাছরু খ-সিইয়াও~ ওয়াহুওয়া হাসী- - - র। (৫) ওয়ালাক্বদ ঝাই ইয়ান~ নাস সামা- - - - আদ্ দুনইয়া-বিমাছ-বি-হাঁ ওয়াজা 'আলনা-হা- রুজূ-মাল্ লিশ্শাইয়া-ত্বি-নি। ওয়া 'আতাদনা- লাহুম 'আযা-বাস সা'ই- - - র। (৬) ওয়ালিল্লাযী-না কাফারু- বিরব্বিহিম্ 'আযা-বু জাহান্~ নাম। (৭) ওয়া বি'সাল মাছী- - - র। ইযা- - - উলক্বু-ফী-হা- সামি'উ-লাহা-শাহী-ক্বও~ ওয়াহিইয়া তাফু- - - র। (৮) তাকা-দু তামাইয়াঝু মিনাল গইজি, কুল্লামা- - - উলক্বিইয়া ফী-হা- ফাওজুং~~ সাআলাহুম্ খঝানাতুহা- - - আলাম ইয়া'তিকুম নাযি- - - র। (৯) ক্ব-লূ- বালা- ক্বদজা- - - - আনা- নাযী-রুন, ফাকায্যাবনা- ওয়াক্বুলনা- মা- নাঝ্ঝালা ল্ল-হু মিং~~ শাইয়িন। ইন্ আং~~ তুম ইল্লা- ফী- দ্বলা-লিং~~ কা-বী- - - র। (১০) ওয়া ক্ব-লূ- লাওকুন~না- নাসমা'উ আও না'অক্বিলু মা- কুন্~ না- ফী- - - আছহাঁ-বিস্ সা'ই- - - র। (১১) ফা'তারফূ- বিযাম~ বিহিম, ফাসুহ্ক্বল লিআছহাঁ-বিস্ সা'য়ি- - - র।

অর্থ ঃ (১) অতীব মহান ও শ্রেষ্ঠ সেই সত্তা, যাঁর মুঠির মধ্যে রয়েছে (সমগ্র সৃষ্টিজগতের) কর্তৃত্ব– সার্বভৌম ক্ষমতা। তিনি প্রতিটি জিনিসের ওপরই তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগে সক্ষম। (২) তিনিই মৃত্যু ও জীবন দান করেছেন, যেন তোমাদেরকে পরখ করে দেখতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে? তিনি যেমন সর্বশক্তিমান, তেমনি ক্ষমাশীল। (৩) তিনিই স্তরে স্তরে সজ্জিত সাতটি আসমান নির্মাণ করেছেন। মহান আল্লাহর সৃষ্টিকর্মে তোমরা কোনো দোষত্রুটি পাবে না। দৃষ্টি আবার ফিরিয়ে দেখো, কোথাও কোনো দোষ-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় কি ? (৪) বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, তোমাদের দৃষ্টি ক্লান্ত, শ্রান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে (তবু তুমি কোনো খুঁত খুঁজে পাবে না)। (৫) আমি তোমাদের কাছের আকাশকে (পৃথিবী থেকে যে আকাশ তোমরা দেখো) অসংখ্য প্রদীপ (তারা) দিয়ে সুসজ্জিত ও উদ্ভাসিত করে দিয়েছি। শয়তানগুলোকে মেরে তাড়াবার জন্য এগুলোকেই উপায় ও মাধ্যম বানিয়েছি। আমিই প্রস্তুত করে রেখেছি এ শয়তানগুলো জন্য জলন্ত অগ্নিকুণ্ড। (৬) যেসব লোক তাদের রব্বকে অস্বীকার ও অমান্য করেছে, তাদের জন্য জাহান্নামের আজাব রয়েছে। তা মূলতই অত্যন্ত খারাপ পরিণতির

স্থান। (৭) তাকে যখন তাতে নিক্ষেপ করা হবে, তখন শুনতে পাবে এর ক্ষিপ্ত হওয়ার ভয়ঙ্কর ধ্বনি। (৮) উহা তখন উথাল-পাতল করতে থাকবে, ক্রোধ-আক্রোশের অতিশয় তীব্রতায় উহা দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবার উপক্রম হবে। প্রতিবারে যখনই তাতে কোন জনসমষ্টি তাতে নিক্ষিপ্ত হবে, তার প্রহরীরা সেই জাহান্নামীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, কোন সাবধানকারী কি তোমাদের কাছে আসে নাই। (৯) তাহারা জবাবে বলবে ঃ হ্যাঁ, সাবধানকারী আমাদের নিকট এসেছিল; কিন্তু আমরা তাঁকে অমান্য ও অবিশ্বাস করেছি এবং বলেছি যে, আল্লাহ কিছুই নাযিল করেন নাই। আসলে তোমরা খুব বেশী গুমরাহীতে নিমজ্জিত হইয়া আছ। (১০) আর তারা বলবে ঃ হায়! আমরা যদি শুনতাম ও অনুধাবন করতাম তাহলে আজ আমাদের দাউ দাউ আগুনে জ্বলতে হত না। (১১) এভাবে তারা নিজেরাই নিজেদের অপরাধের কথা স্বীকার করে নিবে। এই দোজখীদের উপর অভিশাপ।

সূরা ইয়া-সীন ঃ ১–১২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

يٰسٓ ۚ ﴿١﴾ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣﴾ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤﴾ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٥﴾ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٧﴾ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِىَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٩﴾ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠﴾ اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِىَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ﴿١١﴾ اِنَّا

نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۖ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٢﴾

উচ্চারণঃ (১) ইয়া- সী- - - - ন। (২) ওয়াল ক্বুরআ-নি-ল হাঁকী- - - ম। (৩) ইন্~ নাকা লামিনাল মুরসালী- - - ন। (৪) 'আলা- ছির-ত্বিম ~ মুস্তাক্বী- - - ম। (৫) তাং ~ ~ ঝী-লাল 'আঝী-ঝির রহী- - - ম। (৬) লিতুং ~ ~ যির ক্বওমাম~ মা- - - উং ~ ~ যির আ-বা- - - - উহুম্ ফাহুম গ-ফিলূ- - - ন। (৭) লাক্বদ হাঁক্কল ক্বওলু 'আলা- - - আক্ছারিহিম ফাহুম লা- ইয়ু -মিনূ- - - ন। (৮) ইন্~ না- জা'আলনা- ফী- - - আ'না- ক্বিহিম্ আগলা-লাং ~ ~ ফাহিইয়া ইলাল আযক্ব-নি ফাহুম~ মুক্বমাহুঁ- - - ন। (৯) ওয়াজা'আলনা- মিম্ ~ বাইনি আইদী-হিম্ সাদ্দাও ~ ওয়ামিন খল্ফিহিম সাদ্দাং~ ~ ফাআগ্শাইনা-হুম্ ফাহুম লা-ইয়ুবছিরু- - - ন। (১০) ওয়াসাওয়া- - - - উন্ 'আলাইহিম আআং~ ~ যারতাহুম্ আম লাম তুং~ ~ যিরহুম লা-ইয়ু'মিনূ- - - ন। (১১) ইন্~ নামা- তুং~ ~ যিরু মানিত্তাবা'আ-য যিকর ওয়াখশিইয়ার রহঁমা-না বিলগই-ব। ফাবাশশিরহু বিমাগ্ফিরতিও~ ওয়াআজরিং ~ ~কারী- - - ম। (১২) ইন্~ না- নাহ্‌নু নুহ্‌ইল মাওতা- ওয়ানাকতুবু মা- ক্বদ্দামূ- ওয়া আ-ছা-রহুম, ওয়া কুল্লা শাইয়িন্ আহঁছইনা-হু ফী- - - ইমা-মিম ~ মুবী- - - ন।

অর্থ ঃ (১) ইয়া-সীন। (২) বিজ্ঞানময় এই কুরআনের শপথ; (৩) নিঃসন্দেহে তুমি (হে মুহাম্মাদ!) রাসূলদের একজন; (৪) সরল সঠিক পথের অনুসারী। (৫) (এ কুরআন) প্রবল পরাক্রান্ত ও পরম করুণাময় সত্তার কাছ থেকে নাযিল করা কিতাব, (৬) –যেন তুমি এমন এক জাতিকে সাবধান ও সতর্ক করতে পারো যাদের বাপ-দাদাকে সাবধান ও সতর্ক করা হয়নি এবং এ কারণেই তারা গাফিলতির (অসতর্ক-উদাসীনতার) মধ্যে পড়ে রয়েছে। (৭) ইতিমধ্যে সত্য প্রমাণিত হয়েছে (আমাদের বলা আগাম) কথা ওদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই, কাজেই ওরা এখন আর ঈমান আনতে পারবে না। (৮) আমরা তাদের গলায় কণ্ঠবেড়ি পরিয়ে দিয়েছি, তাতে তাদের থুতনি পর্যন্ত জড়িয়ে গেছে। এজন্য তারা চোখ বন্ধ করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। (৯) আমরা একটি প্রাচীর তাদের সামনে দাঁড় করে দিয়েছি আর একটি প্রাচীর তাদের পেছনে, তদুপরি

আমরা তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি, তাই এখন তারা কিছুই দেখতে পায় না। (১০) তুমি তাদেরকে ভয় দেখাও আর না-ই দেখাও, তাদের জন্য সমান; ওরা আর তোমার কথা মেনে নিতে পারবে না। (১১) তুমি তো সাবধান করতে পারো সেই ব্যক্তিকে, যে (তোমার মুখে উচ্চারিত কুরআন)-এর উপদেশ মেনে চলে এবং অদেখা দয়াবান আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তাকে মার্জনা ও সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়ে দাও। (১২) আমরা নিঃসন্দেহে একদিন মৃতদেরকে জীবন্ত করব, তারা যেসব কাজ করছে, তা সবই আমরা লিখে যাচ্ছি। আর যা কিছু নিদর্শন তারা পেছনে রেখে যাচ্ছে তাও আমরা সুরক্ষিত করে রাখছি। প্রতিটি জিনিসই আমরা একটি উন্মুক্ত কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি।

সূরা আর রহমান (১-১৩)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

اَلرَّحْمٰنُ ۝١ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝٢ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝٣ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝٤ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝٥ وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ۝٦ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۝٧ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ۝٨ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ۝٩ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۝١٠ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۝١١ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝١٢ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝١٣

উচ্চারণঃ (১) আর্ রহমা- - - ন। (২) 'আল্লামাল কুরআ- - - ন। (৩) খলাক্ব-ল ইং~~সা- - - ন। (৪) 'আল্লামাহুল বাইয়া- - - ন। (৫) আশ্‌শামসু ওয়ালক্বমারু বিহুঁসবা- - - ন। (৬) ওয়ান~ নাজমু ওয়াশ্ শাজারু ইয়াস জুদা- - - ন। (৭) ওয়াস সামা- - - - আ রফা'আহা- ওয়াওয়াদ্ব'আল

মী-ঝা- - - ন। (৮) আল্‌লা- তাত্বগও ফীল মী-ঝা- - - ন। (৯) ওয়া আক্বী-মুল ওয়াঝনা বিলক্বিছত্বি। ওয়ালা-তুখসিরুল মী-ঝা- - - ন। (১০) ওয়াল আরদ্ব ওয়াদ্ব'আহা- লিলআনা- - - ম। (১১) ফী-হা-ফা-কিহাতুও~ ওয়ান~ নাখলু যা-তুল আক্‌মা- - - ম। (১২) ওয়াল হাঁব্বু যুল'আছফি ওয়ার রইহাঁ- - - ন। (১৩) ফাবিআইয়্যি আ-লা- - - -ই রব্বিকুমা- তুকাযযিবা- - - ন।

অর্থ ঃ (১-২) পরম দয়াময় (আল্লাহ) এ কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন। (৩) তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং (৪) তাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন। (৫) সূর্য ও চাঁদ একটা হিসেবের অনুসরণে বাধা (৬) এবং তারকারাজি ও গাছপালা সেজদায় অবনত। (৭) আকাশমণ্ডলীকে তিনি সুউচ্চ ও সমুন্নত করেছেন এবং সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিখুঁত ভারসাম্য। (৮) এর ঐকান্তিক দাবি এই যে, তোমরা ভরসাম্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। (৯) সুবিচারের সাথে যথাযথ ওজন করো এবং পাল্লার দাঁড়ি বাঁকা করো না। (১০) পৃথিবীকে তিনি সমস্ত সৃষ্টির জন্য বানিয়েছে। (১১) এখানে আছে সবধরনের অসংখ্য সুস্বাদু ফলমূল, আছে খেজুর গাছ, এর ফল নরম আবরণে আচ্ছাদিত। (১২) আছে নানা রকমের শস্য, তাতে ভূষিও হয়, দানাও হয়। (১৩) অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের আল্লাহ্‌র কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার (সৃষ্টিকর্তাপ্রতিপালক) করবে?

সূরা হাশর (২১-২৪)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

উচ্চারণ ঃ (২২) হুওয়া-ল ল্লা-হু ল্লাযি লা - - - ইলা-হা ইল্লা হুওয়া আ-লিমু-ল গ্বইবি ওয়াশ শাহা-দাতি হুওয়ার রহমা-নু-র রহী-মু। (২৩) হুওয়া-ল ল্লা-হু ল্লাযি লা - - - ইলা-হা ইল্লা হুওয়া আলমালিকু-ল কুদ্দুওসুস সালা-মু-ল মূ-মিনু-ল মুহাইমিনু-ল আজী-জু-ল জাব্বারু-ল মুতাকাব্বিরু সুবহা-না ল্লা-হি আম্মা- ইয়ুশরিকুনা। (২৪) হুওয়া ল্লা-হু-ল খলিকু-ল বারিয়্যু-ল মুছাওবিরু লাহু-ল আসমা - - - -য়ু-ল হুসনা- ইয়ুসাব্বিহু লাহু মা- ফী-স সা-মা-ওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ওয়াহুওয়াল আজিজু-ল হাকিম।

অর্থ ঃ (২২) তিনিই আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। (তিনি) গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তাঁর জানা। তিনিই রহমান ও রহীম। (২৩) তিনিই আল্লাহই যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তিনি মালিক– বাদশাহ; অতীব মহান ও পবিত্র। পুরোপুরি শান্তি, নিরাপত্তা দানকারী, সংরক্ষণকারী, সর্বজয়ী, নিজের নির্দেশাবলী শক্তি প্রয়োগে কার্যকরকারী এবং স্বয়ং বড়ত্ব গ্রহণকারী। পবিত্র ও মহান আল্লাহ সেই সব শিরক থেকে যা লোকেরা করছে। (২৪) তিনি আল্লাহই, যিনি সৃষ্টি-পরিকল্পনা রচনাকারী ও এর বাস্তবায়নকারী এবং সে অনুযায়ী আকার-আকৃতি প্রদানকারী। তাঁরই জন্য অতীব উত্তম নামসমূহ। আকাশমণ্ডলী আর পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছে। আর তিনি প্রবল পরাক্রান্ত এবং সকল জ্ঞানে পূর্ণ।

সূরা ফাজর ঃ আয়াত ঃ ২৭-৩০

يَآاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ اِرْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾
فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ ﴿٣٠﴾

উচ্চারণ ঃ ইয়া- - - আইইয়াতু হান্ ͫ নাফসুল মুত্বমায়িন্ ͫ নাহ্। (২৮) ইরজি 'ই - - - ইলা- রব্বিকি র-দ্বিয়াতাম্ ͫ মারদ্বিইয়াহ্। (২৯) ফাদ্‌খুলী- ফী- 'ইবা-দী- - -। (৩০) ওয়াদ খুলী- জান্ ͫ নাতি- - -।

অর্থ ঃ (২৭) হে প্রশান্ত আত্মা। (২৮) তোমার রবের দিকে চলো! এরূপ অবস্থায় যে, তুমি সন্তুষ্ট এবং তার প্রিয়পাত্র। (২৯) আমার (নেক) বান্দাদের মধ্যে শামিল হও। (৩০) এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।

হায়েয নেফাছের বিবরণ

বয়ঃপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের জরায়ু হতে প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে যে রক্তস্রাব হয়, তাকে হায়েয, ঋতু বা মাসিক বলে। এটা কমপক্ষে তিনদিন এবং উর্দ্ধে দশদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ঋতুর স্থায়ীত্বকাল সকল স্ত্রীলোকের সমান নয়। তবে তিন দিনের কম এবং দশ দিনের বেশি কারও স্রাব হয় না। যদি তিন দিনের কম হয় অথবা দশ দিনের বেশি হয়, তবে তাকে হায়েয বলে না রোগ বলে ধরতে হবে।

শুধু সাদ রংয়ের স্রাব ব্যতীত অন্য যে কোন রংয়ের স্রাবকেই হায়েযের স্রাব বলে ধরা যাবে।

সন্তান প্রসবের পর স্ত্রীলোকের জরায়ু হতে যে রক্তস্রাব হয়, উহাকে নেফাছ বলে। এর সময়ের কোন স্থিরতা নেই, তবে উর্ধ্বে ৪০ দিন পর্যন্ত স্রাব স্থায়ী হতে পারে। ৪০ দিনের বেশি কারও স্রাব হলে তখন তাকে নেফাছ বলে না ধরে রোগ বলে ধরতে হবে।

কোন স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হলে তাতে যদি সন্তানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণ হয়েছে বলে দেখা যায়, তবে গর্ভপাতের পরে যে কয়দিন রক্তস্রাব হবে, তাকে নেফাছ বলে ধরতে হবে।

হায়েয ও নেফাছের অবস্থায় স্ত্রীলোকদেরকে নিম্নলিখিত আদেশ ও নিষেধসমূহ অবশ্য মেনে চলতে হবে। যথা– (১) হায়েয ও নেফাছের স্রাব জারি থাকা অবস্থায় নামাজ পড়বে না এবং পরে তার ক্বাযাও পড়তে হবে না। (২) রোজা রাখবে না, কিন্তু পরে সময়মত তার ক্বাযা আদায় করতে হবে। (৩) কুরআন শরীফ পড়তে বা স্পর্শ করতে পারবে না। (৪) হায়েয ও নেফাছ জারী থাকা অবস্থায় সহবাস করা হারাম।

হায়েয ও নেফাছে রক্তস্রাব যথাসময়ে বন্ধ হলে অবিলম্বে গোসল করে নামাজ পড়বে। স্রাব বন্ধ হওয়ার পর কিছুতেই যেন নামাজ ক্বাযা না হয়।

হায়েযের নির্ধারিত সময়ের মাঝখানে দুইদিন কি একদিন স্রাব বন্ধ থাকলেও একে হায়েযের মধ্যেই ধরতে হবে।

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ط قُلْ هُوَ اَذًى لا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ لا وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ج

অর্থ ঃ তারা আপনাকে নারীদের ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলে দিন তা হচ্ছে অশুচিতা। অতএব তোমরা ঋতুকালে স্ত্রীদের নিকট যাবে না। এমনকি তারা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাসেও লিপ্ত হবে না। (সূরা আল বাকারা ঃ আয়াত ২২২)

(১) ঋতু চলাকালে মহিলারা নামাজ পড়া ও রোজা রাখা বন্ধ রাখবে

রাসূল (স.) মহিলাদের ধার্মিকতায় ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ۞

অর্থাৎ এমন নয় কি যে, মহিলাদের যখন ঋতুস্রাব হয় তখন তারা নামাজ-রোজা কিছুই আদায় করতে পারে না। (বুখারী, হাদীস ৩০৪ মুসলিম, হাদীস ৭৯)

হযরত ফাতিমা বিনত আবু হুবাইশ (রাদি) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমি মুস্তাহাযা হলে রাসূল (স) আমাকে বললেন ঃ

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ، فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِيْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الاخَرُ، فَتَوَضَّئِيْ وَصَلِّيْ، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ۞

অর্থাৎ ঋতুস্রাবের রং কালো বলে পরিচিত। যখন তা দেখতে পাবে নামাজ পড়া বন্ধ রাখবে। তবে অন্য কোন রং দেখা গেলে ওযু করে নামাজ আদায় করবে। কারণ, তা হচ্ছে ব্যাধি। (আবু দাউদ, হাদীস ২৮৬)

(২) ঋতু শেষে মহিলারা রোজা কাযা করবে, নামাজ কাযা করতে হবে না

হযরত মুআয (রাদিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমি হযরত আয়শা (রাদিঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ঋতুবতী মহিলারা শুধু রোজা কাযা করবে, নামাজ কাযা করবে না এমন হবে কেন? তিনি বললেন ঃ তুমি কি হারুরী তথা খারেজী মহিলা? আমি বললামঃ আপনার ধারণা ঠিক নয়। তবে আমার শুধু জানার ইচ্ছে হচ্ছে। তিনি বলেন ঃ

كَانَ يُصِيبُنَا ذَالِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ –

অর্থাৎ আমাদের ও এমন হতো। তবে আমাদেরকে রোজা কাযা করতে বলা হতো, নামাজ নয়। (মুসলিম, হাদীস ৩৩৫)

(৩) যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান এনেছে তারাই মসজিদ আবাদ করে

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۝١٨

অর্থ ঃ আল্লাহর ঘর মসজিদগুলি আবাদ করা তাদেরই কাজ, যারা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনে এবং নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কাউকেও ভয় করে না। অতএব আশা করা যায় তারা, সৎপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা আত তওবা ঃ আয়াত ১৮)

(৪) মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতে হবে হেকমত ও উত্তম উপদেশের সাথে

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝١٢٥

অর্থ ঃ লোকদিগকে আপনি ডাকুন, আপন প্রতিপালকের দিকে হেকমত এবং উত্তম উপদেশের সাথে। আর তাদের সাথে তর্ক এমনভাবে করবেন, যেন তা খুবই পছন্দনীয় হয়। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা, তার সম্পর্কে বিশেষভাবে জানেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, আর তিনি বিশেষভাবে জানেন, তাদের অবস্থা সম্পর্কেও, যারা সঠিক পথে রয়েছে। (সূরা আন নহল ঃ আয়াত ১২৫)

৬ষ্ঠ অধ্যায়

বেহেশ্‌তের সুখ-শান্তি

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ اَعْدَدْتُّ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالاَ عَيْنٌ رَاَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ ۞

অর্থ ঃ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেন ঃ বেহেশতের মধ্যে আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এইরূপ নেয়ামতসমূহ তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি যাহা কোন চক্ষু কোন দিন দর্শন করে নাই বা কোন কর্ণ কোন দিন শ্রবণ করে নাই অথবা কাহারও কল্পনাতেও কোনদিন তাহা আসে নাই।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْعَمَلٍ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা আপনার নিকট বেহেশত চাই এবং উহাও চাই যাহা আমাদেরকে বেহেশতের নিকটবর্তী করিয়া দেয় অর্থাৎ যে কথার দ্বারা অথবা যে কাজের দ্বারা।

হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ যেই ব্যক্তি তিন বার আল্লাহ পাকের নিকট বেহেশত প্রার্থনা করিবে, তাহার জন্য বেহেশত আল্লাহর নিকট এই দোয়া করিবেঃ

اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইয়েন।

এক হাদীসে আছে, যেই ব্যক্তি এমনভাবে লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ-এর সাক্ষ্য দিয়াছে যে, তাহার অন্তর তাহার জবানকে সত্য বলিয়া স্বীকার করে সে বেহেশতের যে কোন দরজা দিয়া ইচ্ছা প্রবেশ করিতে পারিবে। (মুসনাদে আবু ইয়ালা)

কুরআনের বাণী ঃ

১. যাহাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করানো হইবে সেই পরিপূর্ণ সফলকাম হইবে

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿١٨٥﴾ (سورة ال عمرن : ١٨٥)

অর্থ ঃ প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে আর রোজ কেয়ামতে তোমাদিগকে পূর্ণ প্রতিফলই দেওয়া হইবে, সুতরাং যাহাকে দোজখ হইতে রক্ষা করা হইবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করানো হইবে সেই পরিপূর্ণ সফলকাম হইবে। দুনিয়ার জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কিছু নহে। (সূরা ঃ আলে ইমরান, আয়াত ঃ ১৮৫)

২. বেহেশ্‌তীরা থাকিবে আরামের উদ্যানে স্বর্ণখচিত সিংহাসনে

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ﴿١٠﴾ أُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿١١﴾ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿١٢﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٤﴾ عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ﴿١٥﴾ مُّتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ﴿١٦﴾ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ﴿١٧﴾ بِأَكْوَابٍ وَّأَبَارِيْقَ ۙ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿١٨﴾ لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢١﴾ وَحُوْرٌ عِيْنٌ ﴿٢٢﴾ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ﴿٢٣﴾ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَأْثِيْمًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ﴿٢٦﴾

(سورة الواقعة : ٢٦-١٠)

অর্থ ঃ অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। তাহারাই নৈকট্যশীল, আরামের উদ্যানসমূহে, তাহারা একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং অল্পসংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে, স্বর্ণখচিত সিংহাসনে। তাহারা (বেহেশ্‌তীরা) তাহাতে হেলান দিয়া বসিবে পরস্পর মুখোমুখি হইয়া। তাহাদের কাছে ঘুরাফিরা করিবে চির কিশোররা, পানপাত্র কুঁজা ও খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়া, যাহা পান করিলে তাহাদের মাথা ব্যথা হইবে না এবং তাহারা মাতালও হইবে না। আর তাহাদের পছন্দমত ফলমূল নিয়া এবং রুচিমত পাখীর মাংস নিয়া। তথায় থাকিবে আনতনয়না হুরগণ, আবরণে রক্ষিত মতির ন্যায়, তাহারা যাহা কিছু করিত তাহার পুরস্কারস্বরূপ। তাহারা তথায় কোন অবান্তর ও খারাপ কথা শুনিবে না। কিন্তু শুনিবে সালাম আর সালাম। (সূরা ঃ আল ওয়াকেয়া, আয়াত ঃ ১০-২৬)

৩. বেহেশ্‌তে থাকিবে কাটাবিহীন বাগান দীর্ঘ ছায়া আর চিরকুমারী রমণীগণ

وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۟ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ۟ وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ۟ وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ۟ وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ۟ وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ۟ لَّامَقْطُوْعَةٍ وَّلَامَمْنُوْعَةٍ ۟ وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ۟ اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ۟ فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ۟ عُرُبًا اَتْرَابًا ۟ لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۟ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۟ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ۟ (سورة الواقعة : ٤٠-٢٧)

অর্থ ঃ যাহারা ডান দিকে থাকিবে তাহারা (বেহেশ্‌তীরা) কত ভাগ্যবান। তাহারা থাকিবে কাঁটাবিহীন কুল বাগানে এবং কাঁদি কাঁদি কলায় এবং দীর্ঘ ছায়ায় এবং প্রবাহিত পানিতে ও প্রচুর ফলমূলে, যাহা শেষ হইবার নহে এবং নিষিদ্ধও নহে, আর থাকিবে সমুন্নত শয্যায়। আমি বেহেশ্‌তী রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর তাহাদেরকে করিয়াছি চিরকুমারী, কামিনী, সমবয়স্কা, ডান

দিকের (বেহেশ্‌তী) লোকদের জন্য। তাহাদের একদল হইবে পূর্ববর্তীদের মধ্যে হইতে এবং একদল হইবে পরবর্তীদের মধ্য হইতে। (সূরা ঃ আল ওয়াক্বেয়া, আয়াত ঃ ২৭-৪০)

৪. বেহেশ্‌তীদের বলা হইবে সালাম, তোমরা সুখে থাক।

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَاۗءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ۝ (سورة الزمر : ٧٣)

অর্থ ঃ যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করিত তাহাদিগকে দলে দলে বেহে্শতের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। যখন তাহারা (বেহেশ্‌তীরা) উন্মুক্ত দরজা দিয়া বেহেশ্‌তে পৌঁছাইবে এবং বেহেশ্‌তের রক্ষীরা তাহাদেরকে বলিবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক। অতঃপর সদা-সর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর। (সূরা ঃ জুমার, আয়াত ঃ ৭৩)

৫. বেহেশ্‌তীদের অন্তরে কোন দুঃখ থাকিবে না

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۣ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَاۗءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۭ وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ (سورة الاعرف : ٤٣)

অর্থ ঃ তাহাদের (বেহেশ্‌তীদের) অন্তরে যাহা কিছু দুঃখ ছিল, আমি তাহা বাহির করিয়া দিব, তাহাদের পাদদেশে প্রবাহিত হইবে "নদীঃ। তাহারা বলিবে, আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদেরকে এই পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। আমরা কখনো পথ পাইতাম না, যদি আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করিতেন। আমাদের

পালনকর্তার রাসূল, আমাদের কাছে সত্য কথা নিয়া আসিয়াছিলেন। আওয়াজ আসবে, "ইহাই বেহেশ্ত"। তোমরা ইহার উত্তরাধিকারী হইলে তোমাদের কর্মের প্রতিদানে। (সূরা ঃ আল আ'রাফ, আয়াত ঃ ৪৩)

৬. বেহেশ্তে থাকিবে প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿٤٦﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٧﴾ ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٩﴾ فِیْهِمَا عَیْنٰنِ تَجْرِیٰنِ ﴿٥٠﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥١﴾ فِیْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ﴿٥٢﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٣﴾ مُتَّكِئِیْنَ عَلٰی فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَیْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٥﴾ فِیْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٥٦﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٧﴾ كَاَنَّهُنَّ الْیَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٩﴾ هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ﴿٦٠﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦١﴾ (سورة الرحمن : ٤٦-٦١)

অর্থ ঃ যেই ব্যক্তি তাহার পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হইবার ভয় রাখে তাহার জন্য রহিয়াছে দুইটি উদ্যান। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করিবে? উভয় উদ্যানই ঘন শাখা-পল্লব বিশিষ্ট। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করিবে? উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল বিভিন্ন রকমের হইবে। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করিবে? তাহারা তথায় (বেহেশ্তে) রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানার উপর হেলান দিয়া বসিবে। উভয় উদ্যানের ফল তাহাদের নিকট ঝুলিবে। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের

পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করিবে? তথায় থাকিবে আনত নয়না রমণীগণ, কোন জ্বিন ও মানব পূর্বে যাহাদেরকে স্পর্শ করে নাই। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করিবে? প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করিবে? সৎকাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হইতে পারে? অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করবে? (সূরা ঃ আর রহমান, আয়াত ঃ ৪৬-৬১)

৭. যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎ কাজ করিয়াছে তাহাদের জন্য বেহেশ্‌ত

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ (سورة البقره : ٢٥)

অর্থ ঃ (আর হে নবী!) যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎ কাজসমূহ করিয়াছে, আপনি তাহাদেরকে এমন বেহেশ্‌তের সুসংবাদ দিন, যাহার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকিবে। যখনই তাহারা খাবার হিসাবে কোন ফল প্রাপ্ত হইবে, তখনই তাহারা বলিবে, এ তো অবিকল সেই ফলই, যাহা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তাহাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হইবে এবং সেইখানে তাহাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী থাকিবে। আর সেখানে তাহারা অনন্তকাল অবস্থান করিবে। (সূরা ঃ আল বাক্বারা, আয়াত ঃ ২৫)

৮. বেহেশ্‌তে থাকিবে দুধের নহর, মধুর নহর আর সুস্বাদু শরাবের নহর

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ۬

وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ۖ (سورة محمد : ١٥)

অর্থ ঃ পরহেযগার বান্দাদেরকে যেই বেহেশ্‌তের ওয়াদা করা হইয়াছে, তাহার অবস্থা হইল, সেইখানে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর, যাহার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায় (বেহেশ্‌তে) তাহাদের জন্যে আছে রকমারি ফলমূল ও তাহাদের পালনকর্তার ক্ষমা। (সূরা ঃ মুহাম্মদ, আয়াত ঃ ১৫)

৯. বেহেশ্‌তীদের পান করানো হইবে কাফুর মিশ্রিত পানপাত্র হইতে

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۚ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ۞ (سورة الدهر : ٦-٥)

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা (বেহেশ্‌তীরা) পান করিবে কাফুর মিশ্রিত পান পাত্র হইতে। ইহা একটি ঝরণা, যাহা হইতে আল্লাহর নেক বান্দাগণ পান করিবে তাহারা ইহাকে প্রবাহিত করিবে। (সূরা ঃ দাহর, আয়াত ঃ ৫-৬)

১০. বেহেশ্‌তীদের মুখমণ্ডলে থাকিবে স্বাচ্ছন্দ্য ও সজীবতা

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ۞ عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۞ تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ۞ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ۞ خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ۖ

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই সৎ লোকগণ (বেহেশ্‌তে) থাকিবে পরম আরামে, তাহারা সিংহাসনে বসিয়া অবলোকন করিবে, আপনি তাহাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্য ও সজীবতা দেখিতে পাইবেন। তাহাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হইবে। তাহার মোহর হইবে কস্তুরী। (সূরা ঃ মুতাফ্‌ফিফীন, আয়াত ঃ ২২-২৫)

১১. বেহেশ্‌তীরা বেহেশ্‌তে চিরকাল থাকিবে

يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٦٨﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿٦٩﴾ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ۚ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٧١﴾

(سورة الزخرف : ٦٨-٧١)

অর্থ ঃ হে আমার বান্দাগণ আজ তোমাদের কোন ভয় নাই, এবং তোমরা দুঃখিত ও হইবে না। যাহারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করিয়াছিলে এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ সানন্দে বেহেশতে প্রবেশ কর। (বেহেশ্‌তে) তাহাদের কাছে পরিবেশন করা হইবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র, তথায় রহিয়াছে (তাহাদের) মন যাহা চায় এবং নয়ন যাহাতে তৃপ্ত হয়, তোমরা (বেহেশ্‌তীরা) তথায় চিরকাল থাকিবে। (সূরা ঃ আয যুখরুফ, আয়াত ঃ ৬৮-৭১)

১২. বেহেশ্‌তীদের অন্তরে কোন ক্রোধ থাকিবে না

وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٤٧﴾

(سورة الحجر : ٤٧)

অর্থ ঃ তাহাদের (বেহেশ্‌তীদের) অন্তরে যে ক্রোধ ছিল আমি (আল্লাহ) তাহা দূর করিয়া দিব। তাহারা ভাই ভাইয়ের মত সামনাসামনি আসনে বসিবে। (সূরা ঃ আল হিজর, আয়াত ঃ ৪৭)

১৩. বেহেশ্‌তের তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ﴿١٢﴾ (سورة محمد : ١٢)

অর্থ ঃ যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাহাদেরকে দাখিল করিবেন (বেহেশ্‌তের) উদ্যান সমূহে, যাহার তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত হইবে। (সূরা ঃ মুহাম্মাদ, আয়াত-১২)

১৪. বেহেশ্‌তে থাকিবে সৎ চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ

فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧١﴾
حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٣﴾
لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَاۤنٌّ ﴿٧٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٥﴾

(سورة الرحمن : ٧٥–٧٠)

অর্থ ঃ সেখানে (বেহেশ্‌তে) থাকিবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ! অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করিবে? তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করিবে? কোন জ্বীন ও মানব পূর্বে তাহাদেরকে স্পর্শ করে নাই। (সূরা ঃ আর রহমান, আয়াত ঃ ৭০-৭৫)

১৫. বেহেশ্‌তীদের কখনও মৃত্যু হইবে না

يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا
الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ج وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿٥٦﴾ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ط ذٰلِكَ
هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٥٧﴾ (سورة الدخان : ٥٧–٥٥)

অর্থ ঃ তাহারা সেখানে (বেহেশ্‌তে) শান্ত মনে বিভিন্ন ফল-মূল আনিতে বলিবে। তাহারা সেখানে মৃত্যু আস্বাদন করিবে না, প্রথম মৃত্যু ব্যতীত এবং আপনার পালনকর্তা তাহাদেরকে দোজখের আজাব থেকে রক্ষা করিবেন। আপনার পালনকর্তার কৃপায় ইহাই মহাসাফল্য। (সূরা ঃ আদ দুখান, আয়াত ঃ ৫৫-৫৭)

১৬. আল্লাহ তা'আলা বেহেশ্‌তীদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাহারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لا أُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۞ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهٗ ۞

(سورة البينة : ٨-٧)

অর্থ ঃ যাহারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, তাহারাই সৃষ্টির সেরা। তাহাদের পালনকর্তার কাছে রহিয়াছে তাহাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের বেহেশ্‌ত, যাহার তলদেশ দিয়া নহর প্রবাহিত, তাহারা সেখানে থাকিবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাহারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। ইহা তাহার জন্যে, যে তাহার পালনকর্তাকে ভয় করে। (সূরা ঃ বাইয়্যেনাহ, আয়াত ঃ ৭-৮)

১৭. মতির মত চির কিশোরেরা বেহেশতীদের সেবা করিবে

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ج إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ۞ (سورة الدهر : ١٩)

অর্থ ঃ (বেহেশ্‌তে) তাহাদের কাছে ঘোরাফেরা করিবে চির কিশোরগণ। আপনি তাহাদেরকে দেখে মনে করিবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা। (সূরা ঃ আদ দাহর, আয়াত ঃ ১৯)

১৮. নিশ্চয়ই খোদাভীরুগণ বেহেশ্‌তে থাকিবে

اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ۞ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ج سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ط اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ۞ (سورة الطور : ١٧)

অর্থ ঃ খুব মজার সহিত খাও এবং পান কর, তোমাদের (কৃত) আমলের বিনিময়ে। সারি সারি সাজানো আসন সমূহের উপর হেলান দিয়া, আর আমি তাহাদেরকে বড় বড় নয়ন বিশিষ্টা সুন্দরীগণের সহিত বিবাহ করাইয়া দিব। নিশ্চয়ই খোদাভীরুগণ থাকিবে বেহেশ্তে ও আরাম আয়েশে। (সূরা ঃ আত তুর, আয়াত ঃ ১৫-১৭)

১৯. বেহেশতীদের পোশাক হইবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের বস্ত্র

أُولَٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ يَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ؕ نِعْمَ الثَّوَابُ ؕ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

(سورة الكهف : ٣١)

অর্থ ঃ উহাদেরই জন্য আছে স্থায়ী বেহেশ্ত, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেইখানে উহাদিগকে স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হইবে, উহারা পরিধান করিবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র এবং তথায় সমাসীন হইবে সুসজ্জিত আসনে। কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল। (সূরা ঃ কাহাফ, আয়াত ঃ ৩১)

২০. বেহেশ্তীদেরকে তাহাদের রবের পক্ষ হইতে বলা হইবে "সালাম"

لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿٥٧﴾ سَلٰمٌ قف قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾

(سورة يس : ٥٨–٥٧)

অর্থ ঃ সেইখানে (বেহেশ্তে) থাকিবে তাহাদের জন্য ফলমূল এবং তাহাদের জন্য বাঞ্ছিত সমস্ত কিছু। (বলা হইবে) সালাম, পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হইত সম্ভাষণ (সূরা ঃ ইয়াসীন, আয়াত ঃ ৫৭-৫৮)

২১. বেহেশতীরা সেইখানে কোন অসার বাক্য শুনিবে না

فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيْهَا

سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾ وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾ وَّنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾ وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾ (سورة الغاشية : ١٦-١٠)

অর্থ ঃ সুমহান (বেহেশ্‌তে), সেইখানে তাহারা কোন অসার বাক্য শুনিবে না। সেইখানে থাকিবে প্রবাহিত ঝর্ণা, উন্নত সুসজ্জিত আসন, প্রস্তুত থাকিবে সংরক্ষিত পানপাত্র, সারি সারি গালিচা এবং বিস্তৃত কার্পেট। (সূরা ঃ গাশিয়া, আয়াত ঃ ১০-১৬)

২২. বেহেশ্‌তীরা সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়া বসিবে

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾ اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِئُوْنَ ﴿٥٦﴾ (سورة يس : ٥٦-٥٤)

অর্থ ঃ আজ কাহারও প্রতি কোন জুলুম করা হইবে না এবং তোমরা যাহা করিতে কেবল তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে। ঐদিন বেহেশতীরা আনন্দে মশগুল থাকিবে। তাহারা এবং তাহাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকিবে ছায়াময় পরিবেশে, আসনে হেলান দিয়া। (সূরা ঃ ইয়াসীন, আয়াত ঃ ৫৪-৫৬)

২৩. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃত কর্মের জন্য দায়ী

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ ؕ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿٢١﴾ وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢٢﴾ يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَاْثِيْمٌ ﴿٢٣﴾ (سورة الطور : ٢٣-٢١)

অর্থ ঃ এবং যাহারা ঈমান আনে, আর তাহাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাহাদের অনুগামী হয়, তাহাদের সহিত মিলিত করিব (বেহেশতে) তাহাদের

সন্তান-সন্ততিকে এবং তাহাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করিব না, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। আমি (আল্লাহ) তাহাদিগকে দিব ফলমূল ও গোশ্‌ত যাহা তাহারা পছন্দ করে। (আর) তথায় তাহারা পরস্পর (কৌতুক করিয়া) সরাব পান পাত্র লইয়া কাড়াকাড়িও করিবে, উহাতে না প্রলাপ হইবে আর না অন্য কোন বেহুদা কথা হইবে। (সূরা ঃ তুর, আয়াত ঃ ২১-২৩)

২৪. বেহেশ্‌তে থাকিবে আনত নয়না রমণীগণ

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ۝٤٨ كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ۝٤٩ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ۝٥٠ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّىْ كَانَ لِىْ قَرِيْنٌ ۝٥١ يَّقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ۝٥٢ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ۝٥٣ قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ۝٥٤ فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِىْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ۝٥٥ قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ۝٥٦ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۝٥٧ (سورة الصفت : ٤٨-٥٧)

অর্থ ঃ তাহাদের সঙ্গে থাকিবে আনত নয়না, আয়ত লোচনা হূরীগণ। তাহারা যেন সুরক্ষিত ডিম্ব। তাহারা একে অপরের সামনাসামনি হইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিবে। তাহাদের কেহ বলিবে, 'আমার ছিল এক সংগী। সে বলিত, 'তুমি কি ইহাতে বিশ্বাসী যে, আমরা যখন মরিয়া যাইব এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইব তখনও কি আমাদিগকে প্রতিফল দেওয়া হইবে?' আল্লাহ বলিবেন, 'তোমরা কি তাহাকে দেখিতে চাও?' অতঃপর সে ঝুঁকিয়া দেখিবে এবং উহাকে দেখিতে পাইবে দোজখের মধ্যস্থলে; বলিবে, 'আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করিয়াছিলে, 'আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকিলে আমিও তো হাযিরকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হইতাম। (সূরা ঃ আস্‌-সাফফাত, আয়াত ঃ ৪৮-৫৭)

২৫. বেহেশ্‌তীদের সৎ কার্যশীল পিতামাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান সন্তুতীও বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে।

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ (سورة الرعد : ٢٣)

অর্থ ঃ স্থায়ী বেহেশত, উহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহারাও এবং ফেরেশ্‌তাগণ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে প্রত্যেক দ্বার দিয়া। (সূরা ঃ রা'দ, আয়াত ঃ ২৩)

২৬. আল্লাহর ও তাঁর রাসূল সা. এর পূর্ণ আনুগত্য করলে এমন জান্নাতসমূহ পাওয়া যাবে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۭ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٣﴾

অর্থ ঃ ১৩. এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে এরূপ জান্নাতসমূহে দাখিল করবেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে, তারা অনন্তকাল সেখানে অবস্থান করবে। আর এটা বিরাট সফলতা। (৪ সূরা আন-নিসা ঃ আয়াত ১৩)

২৭. বেহেশতে থাকবে সৎ চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ

فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧١﴾ حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٣﴾ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَاۤنٌّ ﴿٧٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٥﴾

অর্থ ঃ ৭০. সেখানে (বেহেশতে) থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ! ৭১. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? ৭২. তাঁবুতে অবস্থানকারিনী হুরগণ। ৭৩. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদান অস্বীকার করবে? ৭৪. কোন জ্বীন ও মানব পূর্বে তাদেরকে স্পর্শ করে নাই। (৫৫ সূরা আর রহমান ঃ আয়াত ৭০-৭৫)

২৮. আল্লাহ বলেন 'আমার জান্নাতে প্রবেশ কর'

يَآ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ ﴿٣٠﴾

অর্থ ঃ ২৭. হে প্রশান্ত মন, ২৮. তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। ২৯. অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, ৩০. এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। (৮৯ সূরা আল ফজর ঃ আয়াত ২৭-৩০)

২৯. তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে সালাম

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٣﴾ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿٦٤﴾ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

অর্থ ঃ ৬৩. রহমান এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম। ৬৪. এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে; ৬৫. এবং যারা বলে, হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয়ই এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ। (২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ৬৩-৬৫)

৩০. বেহেশতীদেরকে তাদের রবের পক্ষ হতে বলা হবে সালাম

لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿٥٧﴾ سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾

অর্থ ঃ ৫৭. সেখানে বেহেশতে থাকবে তাদের জন্য ফলমূল এবং তাদের জন্য বাঞ্ছিত সমস্ত কিছু। ৫৮. বলা হবে সালাম, পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হত সম্ভাষণ। (৩৬ সূরা ইয়াসীন ঃ আয়াত ৫৭-৫৮)

৩১. জান্নাতে আছে সালসাবীল নামক ঝর্ণা

عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ﴿١٨﴾ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ إِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ﴿١٩﴾

অর্থ ঃ ১৮. এটা জান্নাতস্থিত সালসাবীল নামক একটি ঝরণা। তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। ১৯. আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা। (৭৬ সূরা আদ দাহর ঃ আয়াত ১৮-১৯)

৩২. জান্নাতে থাকবে প্রবাহিত ঝরণা

فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ﴿١٣﴾ وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ﴿١٤﴾ وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ﴿١٥﴾ وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ﴿١٦﴾

অর্থ ঃ ১০. তারা থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে। ১১. তথায় শুনবে না কোন অসার কথাবার্তা। ১২. তথায় থাকবে প্রবাহিত ঝরণা। ১৩. তথায় থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন। ১৪. এবং সংরক্ষিত পানপাত্র। ১৫. এবং সারি সারি গালিচা ১৬. এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট। (৮৮ সূরা গাশিয়াহ ঃ আয়াত ১০-১৬)

৩৩. ঈমানদার ব্যক্তির কৃতকর্মের আপ্যায়ন স্বরূপ জান্নাত

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

অর্থ ঃ ১৮. ঈমানদার ব্যক্তি কি অবাধ্যের অনুরূপ? তারা সমান নয়। ১৯. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়ন স্বরূপ বসবাসের জান্নাত। (৩২ সূরা সাজদাহ ঃ আয়াত ১৮-১৯)

৩৪. জান্নাতে মন যা চাবে তাই পাওয়া যাবে

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾

অর্থ ঃ ৩১. আমিই তোমাদের বন্ধু, দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। জান্নাতে তোমাদের জন্য, তোমাদের মন যা চাবে তাই দেওয়া হবে এবং তোমরা সেখানে যা দাবী করবে তাই পাবে। (৪১ সূরা হা-মীম সাজদা ঃ আয়াত ৩১)

৩৫. যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য বেহেশত

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا ۙ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾

অর্থ ঃ ২৫. আর হে নবী! যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ

প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এ তো অবিকল সে ফলই, যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুতঃ তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে এবং সেখানে তাদের জন্যে পবিত্র সঙ্গিনী থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। (২ সূরা আল বাক্বারা ঃ আয়াত ২৫)

৩৬. বেহেশতীদের মুখমণ্ডলে থাকবে স্বাচ্ছন্দ্য ও সজীবতা

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿٢٥﴾

অর্থ ঃ ২২. নিশ্চয়ই সৎ লোকগণ বেহেশতে থাকবে পরম আরামে, ২৩. তারা সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে, ২৪. আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্য ও সজীবতা দেখতে পাবেন ২৫. তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। (৮৩ সূরা মুতাফফিফীন ঃ আয়াত ২২-২৫)

৩৭. মুত্তাকীদের জন্য আছে নিয়ামতের জান্নাত

كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٣٤﴾

অর্থ ঃ ৩৩. শাস্তি এভাবেই আসে এবং পরকালের শাস্তি আরও গুরুত্বর; যদি তারা জানত। ৩৪. মুত্তাকীদের জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে নিয়ামতের জান্নাত। (৬৮ সূরা আল কলম ঃ আয়াত ৩৩-৩৪)

৩৮. আল্লাহ জান্নাতীদেরকে আয়তলোচনাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিবেন

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ

أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍ ۚ كُلُّ ٱمْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾ وَأَمْدَدْنَٰهُم بِفَٰكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾ يَتَنَٰزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾

অর্থ ঃ ১৯. তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা যা করতে তার প্রতিফলস্বরূপ তোমরা তৃপ্ত হয়ে পানাহার কর। ২০. তারা শ্রেণীবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুরদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেব। ২১. যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, ২২. আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্যে দায়ী। আমি তাদেরকে দেব ফল-মূল এবং গোশত যা তারা চাইবে। ২৩. সেখানে তারা একে অপরকে পানপাত্র দেবে; যাতে বকাবকি নেই এবং পাপকর্মও নেই। ২৪. সুরক্ষিত মতিসদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে। (৫২ সূরা আত তূর ঃ আয়াত ১৯-২৪)

৩৯. নিশ্চই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু

نَبِّئْ عِبَادِىٓ أَنِّىٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِى هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾ (سورة الحجر : ٤٩-٥٠)

অর্থ ঃ (হে রসূল) আমার বান্দাদিগকে বলিয়া দিন যে, আমি (আল্লাহ) তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এবং আমার শাস্তি সে অতি মর্মন্তুদ শাস্তি। (সূরা ঃ হিজর, আয়াত ঃ ৪৯-৫০)

সপ্তম অধ্যায়

দোজখের দুঃখ কষ্ট

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, দোজখীদের মধ্যে সবচেয়ে কম আজাব যে ব্যক্তির হইবে, তাহাকে এক জোড়া আগুনের জুতা পরানো হইবে, যাহার ফিতাও আগুনের তৈয়ারী হইবে, যাহার দ্বারা তাহার মস্তিষ্ক উত্তপ্ত পাতিলের মতো টগ্‌বগ্‌ করিতে থাকিবে। সেই ব্যক্তি মনে করিবে, তাহাকে সবচেয়ে বেশী আজাব দেওয়া হইতেছে অথচ তাহাকেই সবচেয়ে কম আজাব দেওয়া হইতেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করিয়া অন্তরের সবটুকু আবেগ দিয়া অতীতের গোনাহ্‌-খাতাসমূহের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া দোয়া করিতে হইবে। হাদীস শরীফে আছে- "গোনাহ্‌গার বান্দার চোখের পানি আল্লাহ্‌র ক্রোধের আগুনকে নিভাইয়া দেয়।" নবী করীম (সাঃ)-এর চেয়ে মরতবায় "শ্রেষ্ঠ" আর কাহাকেও আল্লাহ্‌ তা'য়ালা সৃষ্টি করেন নাই। অথচ তিনিও মুনাজাতের মধ্যে ও নামাজের সেজদার হালতে এমনভাবে কাঁদিতেন যে, তাঁহার সীনা-মুবারকের ভিতর হইতে গোশ্‌ত রান্নার মতো গুড় গুড় শব্দ শোনা যাইত।

আল্লাহ্‌ তা'য়ালা কুরআনে হুকুম করিয়াছে -

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ط

অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের পরওয়ারদিগারকে ডাকিও কান্নাজড়িত কণ্ঠে আর নির্জনে। (সূরা ঃ আরাফ আয়াত ঃ ৫৫)

হাদীস শরীফে আছে - "যে ব্যক্তি নিশি-রাতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে আর তখন তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া চোখের পানি গড়াইয়া পড়ে, কেয়ামতের দিন সে আল্লাহ্‌র আরশের ছায়াতলে স্থান লাভ করিবে। (বায়হাকী)

আরেক হাদীসে আছে-"আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়েও তাঁহার রহ্‌মত লাভের আশায় যে চক্ষু ক্রন্দন করে, উহার জন্য দোজখের আগুন হারাম। - (তিরমিযী)

দোযখ হইতে বাঁচিবার দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْعَمَلٍ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমরা আপনার নিকট দোজখ হইতে পানাহ চাই এবং উহা হইতেও আপনার পানাহ যাহা আমাদেরকে দোজখের নিকটবর্তী করিয়া দেয়, চাই কথার দ্বারা নিকট অথবা কাজের দ্বারা হোক।

হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন-যে ব্যক্তি তিনবার আল্লাহর নিকট দোজখ হইতে পানাহ চায়, তাহার জন্য দোযখ আল্লাহর নিকট দোয়া করে।

اَللّٰهُمَّ اَجِرْهُ مِنَ النَّارِ.

"হে আল্লাহ তাহাকে দোজখ হইতে বাঁচাও।ঃ

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন এমনভাবে আসিবে যে, সে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলিয়াছে আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর দোজখের আগুন হারাম করিয়া দিবেন। (বুখারী)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর রহমত ছাড়া কস্মিনকালেও কেহ বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ..... (এমনকি) আমিও বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিব না। (আততারগীব ওয়াততারহীব)

কুরআনের বাণী

১. দোজখ খুবই নিকৃষ্ট স্থান

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ ۝ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۝

(سورة الملك : ٨-٦)

অর্থ ঃ এবং যাহারা আপন প্রতিপালককে অস্বীকার করে, তাহাদের জন্য দোজখের কঠিন শাস্তি রহিয়াছে এবং উহা খুবই নিকৃষ্ট স্থান। যখন তাহারা উক্ত দোজখে নিক্ষিপ্ত হইবে তখন তাহারা উহার ভীষণ হুঙ্কার শুনিতে পাইবে এবং উহা এ রকম টগবগ করিতে থাকিবে যেমন শীঘ্রই রাগে ফাটিয়া পড়িবে। (সূরা ঃ মুল্ক, আয়াত ঃ ৬-৮)

২. দোজখীরা শুধু মৃত্যুকে আহ্বান করিতে থাকিবে

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾
وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾

(سورة الفرقان : ١٣-١٢)

অর্থ ঃ যখন উক্ত দোজখ দূর হইতে জাহান্নামীদেরকে দেখিতে পাইবে তখন দোজখীরা উহার বিকট শব্দ ও হুঙ্কার শুনিতে পাইবে। অতঃপর যখন বন্ধনাবস্থায় দোজখের কোন সংকীর্ণ স্থানে তাহাদেরকে নিক্ষেপ করা হইবে তখন তাহারা সেইখানে শুধু মৃত্যুকে আহ্বান করিতে থাকিবে। (সূরা ঃ ফুরকান, আয়াত ঃ ১২-১৩)

৩. দোজখ ঐ সমস্ত লোকদিগকে আহ্বান করিবে, যাহারা আল্লাহর গোলামী হইতে মুখ ফিরাইয়াছে

تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ﴿١٨﴾ (سورة المعارج : ١٨-١٧)

অর্থ ঃ দোজখ ঐ সমস্ত লোকদিগকে নিজের দিকে অহ্বান করিবে, যাহারা হক্ব রাস্তাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে এবং আল্লাহ তা'আলার গোলামী হইতে মুখ ফিরাইয়াছে এবং অবৈধভাবে ধন-সম্পদকে জমা করিয়া সংরক্ষিত করিয়াছে। (সূরা ঃ আল মা'আরিজ, আয়াত ঃ ১৭-১৮)

৪. দোজখীদের মুখমণ্ডল আগুনে সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া যাইবে

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾ (سورة المؤمنون : ١٠٤)

অর্থ ঃ দোজখের অগ্নি তাহাদের মুখমণ্ডলকে এমনিভাবে জ্বালাইয়া দিবে যে, উহা সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া যাইবে। (সূরা ঃ আল মু'মিনুন, আয়াত ঃ ১০৪)

৫. দোজখীদেরকে আগুনের কাটা খাওয়ানো হইবে

تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۝ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ۝ (سورة الغاشية : ٥-٧)

অর্থ ঃ দোজখীদেরকে উত্তপ্ত গরম পানির নহর হইতে পানি পান করানো হইবে এবং আগুনের কাটা ব্যতীত অন্য কিছুই তাহাদের খাদ্য হইবে না। উক্ত খাদ্য না তাহাদিগকে কোন শক্তি দান করিবে, না তাহাদের ক্ষুধা নিবারণ করিবে। (সূরা ঃ আল গাশিয়া, আয়াত ঃ ৫-৭)

৬. দোজখীরা গলিত পুঁজ ও গলিত রক্ত ছাড়া অন্য কোন খাদ্য খাইবে না

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ۝ وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ۝ لَا يَاْكُلُهٗۤ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ۝ (سورة الحاقه : ٣٥-٣٧)

অর্থ ঃ কাজেই অদ্য তাহার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকিবে না এবং ক্ষতস্থান হইতে নির্গত গলিত পুঁজ, রক্ত ব্যতীত অন্য কোন খাদ্যও থাকিবে না, ঐ খাদ্য যাহা একমাত্র দোজখের পাপীষ্ঠগণই ভক্ষণ করিবে। (সূরা ঃ আল হাক্কাহ, আয়াত ঃ ৩৫-৩৭)

৭. দোজখীরা কাটাযুক্ত জাক্কুম বৃক্ষ হইতে খাদ্য গ্রহণ করিবে

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ۝ لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ۝ فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۝ فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ۝ فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ۝ هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ۝ (سورة الواقعة : ٥١-٥٦)

অর্থ ঃ অতঃপর হে অবিশ্বাসী বিপথগামীগণ, নিশ্চয়ই তোমরা জাক্কুম বৃক্ষ হইতে খাদ্য গ্রহণ করিবে, যাহা দ্বারা তোমরা পেট ভর্তি করিয়া লইবে। তদুপরি পুনরায় উত্তপ্ত গরম পানি পান করিতে থাকিবে। যেমন পিপাসিত ও তৃষ্ণার্ত উট

পানি পান করে। রোজ কেয়ামতে ইহাই হইবে তাহাদের মেহমানদারীর সামগ্রী। (সূরা ঃ আল ওয়াক্বেয়া, আয়াত ঃ ৫১-৫৬)

৮. দোজখীদের খাদ্য জাক্কুম বৃক্ষের উৎপত্তি জাহান্নামের তলদেশে

اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٦٥﴾ (سورة الصّٰفّت : ٦٥-٦٤)

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই উক্ত জাক্কুম এমন একটি বৃক্ষ যাহার উৎপত্তি দোজখের তলদেশে আর উহার উপরিভাগ ঠিক যেন সর্পের ফণা। (সূরা ঃ আছ ছফফাত, আয়াত ঃ ৬৪-৬৫)

৯. দোজখীদেরকে পচা দুর্গন্ধময় ঠাণ্ডা গাচ্ছাক পান করিতে দেওয়া হইবে

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ (سورة النبا : ٢٥-٢٤)

অর্থ ঃ তাহারা উক্ত দোজখ সমূহে ভীষণ গরম পানি এবং গাচ্ছাক ব্যতীত অন্য কোন ঠাণ্ডা জিনিস অথবা পানীয় দ্রব্য পান করিতে পারিবে না। (সূরা ঃ নাবা, আয়াত ঃ ২৪-২৫)

১০. দোজখীদেরকে "মৃত্যুর বিভীষিকা" আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে

مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ﴿١٦﴾ يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ﴿١٧﴾ (سورة ابرهيم : ١٧-١٦)

অর্থ ঃ সেই দোজখবাসীদেরকে পুঁজ বিগলিত পানি পান করানো হইবে যাহা তাহারা ঘোট ঘোট করিয়া পান করিতে থাকিবে এবং ভীষণ কষ্টেই তাহাদের পেটের ভিতর প্রবেশ করিবে। আর চতুর্দিক হইতে মৃত্যুর বিভীষিকা তাহাদেরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে অথচ তাহাদের কোন মৃত্যু হইবে না। (সূরা ঃ ইব্রাহীম, আয়াত ঃ ১৬-১৭)

১১. উত্তপ্ত পানি দোজখীদের নাড়িভুড়িসমূহকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিবে

كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِى النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ۝١٥

(سورة محمد : ١٥)

অর্থ ঃ মুত্তাকীরা কি তাহাদের ন্যায়, যাহারা দোজখে স্থায়ী হইবে এবং তাহাদেরকে এইরূপ (ফুটন্ত) পানি পান করানো হইবে যাহা তাহাদের নাড়িভুড়ি সমূহকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিবে। (সূরা ঃ মুহাম্মাদ, আয়াত ঃ ১৫)

১২. দোজখীরা তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পানির জন্য ছটফট করিতে থাকিবে

وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۝٢٩ (سورة الكهف : ٢٩)

অর্থ ঃ যখন তাহারা তৃষ্ণার্ত অবস্থায় অস্থির হইয়া ছটফট করিবে ও পানির জন্য আর্তনাদ করিতে থাকিবে তখন তাহাদেরকে এরকম গরম পানি দেওয়া হইবে যাহা তৈলের গাদের মত হইবে ও উহা তাহাদের মুখমণ্ডলকে জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দিবে। ওহঃ উহা কত নিকৃষ্ট পানীয়। (সূরা ঃ আল কাহাফ, আয়াত ঃ ২৯)

১৩. উত্তপ্ত পানিতে দোজখীদের চর্মসমূহ গলিয়া যাইবে

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ۝١٩ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ۝٢٠ (سورة الحج : ٢٠-١٩)

অর্থ ঃ তাহাদের মাথার উপর ভীষণ উত্তপ্ত পানি ঢালিয়া দেওয়া হইবে যাহার দরুণ উহাদের পেটের ভিতরের যাবতীয় পদার্থ এবং শরীরের চর্মসমূহ গলিয়া যাইবে। (সূরা ঃ আল হাজ্জ, আয়াত ঃ ১৯-২০)

১৪. দোজখের ফেরেশ্‌তা উপহাস করিয়া বলিবে, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের স্বাদ গ্রহণ করিতে থাক

وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ق وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٢٢﴾ (سورة الحج : ٢٢-٢١)

অর্থ ঃ এবং দোজখীদেরকে শাস্তি দিবার জন্য লোহার গুর্জসমূহ রহিয়াছে। যখন তাহারা কঠিন আজাব হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিবে, তখন ফেরেশতাগণ তাহাদেরকে ধাক্কা দিয়া পুনরায় উক্ত আজাবের মধ্যে লিপ্ত করাইয়া দিবে এবং উপহাস করিয়া বলিতে থাকিবে, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের স্বাদ গ্রহণ করিতে থাক। (সূরা ঃ আল হাজ্জ্ব, আয়াত ঃ ২১-২২)

১৫. দোজখীদের চর্মসমূহ খসিয়া পড়িলে সেইখানে নতুন চর্ম তৈয়ার করিয়া দেওয়া হইবে

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ﴿٥٦﴾

(سورة النساء : ٥٦)

অর্থ ঃ যখন তাহাদের (দোজখীদের) শরীরের চর্মসমূহ (আগুনে) জ্বলিয়া খসিয়া পড়িবে তখনই আমি (আল্লাহ) সেইখানে নতুন চর্ম তৈয়ার করিয়া দিব, এভাবেই বারংবার দোজখীরা শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। (সূরা ঃ আন নিসা, আয়াত ঃ ৫৬)

১৬. পাপীষ্ঠ শয়তান দোজখীদেরকে বলিবে তোমরা নিজেদের আত্মাকেই ধিক্কার দাও

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ

دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِىْ ج فَلَا تَلُوْمُوْنِىْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِىَّ ط اِنِّىْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ط اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٢﴾ (سورة ابرهيم : ٢٢)

অর্থ ঃ হে পাপীষ্ঠগণ! আমার প্রতি কটুক্তি করা তোমাদের কিছুতেই সমীচীন নহে। কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সাথে সঠিক অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং আমিও তোমাদের সাথে কিছুটা অঙ্গীকার করিয়াছি। তবে আমি আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছি, কিন্তু জানিয়া রাখিবে যে, তোমাদের উপর আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না। আমি শুধু মাত্র তোমাদিগকে অন্যায়ের পথে আহ্বান করিয়াছি। তোমরা তাহাতে সাড়া দিয়াছ। এখন আমাকে অভিশম্পাত করিয়া তোমাদের কি লাভ হইবে, তোমরা নিজেদের আত্মাকেই ধিক্কার দাও। আজ আমিও তোমাদের সাহায্যকারী নই। তোমরাও আমার সাহায্যকারী নও। (সূরা ঃ ইব্রাহীম, আয়াত ঃ ২২)

১৭. দোজখীরা, তাহাদেরকে বিপথে পরিচালনাকারীদেরকে প্রশ্ন করিবে

اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ ط

(سورة ابرهيم : ٢١)

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে অনুসরণ করিয়াছিলাম। অদ্য কি তোমরা, আমাদের উপর হইতে আল্লাহ তা'আলার কঠিন আজাবকে বিন্দুমাত্র ও লাঘব করিতে সক্ষম? (সূরা ঃ ইব্রাহীম, আয়াত ঃ ২১)

১৮. দোজখীদেরকে বিপথে পরিচালনাকারীরা বলিবে, অদ্য আমাদের ও তোমাদের কাহারও কোন রক্ষা নাই

قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ط سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿٢١﴾ (سورة ابرهيم : ٢١)

অর্থ ঃ তাহারা বলিবে তোমাদিগকে আমরা কি রক্ষা করিব? আজ আমাদেরও উপায় নাই। যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে হেদায়েত করিতেন, আমরা তোমাদিগকে সরল পথে চালিত করিতাম। আজ আমরা ধৈর্যাবলম্বন করি অথবা অধৈর্য হইয়া ছটফট করিতে থাকি, সবই আমাদের পক্ষে সমান কারণ আমাদের কোন রক্ষা নাই। (সূরা ঃ ইব্রাহীম, আয়াত ঃ ২১)

১৯. দোজখীরা দোজখের প্রহরীদের প্রতি আবেদন করিবে

ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾ (سورة المؤمن : ٤٩)

অর্থ ঃ হে দোজখের প্রহরীগণ! আপনারা আপন প্রতিপালকের নিকট আবেদন করুন, তিনি যেন কোন একদিন আমাদের শাস্তিকে (একটু) হাল্‌কা করিয়া দেন। (সূরা ঃ আল মু'মিন, আয়াত ঃ ৪৯)

২০. দোজখের প্রহরীগণ বলিবে তোমার নিকট কি আল্লাহ তায়ালার নবীগণ অকাট্য প্রমাণাদি নিয়া আসেন নাই

قَالُوْا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ط (سورة المؤمن : ٥٠)

অর্থ ঃ (দোজখের প্রহরীগণ বলিবে) তোমাদের নিকট কি আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবীগণ অকাট্য প্রমাণাদি নিয়া আসেন নাই? এবং তাঁহারা কি তোমাদিগকে দোজখের আজাব হইতে মুক্তি পাইবার পথ দেখাইয়া দেন নাই? (সূরা ঃ আল মু'মিন, আয়াত ঃ ৫০)

২১. দোজখীরা, দোজখের প্রহরীদের সর্দার মালেক ফেরেশতাকে বলিবে

وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ط قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ﴿٧٧﴾ (سورة الزخروف : ٧٧)

অর্থ ঃ হে মালেক ফেরেশ্‌তা! আপনি আপন প্রতিপালকের দরবারে প্রার্থনা করুন, তিনি যেন মৃত্যু দিয়া আমাদের শাস্তির অবসান করিয়া দেন। (সূরা ঃ যুখরুফ, আয়াত ঃ ৭৭)

২২. দোজখীরা শেষ পর্যন্ত সরাসরি আল্লাহকে বলিবে মেহেরবানী করিয়া আমাদেরকে দোজখের অগ্নি হইতে রক্ষা করুন

قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ۝١٠٦ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ۝١٠٧ (سورة المؤمنون : ١٠٧-١٠٦)

অর্থ ঃ হে আমাদের পরওয়ারদেগার! যথাযথই আমাদের দুর্ভাগ্য ও বদবখ্‌তি আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল এবং আমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম। হে প্রতিপালক! আপনি মেহেরবানী করিয়া আমাদিগকে এই দোজখের ভীষণ অগ্নি হইতে রক্ষা করুন। অতঃপর যদি কখনও আমরা ঐরূপ গর্হিত কাজ করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা জালেম ও অত্যাচারী সাব্যস্ত হইব। (সূরা ঃ মু'মিনুন, আয়াত ঃ ১০৬, ১০৭)

২৩. আল্লাহ তায়ালা দোজখীদের বলিবেন অনন্তকাল এই অভিশাপে লিপ্ত থাক

اِخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ۝١٠٨ (سورة المؤمنون : ١٠٨)

অর্থ ঃ অনন্তকাল যাবৎ এই অভিশাপে লিপ্ত থাক এবং আমার সহিত কোন বাক্যালাপ করিও না। (সূরা ঃ মু'মিনুন, আয়াত ঃ ১০৮)

২৪. তাহাদের অন্তর আছে অথচ তাহারা বুঝে না, চক্ষু আছে অথচ দেখে না, কর্ণ আছে অথচ শুনে না

وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۫ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۫ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝١٧٩

(سورة الاعراف : ١٧٩)

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমরা (আমি) দোজখের জন্য এইরূপ বহু সংখ্যক জ্বিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছি যাহাদের অন্তর আছে অথচ তাহারা বুঝে না এবং যাহাদের চক্ষু আছে অথচ তাহারা দেখে না এবং যাহদের কর্ণ আছে অথচ তাহারা শুনে না, উহারা পশুর সমতুল্য বরং তার চেয়েও অধম! উহারাই প্রকৃত গাফেল। (সূরা ঃ আরাফ, আয়াত ঃ ১৭৯)

২৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না

رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝ (سورة ال عمرن : ٩)

অর্থ ঃ বলুন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি মানব জাতিকে একদিন একত্রে সমবেত করিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। (সূরা ঃ আলে ইমরান, আয়াত ঃ ৯)

২৬. জাহান্নামীদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না এবং তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ ۝ وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ؕ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ۝

অর্থ ঃ ৩৬. আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং

তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। ৩৭. সেখানে তারা আর্ত চীৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে, আমরা সৎকাজ করব পূর্বে যা করতাম, তা করব না। আল্লাহ বলবেন আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে সর্তককারীও আগমন করেছিল। অতএব আস্বাদন কর। জালেমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই। (৩৫ সূরা আল ফাতির ঃ আয়াত ৩৬-৩৭)

২৭. দোজখীদের ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۝ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۝

অর্থ ঃ ১. আপনার কাছে আচ্ছন্নকারী কেয়ামতের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? ২. অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে বিনীত, অবনমিত ৩. ক্লিষ্ট ক্লান্ত। ৪. তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে। ৫. তাদেরকে ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে। ৬. কন্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্যে কোন খাদ্য নেই। (৮৮ সূরা গাশিয়াহ ঃ আয়াত ১-৬)

২৮. জাহান্নামীরা বলবে, আমরা যদি শুনতাম বা বুদ্ধি খাটাতাম

قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ۝ وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝

অর্থ ঃ ৯. তারা বলবে ঃ হাঁ আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অতঃপর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ আল্লাহ তাআলা

কোন কিছু নাযিল করেননি। তোমরা মহাবিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ। ১০. তারা আরও বলবে ঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না। ১১. অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্নামীরা দূর হোক। (৬৭ সূরা আল মূলক ঃ আয়াত ৯-১১)

২৯. যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম

وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ كُلَّمَاۤ اَرَادُوْۤا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَاۤ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿۲۰﴾

অর্থ ঃ ২০. পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের যে আযাবকে মিথ্যা বলতে, তার স্বাদ আস্বাদন কর। (৩২ সূরা সাজদা ঃ আয়াত ২০)

৩০. তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ﴿٧﴾ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾

অর্থ ঃ ৬. তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, ৭. অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিব্য-প্রত্যয়ে, ৮. এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (১০২ সূরা তাকাসুর ঃ আয়াত ৬-৮)

৩১. পাপিষ্ঠ শয়তান দোজখীদেরকে বলবে তোমরা নিজেদের আত্মাকেই ধিক্কার দাও

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِىَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ

وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ۚ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۚ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ۚ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ۚ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٢﴾

অর্থ ঃ ২২. যখন বিচার কার্য সম্পন্ন হবে, তখন শয়তান বলবে আল্লাহ তো তোমাদেরকে ওয়াদা করেছিলেন সত্য ওয়াদা। আমিও তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলাম কিন্তু তা ভংগ করেছি তোমাদের উপর আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না। আমি শুধু মাত্র তোমাদেরকে অন্যয়ের পথে আহ্বান করেছি। তোমরা তাতে সাড়া দিয়েছ। এখন আমাকে অীভশম্পাত করে তোমাদের কি লাভ হবে, তোমরা নিজেদের আত্মাকেই ধিক্কার দাও। আজ আমিও তোমাদের সাহায্যকারী নই। তোমরাও আমার সাহায্যকারী নও। তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহর সহিত শরীক করেছিলে আমি তা অস্বীকার করছি। যালিমদের জন্যে তো ভয়ংকর শাস্তি রয়েছে। (১৪ সূরা ইবরাহীম ঃ আয়াত ২২)

৩২. দোজখীদেরকে বিপথে পরিচালনাকারীরা বলবে, অদ্য আমাদের ও তোমাদের কারো কোন রক্ষা নেই

قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ۚ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿٢١﴾

অর্থ ঃ ২১. তারা বলবে ঃ যদি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেদায়েত করতেন, আমরা তোমাদেরকে সরল পথে চালিত করতাম। আজ আমরা ধৈর্যাবলম্বন করি অথবা অধৈর্য হয়ে ছটফট করতে থাকি, সবই আমাদের পক্ষে সমান। কারণ আমাদের কোন রক্ষা নাই। (১৪ সূরা ইবরাহীম ঃ আয়াত ২১)

৩৩. তাদের অন্তর আছে অথচ তারা বুঝে? না, চক্ষু আছে অথচ দেখে না, কর্ণ আছে অথচ শুনে না

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾

অর্থ ঃ ১৭৯. নিশ্চয়ই আমি দোজখের জন্যে এরূপ বহু সংখ্যক জ্বিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি যাদের অন্তর আছে অথচ তারা বুঝে না এবং যাদের চক্ষু আছে অথচ তারা দেখে না এবং যাদের কর্ণ আছে অথচ তারা শুনে না। তারা পশুর সমতুল্য বরং তার চেয়েও অধম! তারাই প্রকৃত গাফেল। (৭ সূরা আরাফ ঃ আয়াত ১৭৯)

৩৪. বলা হবে বহন শাস্তি আস্বাদন কর

يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾

অর্থ ঃ ২০. তাদের পেটে যা আছে, তা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে। ২১. তাদের জন্যে আছে লোহার হাতুড়ি। ২২. তারা যখনই যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। বলা হবে ঃ দহনশাস্তি আস্বাদন কর। ২৩. নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন উদ্যানসমূহে, যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ

প্রবাহিত হবে। তাদেরকে তথায় স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমী। (২২ সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ২০-২৩)

৩৫. বলা হবে “এই সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٣﴾ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٤﴾ اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿١٥﴾ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْلَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾

অর্থ ঃ ১৩. যেদিন তোমাদেরকে জাহান্নামের অগ্নির দিকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে। ১৪. এবং বলা হবে ঃ এই সেই অগ্নি, যাকে তোমরদা মিথ্যা বলতে, ১৫. এটা কি জাদু, না তোমরা চোখে দেখছ না? ১৬. এতে প্রবেশ কর অতঃপর তোমরা সবর কর অথনা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রল্ডিল দেয়া হবে। (৫২ সূরা আত-তূর ঃ আয়াত ১৩-১৬)

৩৬. আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেন

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِىَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾

অর্থ ঃ ৪৯. তুমি ঐদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃংখলাবদ্ধ দেখবে। ৫০. তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে। ৫১. যাতে আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেন। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (১৪ সূরা ইবরাহীম ঃ আয়াত ৪৯-৫১)

অষ্টম অধ্যায়
দোয়া

ক্ষমা করুন

১. হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۪ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٨﴾

অর্থ ঃ ১২৮. পরওয়ারদেগার! আমাদের উভয়কে তোমর অনুগত, আত্মসমর্পিত কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদের হজ্জের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী, দয়ালু। (২ সূরা আল বাকারা ঃ আয়াত ১২৮)

কল্যাণ দিন

২. হে আল্লাহ আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

অর্থ ঃ ২০১. আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে- হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দুনিয়াতে এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও। (২ সূরা আল বাকারা ঃ আয়াত ২০১)

দয়া করুন

৩. হে আল্লাহ! আমাদেরকে দয়া কর তুমিই মহান দাতা

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

অর্থ ঃ ৮. হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনে প্রবৃত্ত করোনা এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছুই দাতা। (৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ৮)

অপরাধী করবেন না

৪. হে আল্লাহ আমাদেরকে অপরাধী করো না

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ٚ وَاغْفِرْ لَنَا ٚ وَارْحَمْنَا ٚ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝٢٨٦

অর্থ ঃ ২৮৬. হে আমাদের পালনকর্তা! যদি তোমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! আমাদের উপর ঐ বোঝা চাপিয়ে দিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু! সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। (২ সূরা আল বাকারা ঃ আয়াত ২৮৬)

জাহান্নাম থেকে বাঁচান

৫. হে আল্লাহ! আমাদেরকে দোযখের আজাব থেকে রক্ষা কর

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝١٦

অর্থ ঃ ১৬. (যারা বলে) হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দাও আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ১৬)

৬. হে আল্লাহ আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা কর

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹۱﴾

অর্থ ঃ ১৯১. যাঁরা দাঁড়িয়ে বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টি বিষয়ে, তারা বলে, পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদেরকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। (৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ১৯১)

৭. হে আল্লাহ আমাদের জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿۶۳﴾ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿۶۴﴾ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿۶۵﴾

অর্থ ঃ ৬৩. রহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে সালাম। ৬৪. এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে; ৬৫. এবং যারা বলে, হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছে থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ। (২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ৬৩-৬৫)

৮. হে আল্লাহ আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরীত কর

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

অর্থ ঃ ৬৫. (এবং যারা বলে), হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয়ই এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ। (২৫ সূরা আল ফুরকান ঃ আয়াত ৬৫)

মন্দকাজ থেকে বাঁচান

৯. হে আল্লাহ আমাদের থেকে মন্দ কার্যগুলি দূরীভূত কর

رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

অর্থ ঃ ১৯৩. হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা। অতঃপর আমাদের সকল গোনাহ মাফ কর এবং আমাদের দোষক্রুটি দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে। (৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ১৯৩)

১০. হে আল্লাহ কিয়ামতের দিন আমাদেরকে অপমানিত করো না

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿١٩٤﴾

অর্থ ঃ ১৯৪. হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দাও, যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তুমি অপমানিত করো না। নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা খেলাফ কর না। (৩ সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ১৯৪)

জীবিকা দান করুন

১১. হে আল্লাহ আমাদেরকে জীবিকা দান কর

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿١١٤﴾

অর্থ ঃ ১১৪. ঈসা ইবনে মরিয়ম বললেন ঃ হে আল্লাহ, আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করুন। তা আমাদের জন্যে অর্থাঃ আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্যে আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদেরকে রুযী দিন। আপনিই শ্রেষ্ঠ রুযীদাতা। (৫ সূরা আল মায়িদা ঃ আয়াত ১১৪)

ধৈর্য দান করুন

১২. হে আল্লাহ আমাদের জন্য ধৈর্য্যের দ্বার খুলে দাও

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۚ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿١٢٦﴾

অর্থ ঃ ১২৬. (বস্তুতঃ আমাদের সাথে তোমার শত্রুতা তো এ কারণেই যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের পরওয়ারদেগারদের নিদর্শনসমূহের প্রতি যখন তা আমাদের নিকট পৌঁছেছে।) হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমাদের জন্য ধৈর্য্যের দ্বার খুলে দাও এবং আমাদেরকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দান কর। (৭ সূরা আল আরাফ ঃ আয়াত ১২৬)

প্রার্থনা কবুল কর

১৩. হে আল্লাহ আমাদের প্রার্থনা কবুল কর

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

অর্থ ঃ ৪০. হে আমার পালনকর্তা, আমাকে নামাজ কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা এবং কবুল করুন আমাদের দোয়া। ৪১. হে আমাদের পালনকর্তা আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে। (১৪ সূরা আল ইব্রাহীম ঃ আয়াত ৪০-৪১)

সরল পথ দেখাও

১৪. হে আল্লাহ আমাদের সরল সঠিক পথে পরিচালিত কর

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٥﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿٦﴾ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾

অর্থ ঃ ৫. হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, ৬. সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। ৭. তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। (১ সূরা ফাতিহা ঃ আয়াত ৫-৭)

তুমি শ্রেষ্ঠ দয়ালু

১৫. হে আল্লাহ তুমিতো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু

اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾

অর্থ ঃ ১০৯. (আমার বান্দাদের এক দলে বলত) ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (২৩ সূরা আল মুমিনুন ঃ আয়াত ১০৯)

তওবা কবুল কর

১৬. হে আল্লাহ আমরা নিজেদেগর প্রতি অন্যায় করেছি

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۫ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝٢٣

অর্থ ঃ ২৩. (তারা উভয়ে বলল) ঃ হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। (৭ সূরা আল আরাফ ঃ আয়াত ২৩)

১৭. হে আল্লাহ যারা তওবা করে তাদেরকে তুমি ক্ষমা কর

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝٧

অর্থ ঃ ৭. (যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার সব প্রশংসা পবিত্রতা বর্ণনা করে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে) হে আমাদের পালনকর্তা, আপনা রহরমত ও জ্ঞান সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত। অতএব, যারা তওবা করে এবং আপনার সাথে চলে, তাকেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (৪০ সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ৭)

জান্নাত দান কর

১৮. হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِۨ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۭ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٨ وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ۭ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ۭ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٩

অর্থ ঃ ৮. হে আমাদের পালনকর্তা! আর তাদেরকে দাখিল করুন চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৯. এবং আপনি তাদেরকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন। আপনি যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি অনুগ্রহই করবেন। এটাই মহাসাফল্য। (৪০ সূরা আল মুমিন ঃ আয়াত ৮-৯)

পরীক্ষা নিও না

১৯. হে আল্লাহ আমাদেরকে পরীক্ষার পাত্র করো না

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٥

অর্থ ঃ ৫. হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৬০ সূরা আল মুমতাহিনা ঃ আয়াত ৫)

তুমি মিমাংসাকারী

২০. হে আল্লাহ তুমিই মিমাংসাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِىْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا ؕ وَمَا يَكُوْنُ لَنَاۤ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَاۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَاۤءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؕ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ؕ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ۝٨٩

অর্থ ঃ ৮৯. আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদকারী হয়ে যাব যদি আমরা তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি, অথচ তিনি আমাদেরকে এ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আমাদের কাজ নয় এ ধর্মে প্রত্যাবর্তন করা, কিন্তু আমাদের প্রতিপালক

আল্লাহ যদি চান। আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহর প্রতিই আমরা ভরসা করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন যথার্থ ফয়সালা। আপনিই শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী। (৭ সূরা আল আরাফ ঃ আয়াত ৮৯)

২১. হে আল্লাহ তুমি তো জান যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি

رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِىْ وَمَا نُعْلِنُ ؕ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ﴿٣٨﴾

অর্থ ঃ ৩৮. হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি তো জানেন আমরা যা কিছু গোপনে করি এবং যা কিছু প্রকাশ্যে করি। আল্লাহর কাছে পৃথিবীতে ও আকাশে কোন কিছুই গোপন নয়। (১৪ সূরা আল ইবরাহীম ঃ আয়াত ৩৮)

দোয়াকারীদের জন্য দোয়া

২২. আর তোমাদেরকে যদি কেউ দোয়া করে, তাহলে তোমরাও তার জন্য দোয়া কর

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيْتًا ﴿٨٥﴾ وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَسِيْبًا ﴿٨٦﴾

অর্থ ঃ ৮৫. যে লোক সৎকাজের জন্য কোন সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্যে সে তার বোঝারও একটি অংশ পাবে। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল। ৮৬. আর তোমাদেরকে যদি কেউ দোয়া করে, তাহলে তোমরাও তার জন্য দোয়া কর; তার চেয়ে উত্তম দোয়া অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী। (৪ সূরা আন নিসা ঃ আয়াত ৮৫-৮৬)

নবম অধ্যায়

দোয়ার তাৎপর্য

পরকালে বিশ্বাসী মু'মিন তাহার জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সর্ব বিষয়ে আল্লাহর দরবারে মাথা নত করিবে। বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ব্যবসা-বাণিজ্য, মাল-দৌলত, মান-ইজ্জত, সন্তান-সন্তুতি, মোট কথা সে সর্ব বিষয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে। এটাই আল্লাহ রব্বুল আলামীন পছন্দ করিয়া থাকেন। এই জগতের কানুন হইল এই যে যদি কেহ কাহারো নিকট কিছু চায় তবে হয় অসন্তুষ্ট। আর মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর নিকট কিছু চাহিলে তিনি হন সন্তুষ্ট।

দোয়ার বরকতে মানুষ পাপ হইতে তাওবা করিয়া পাপমুক্ত হইয়া আল্লাহর মকবুল বান্দার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় এবং তাহার দরজা বুলন্দি হয়।

আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন–

فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْلِىْ وَلَاتَكْفُرُوْنَ–

উচ্চারণ ঃ ফায কুরূনী আয-কুর্‌কুম ওয়াশকুরূলী ওয়ালা তাক ফুরূন।

অর্থ ঃ হে আমার বান্দারা, তোমরা আমাকে স্মরণ করিও আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব। আর আমার নেয়ামতের শোকর আদায় করিও এবং নাফলমানী করিও না। অপর এক আয়াতে আল্লাহপাক এরশাদ করিয়াছেন–

اُدْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ –

উচ্চারণ ঃ উদ্‌ ঊনী আস্তাজিব লাকুম।

অর্থ ঃ তোমরা আমাকে ডাকিও; আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।

আল্লাহপাক আরও এরশাদ করিয়াছেন–

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ –

উচ্চারণ ঃ আল্লাযিনা ইয়াজ কুরূনাল্লাহা কিয়ামাও ওয়াকুঊ দাউ ওয়া আলা জুনুবিহিম।

অর্থ ঃ যাহারা দাঁড়ানো এবং বসা অবস্থায় ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে তাহারাই জ্ঞানী।

দোয়ার শ্রেষ্ঠ সময়সমূহ

১. ফজর নামাজের পরক্ষণে। (তিরমিযী)

২. সেজদার হালাতে। (মিশকাত)

৩. শবে কদর, শবে বরাত ও দুই ঈদের রাত্রে। (আবু দাউদ)

৪. হজ্জের রাত্রে। (আবু দাউদ)

৫. আযানের সময় (আবু দাউদ, তিরমিযী)

৬. আযানের পর হইতে নামাজের মধ্যবর্তী সময়। (তিরমিযী)

৭. জুমআর খোৎবা হইতে নামাজের শেষ সময় পর্যন্ত। (মুসলিম)

৮. জুমআর দিন আসরের পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তিরমিযী)

৯. জিহাদের ময়দানে ভীষণ লড়াই চলার সময়ে। (আবু দাউদ)

১০. শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদ নামাজের পর। (মিশকাত)

১১. শেষ রাত্রে বিশেষত জুমআর রাত্রিতে। (তিরমিযী)

আল্লাহর দরবারে দোয়া কবুল হইবার শর্ত

ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, দোয়া একটি শ্রেষ্ঠ ইবাদত। হাদীসে দোয়াকে ইবাদতের মগজ বলা হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের অধিকাংশ দোয়া হয়ত বা এই জন্য আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না যে, দোয়া কবুলের যেই সমস্ত শর্তাবলী রহিয়াছে উহা আমরা না জানার কারণে এই রূপ হইয়া থাকে। তাই নিম্নে দোয়াসমূহ কবুল হইবার যেই সমস্ত শর্তাবলী রহিয়াছে উহা উল্লেখ করিতেছি।

মানুষ যত বড় গোনাহগার হউক না কেন আল্লাহর রহমত হইতে নৈরাশ হওয়ার কোন কারণ নাই। তাঁহার রহমত হইতে একমাত্র শয়তানই নৈরাশ হইয়া

থাকে। দোয়ার সময় আল্লাহর রহমতের উপর অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া দোয়া আরম্ভ করিতে হইবে। যেই ব্যক্তির ঈমান যত দৃঢ় হইবে সেই ব্যক্তির দোয়াও ইনশাআল্লাহ তত দ্রুত কবুল হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আল্লাহপাক এরশাদ করিয়াছেন– لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর রহমত হইতে নৈরাশ হইও না।

হালাল কামাই খাইতে হইবে নতুবা দোয়া কবুল হইবে না। প্রিয় নবী (সা.) এরশাদ করিয়াছেন, যে পর্যন্ত মানুষের খাদ্য হালাল না হইবে সেই পর্যন্ত তাহার দোয়া আল্লাহপাক কবুল করিবেন না। অর্থাৎ হারাম মালের ভোজনকারীর দোয়া কবুল করা হইবে না।

দোয়া করিবার সময় হুজুরিয়ে কলব হওয়া অর্থাৎ পরিপূর্ণ ইখলাস ও আন্তরিকতার সহিত দোয়া করিতে হইবে। ইহা বহু পরিক্ষিত যে, দোয়ার সময় তাওয়াজ্জুহের সহিত যেই দোয়া করা হইয়া থাকে উহা কবুল হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যেই দোয়া একাগ্রতা ও নম্রতার সহিত না হইয়া বরং লোক দেখানো দোয়া হয় উহা কবুল করা হয় না।

দোয়া সংক্রান্ত একটি ঘটনা উল্লেখ করার মত তাহা এই যে, কোন এক ব্যক্তি হযরত রাবেয়া বসরী (র.) কে জিজ্ঞাসা করিল যে, আমার জন্য রহমতের দরজা কখন খোলা হইবে? এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, “আমিত তোমাকে বড় জ্ঞানী-গুণী মনে করিতাম এখন দেখিতেছি তুমি বড় অজ্ঞ! আরে আল্লাহর রহমতের দরজা কখনই বন্ধ হয় নাই। উহা সর্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে।

দোয়া কবুলের আরেকটি শর্ত এই যে, “আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার হওয়া।” অর্থাৎ মানুষকে ন্যায়ের প্রতি আহ্বান করা ও অন্যায় হইতে বারণ করা। হাদীসে উল্লেখ আছে, মানুষ যখন ন্যায়ের প্রতি আহ্বান করা আর অন্যায় কাজ হইতে মানুষকে বারণ না করিবে তখন কাহারও দোয়া কবুল হইবে না।

দোয়া কবুল হইবার পথে বাধা

আমাদের মাঝে এমন কিছু পাপ কার্য রহিয়াছে যাহা করিতে থাকিলে দোয়া কবুল হইবে না। হারাম খাদ্য ভোজন করা, অবৈধ পথে উপার্জিত সম্পদ খাওয়া বা হারাম কোন বস্তু ভক্ষণ করা। দোয়া কবুল হওয়ার ব্যপারে সন্দিহান থাকা। দোয়া কবুলের ব্যপারে তাড়াহুড়া করা। অন্যমনষ্ক হইয়া দোয়া করা। অতীত কৃত পাপ কার্যের জন্য আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত না হওয়া।

অহংকারমুক্ত না হইয়া দোয়া করা। ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় হইতে বিরত না থাকা। মন্ত্র-যাদু বান টোনা ইত্যাদি পেশা গ্রহণ করা। পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া ও তাদেরকে কষ্ট দেওয়া। কাহারও উপর অত্যাচার করা।

আল-কুরআনে বর্ণিত নবী (আ.) গণের দোয়া

হযরত আদম (আ.)-এর দোয়া

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا سكتة وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۞

উচ্চারণ ঃ রব্বানা যলামনা- আংফুসানা ওয়া ইললাম তাগফিরলানা ওয়া তার্‌হাম্‌না লানা কূনান্না মিনাল্‌ খ-সিরীন।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি; এখন তুমি যদি আমাদিগকে ক্ষমা না কর এবং রহমত না কর, তবে আমরা নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যাব। (সূরা আরাফ, আয়াত ঃ ২৩)

হযরত নূহ (আ.)-এর দোয়া

رَبِّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَسْئَلُكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِىْ وَتَرْحَمْنِىْ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ۞

উচ্চারণ ঃ রব্বি ইন্নী আঊ'যুবিকা আন্ আস্‌য়ালুকা মা- লাইসা লী-বিহী ইলমুন্ ওয়া ইল্লা তাগ্‌ফির্ লী ওয়া তারহামনী আকুম্ মিনাল্ খ-ছিরী-ন।

অর্থ ঃ হে আমার রব! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই সেই বিষয় তোমার নিকট প্রার্থনা করা হতে, যে বিষয় আমার অজানা। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা ও দয়া না কর, তবে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো। (সূরা হূদ, আয়াত ঃ ৪৭)

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۞

উচ্চারণ ঃ রব্বানা আলাইকা তাওয়াককালনা ওয়া ইলাইকা আনাবনা ওয়া ইলাইকাল মাছী-র।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু! তোমার উপরই আমরা নির্ভর করেছি, আর তোমার দিকেই আমরা প্রত্যাবর্তন করেছি এবং তোমার কাছেই আমাদিগকে ফিরে যেতে হবে। (সূরা মুমতাহিনা)

সন্তান-সন্তুতি ও পিতা মাতার জন্য ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ۞

উচ্চারণ ঃ রব্বিজ্ আলনী মুক্বী-মাছ্ ছলা-তি ওয়া মিং যুর্‌রিয়্যাতী রব্বানা ওয়া তাক্বব্বাল দুআ'ই।

অর্থ ঃ হে আমার রব! আমাকে নামায ক্বায়েমকারী বানাও, আর আমার সন্তানদের মধ্য হতেও। হে আমার প্রভু! আমার দোয়া কবুল কর। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত ঃ ৪০)

হযরত আইয়ুব (আ.)-এর দোয়া

اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ۞

উচ্চারণ ঃ আন্নী মাছান্নানিয়াদ্দুররূ আন্তা আর হামুর রাহিমীন।

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমিতো দুঃখ কষ্টে পড়েগেছি, তুমি দয়াবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত ঃ

হযরত লূত (আ.)-এর দোয়া

رَبِّ انْصُرْنِىْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

উচ্চারণ ঃ রব্বিনসুরনী আলাল ক্বাওমিল মুফসিদী-ন।

অর্থ ঃ হে আমার প্রভু! এই বিপর্যয়কারী লোকদের মোকাবিলায় তুমি আমাকে সাহায্য কর। (সূরা আনকাবুত, আয়াত ঃ ৩০)

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দোয়া

رَبِّ اَوْزِعْنِىْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ۝١٩

উচ্চারণ ঃ রব্বি আওযি'নী আন্ আশকুরা নি'মাতাকাল্লাতি আনআম'মতা আলাইয়্যা ওয়া আ'লা ওয়ালিদাইয়্যা ওয়া আন্ আমালা ছ্বা-লিহান্ তারদ্বা-হু ওয়াআদখিলনী বিরহ্‌মাতিকা ফী ইবাদিকাছ ছ্বালিহী-ন।

অর্থ ঃ হে আমার প্রভু! আমাকে শক্তি দান কর। যেন আমি তোমার সেই অনুগ্রহের জন্য শোকর করতে পারি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যেন তোমার পছন্দনীয় সৎকার্য করতে পারি। আর তুমি নিজ করুনায় আমাকে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত কর। (সূরা নামল, আয়াত ঃ ১৯)

হযরত মুসা (আ.)-এর দোয়া

رَبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۝

উচ্চারণ ঃ রব্বি আংযিলনী মুংযালাম্ মুবা-রাকাওঁ ওয়া আংতা খাইরুল মুংযিলী-ন।

অর্থ ঃ হে আমার রব! আমাকে বরকত পূর্ণ স্থানে অবতরণ করাও; তুমিই সর্বোত্তম স্থান দানকারী। (সূরা মুমিনূন, আয়াত ঃ ২৯)

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দোয়া

مَعَذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّىْٓ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ۝

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেছি, তিনি আমার প্রভু! তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে থাকতে দিয়েছেন, সীমালজ্ঘনকারীগণ সফলকাম হয় না। (সূরা ইউসুফ, আয়াত ঃ)

হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ۝

উচ্চারণ ঃ রব্বি হাবলী মিল্লাদুনকা যুর্‌রিয়্যাতান্ ত্বয়্যিবাতান্ ইন্নাকা সামী-উ'দ দুআ'য়ি।

অর্থ ঃ হে আমার রব! তোমার বিশেষ দয়ায় আমাকে সৎ সন্তান দান কর। প্রকৃতপক্ষে তুমিই দোয়া শ্রবণকারী। (সূরা আল-ইমরান, আয়াত ঃ ৩৮)

হযরত ঈসা (আ.)-এর দোয়া

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝

উচ্চারণ ঃ রব্বানা-আ-মান্না বিমা আংযালতা ওয়াত্তাবা'নার রাসূলা ফাকতুবনা মাআশ শাহিদীন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা নাযিল করেছ আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং রাসূলের অনুসরণ করেছি। তুমি আমাদের নাম সাক্ষ্য দাতাদের সঙ্গে লিখে নাও। (সূরা আল ইমরান, আয়াত ঃ ৫৩)

উত্তম চরিত্রের পুত্র পাওয়ার দোয়া

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۞

উচ্চারণ ঃ রব্বি হাব্‌লী মিনাছ্ ছ্বালিহী-ন।

অর্থ ঃ হে আমার রব! আপনি আমাকে একটি সৎপুত্র বখশিশ করুন। (সূরা সফফাত, আয়াত ঃ ১০০)

জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধি হওয়ার দোয়া

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا ۞

উচ্চারণ ঃ রব্বি যিদনী ইলমান।

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার এলেম (বিদ্যা) বাড়িয়ে দাও। (সূরা ত্বা-হা, আয়াত ঃ ১১৪)

উভয় জাহানে কল্যাণ লাভ করার দোয়া

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۞

উচ্চারণ ঃ রব্বানা আতিনা ফিদ্‌দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াক্বিনা আযাবান্নার।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে ইহকালে ও পরকালে কল্যাণ দান কর। এবং জাহান্নামের আজাব হতে আমাদিগকে রক্ষা কর। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ২০১)

উদ্দেশ্য মঞ্জুর করানোর দোয়া

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞

উচ্চারণ ঃ রব্বানা তাক্বাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামীউল আলীম।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদের এই কাজ কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সমস্ত কিছু শুনতে পাও এবং জান। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ১২৭)

কাফির সম্প্রদায়ের উপর বিজয় অর্জনের দোয়া

رَبَّنَآ أَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرًا وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَنَا وَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ

উচ্চারণ ঃ রব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সবরাওঁ ওয়া ছাব্বিত আক্বদামানা ওয়াংছুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর আর কাফের দলের উপর আমাদেরকে বিজয় দান কর।। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ২৫০)

ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া

سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾

উচ্চারণ ঃ সামিনা ওয়া আত্বনা গুফরা-নাকা রব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর।

অর্থ ঃ (হে আল্লাহ!) আমরা শ্রবণ করেছি এবং বাস্তবে মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমার কাছে পাপ মোচনের জন্য প্রার্থনা করি, আর আমাদিগকে তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ২৮৫)

কল্যাণকর সন্তান লাভের দোয়া

رَبَّنَا وَٱجۡعَلۡنَا مُسۡلِمَيۡنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسۡلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبۡ عَلَيۡنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾

উচ্চারণ ঃ রব্বানা ওয়াজআলনা মুসলিমাইনি লাকা ওয়া মিন যুররিয়্যাতিনা উম্মাতাম মুসলিমাতাল্লাকা ওয়া আরিনা মানাসিকানা ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহীম।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! আমাদিগকে তোমার অনুগত বানাও। আমাদের বংশ হতে এমনি একটি দল উত্থিত কর, যারা তোমার অনুগত হবে। আমাদিগকে তুমি তোমার ইবাদতের পন্থা বলে দাও এবং আমাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা কর। তুমি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ১২৮)

মহা প্রভু আল্লাহর রহমত কামনার দোয়া

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاغْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝٢٨٦

উচ্চারণ ঃ রব্বানা লা-তুওআখিযনা ইন নাসীনা আও আখত্বনা রব্বানা ওয়ালা তাহমিল আলাইনা ইছরান কামা হামালতাহূ আলাল্লাযীনা মিং ক্বলিনা, রব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা-লা-ত্বাক্বাতা লানা বিহ্; ওয়াফু আন্না ওয়াগফিরলানা ওয়ারহামনা আংতা মাওলানা, ফাংছুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! ভুল-ভ্রান্তি বশতঃ আমাদের যা কিছু ত্রুটি হয় তার জন্য আমাদিগকে শাস্তি দিয়ো না। হে আমাদের প্রভু! আমাদের প্রতি সেরূপ বোঝা চাপিয়েনা যেরূপ পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি চাপিয়েছিলে। হে আমাদের রব! যে বোঝা বহন করার শক্তি আমাদের নেই, তা আমাদের উপর চাপিয়ো না। আমাদের প্রতি (তোমার) উদারতা দেখাও; আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর; আমাদের প্রতি রহমত বর্ষন কর। তুমিই আমাদের মাওলা ও আশ্রয়দাতা, কাফেরদের বিরুদ্ধে তুমি আমাদিগকে সাহায্য কর। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ২৮৬)

আল্লাহর মহত্ত ও শান উল্লেখ পূর্বক একটি মোনাজাত

رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ -

উচ্চারণ ঃ রব্বানা ইন্নাকা জামিউন নাসি লিইয়াওমিল লা-রইবা ফীহি, ইন্নাল্লাহা, লা- ইয়ুখলিফুল মীআ'দ।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই তুমি একদিন সমস্ত মানুষকে একত্র করবে, যেই দিনের আগমনে কোন রকম সন্দেহ নেই। তুমি কখনই ওয়াদা ভঙ্গ কর না। (সূরা আল-ইমরান ৯ আয়াত)

জাহান্নামের অগ্নি হতে বাঁচার দোয়া

رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

উচ্চারণ ঃ রব্বানা ইন্নানা আ-মান্না ফাগফিরলানা যুনূবানা- ওয়া ক্বিনা আযা-বান্নার।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদিগকে দোযখের অগ্নি হতে বাঁচাও। (সূরা আল-ইমরান, আয়াত ঃ ১৬)

ঈমানদারদের সাথে হাসর হওয়ার দোয়া

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ রব্বানা-আ-মান্না বিমা আংযালতা ওয়াত্তাবানার রাসূলা ফাকতুবনা মাআশ শাহিদীন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা নাযিল করেছ আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং রাসূলের অনুসরণ করেছি। তুমি আমাদের নাম সাক্ষ্য দাতাদের সাথে লিখে নাও। (সূরা আল ইমরান, আয়াত ৫৩)

যে দোয়া পাঠ করলে অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি হবে না

رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ-

উচ্চারণ ঃ রব্বানা লা-তুযিগ কূলুবানা- বাদা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা- মিল্লা দুংকা রহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! যখন আমাদিগকে হেদায়াত দান করেছ, তখন আমাদের অন্তরে কোন প্রকার বক্রতা সৃষ্টি করিও না। আমাদিগকে তোমার তরফ হতে রহমত দান কর, যেহেতু প্রকৃত দাতা তুমিই। (সূরা আল-ইমরান, আয়াত ঃ ৮)

ইসলামের কাজে গাফলতি প্রকাশ পেলে দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٧﴾

উচ্চারণ ঃ রব্বানা গফিরলানা যুনূবানা ওয়া ইসরা-ফানা ফী- আমরিনা ওয়া ছাব্বিত আক্বদা-মানা ওয়াংছুরনা আলাল ক্বাওমিল কা-ফিরীন।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! আমাদের ভুলত্রুটি ও অক্ষমতা ক্ষমা কর। আমাদের কাজে কর্মে তোমার নির্দিষ্ট সীমা যা কিছু লংঘন হয়েছে তা মাফ করে আমাদেরকে পদস্থিতি দাও এবং কাফেরদের মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য কর। (সূরা আল-ইমরান, আয়াত ১৪৭)

কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা হতে বাঁচার দোয়া

رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝ رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۝ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝

উচ্চারণ ঃ রব্বানা ইন্নাকা মান্ তুদ্খিলিন্ নারা ফাক্বাদ্ আখ্যাইতাহূ ওয়ামা লিয্য্বালিমীনা মিন্ আন্ছার। রব্বানা ইন্নানা সামিনা মুনা-দিয়াই ইউনাদী লিল্ ঈমানি আন্ আ-মিনূ বিরব্বিকুম ফাআ-মান্না; রব্বানা মাগ্ফির লানা যুনূ-বানা ওয়া কাফ্ফির আন্না সাইয়্যিআ-তিনা ওয়া তাওয়াফ্ফানা মাআল আবরার। রব্বানা ওয়া আ-তিনা মা ওয়া আত্তানা-আলা রুসুলিকা ওয়ালা তুখযিনা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মী-আ-দ।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছ তাকে বাস্তবিকই বড়ই অপমান করেছ, আর এই যালেমদের কেউ সাহায্যকারী নেই। হে মাবুদ! আমরা একজন আহ্বানকারীর ঈমানের আহ্বান শুনেছি, যে, তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আন। তাই আমরা ঈমান এনেছি। অতএব হে প্রভু! যে অপরাধ আমরা করেছি তা ক্ষমা করে দাও। আমাদের যা কিছু অন্যায় ও দোষ-ত্রুটি রয়েছে তা দূর করে দাও এবং নেক লোকদের সাথে আমাদেরকে মৃত্যু প্রদান কর। হে প্রভু! তুমি তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে যেই ওয়াদা করেছ তা পূর্ণ কর এবং কেয়ামতের দিন আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিও না। নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা ভঙ্গকারী নও। (সূরা আল-ইমরান, আয়াত ১৯২-১৯৪)

যেই দোয়ায় আল্লাহর নেয়ামতের কথা প্রকাশ পায়

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

উচ্চারণ ঃ রব্বানা মা খালাক্বতা হা-যা-বা-তিলান সুবহা- নাকা ফাক্বিনা-আযাবান্নার।

অর্থ ঃ হে প্রভু! এ (দুনিয়ার) সমস্ত কিছু তুমি উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করনি। তুমি উদ্দেশ্যহীন কার্য হতে পবিত্র। অতএব হে প্রভু! জাহান্নামের আযাব হতে আমাদেরকে বাঁচাও। (সূরা আল ইমরান, আয়াত ঃ ১৯১)

অত্যাচারি লোকদের জুলুম হতে বাঁচার দোয়া

رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿٧٥﴾

উচ্চারণ ঃ রব্বানা আখ্‌রিজনা মিন্ হা-যিহিল ক্বার্‌ইয়াতিয যালিমি আহ্‌লুহা ওয়াজ্‌আল লানা- মিল্লাদুংকা ওয়ালিয়্যাওঁ ওয়াজ্‌আল লানা মিল্লাদুংকা নাছী-রা।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই জনপদ হতে বাহির করে নাও; যার অধিবাসীরা অত্যাচারী এবং তোমার তরফ হতে আমাদের জন্য কোন দরদী সাহায্যকারী পাঠাও। (সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৭৫)

মুমিনদের তালিকায় নাম লিখানোর জন্য দোয়া

رَبَّنَا اٰمَنَّا فَكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ –

উচ্চারণ ঃ রব্বানা আ-মান্না ফাকতুবনা মাআশ শা-হিদীনা।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। আমাদের নাম সাক্ষ্যদাতাদের সঙ্গে লিখে নাও। (সূরা মায়িদা, আয়াত ঃ ৮৩)

যালেমদের অন্তর্ভুক্ত না হইবার দোয়া

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ –

উচ্চারণ ঃ রব্বানা লা-তাজ্‌আলনা মাআল ক্বাওমিয যালিমীন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে যালেম লোকদের মধ্যে শামিল করিও না। (সূরা আরাফ, আয়াত ৪৭)

শ্রেষ্ঠ ফায়সালা পাওয়ার জন্য দোয়া

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ রব্বানাফ্তাহ্ বাইনানা- ওয়া বাইনা ক্বাওমিনা বিল হাক্বি ওয়া আংতা খাইরুল ফা-তিহী-ন।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের জাতির লোকদের মাঝে সঠিক ফায়সালা করে দাও; আর তুমিই সর্বোত্তম ফায়সালাকারী। (সূরা আরাফ ৮৯ আয়াত)

ধৈর্য্য ধারণের ক্ষমতা লাভের দোয়া

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ রব্বানা আফরিগ আলাইনা ছবরাওঁ ওয়া তাওয়াফফানা মুসলিমী-ন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে ধৈর্য্য ধারণের ক্ষমতা দাও। আর আমাদিগকে দুনিয়া হতে এমনি অবস্থায় উঠিয়ে নাও, যখন আমরা তোমারই অনুগত। (সূরা আরাফ, আয়াত ১২৬)

সকল বিষয় আল্লাহর নিকট সমর্পণ করিবার দোয়া

رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِىْ وَمَا نُعْلِنُ -

উচ্চারণ ঃ রব্বানা ইন্নাকা তা'লামু মা-নুখফী ওয়া মা-নুলিন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যা গোপন করি, আর প্রকাশ করি, তুমি সবই জান। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত ঃ ৩৮)

কিয়ামতের দিন পিতা মাতা ও সকল মুমিনের মাগফিরাত কামনার জন্য দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ -

উচ্চারণ ঃ রব্বানাগফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়্যা ওয়া লিল মুমিনীনা ইয়াওমা ইয়াক্বমুল হিসাব।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনদিগকে সেই দিবসে ক্ষমা করে দিও, যে দিন হিসাব কার্যকরী হবে। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত ঃ ৪১)

সমস্ত বিষয় সুষ্ঠু ও সঠিকরূপে পাওয়ার দোয়া

رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا-

উচ্চারণ ঃ রব্বানা আ-তিনা মিল্লাদুনকা রহমাতাওঁ ওয়া হাইয়্যি লানা- মিন আমরিনা রাশাদা।

অর্থ ঃ হে আমাদের পরোয়ারদিগার! আমাদিগকে তোমার বিশেষ রহমতের দ্বারা ধন্য কর এবং আমাদের সমস্ত বিষয় সুষ্ঠু ও সঠিকরূপে গড়ে দাও। (সূরা কাহাফ, আয়াত ১০)

ঈমান আনয়নের পর ক্ষমা চাওয়ার দোয়া

رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ রব্বানা আ-মান্না ফাগফিরলানা ওয়ারহাম্না ওয়া আংতা খাইরুর র-হিমীন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদিগকে ক্ষমা করে দাও, আমাদের উপর রহম কর, তুমি সমস্ত রহমকারীদের হতে অতি উত্তম মেহেরবান। (সূরা মুমিনূন, আয়াত ঃ ১০৯)

জাহান্নামের অগ্নী থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا-

উচ্চারণ ঃ রব্বানাছরিফ আন্না আযা-বা জাহান্নামা ইন্না আযাবাহা কানা গারামা।

অর্থ ঃ হে আমাদের রক্ষক! জাহান্নামের আযাব হতে আমাদিগকে রক্ষা কর। তার আযাব তো বড়ই প্রানান্তকরভাবে লেগে থাকে। (সূরা ফুরকান, আয়াত ঃ ৬৫)

স্ত্রী পুত্র ও কন্যাদের জন্য দোয়া

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا۔

উচ্চারণ ঃ রব্বানা হাব্‌লানা মিন আয্‌ওয়াজিনা ওয়া যুর্‌রিয়্যাতিনা কুর্‌রাতা আয়ুনিওঁ ওয়া জাআল্‌না লিল্‌ মুত্তাক্বীনা ইমা-মা।

অর্থ ঃ হে আমাদের পালনেওয়ালা। আমাদের স্ত্রীগণের দ্বারা ও আমাদের সন্তানদের দ্বারা আমাদের চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদিগকে মুত্তাক্বীদের ইমাম বানাও। (সূরা ফুরকান, আয়াত ঃ ৭৪)

মুমিনদের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَاتَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ۔

উচ্চারণ ঃ রব্বানাগফির লানা- ওয়ালি ইখওয়ানিনাল্লাযী-না সাবাকু-না বিল ঈমা-নি ওয়ালা- তাজআল ফী-কুলূ-বিনা গিল্লাল লিল্লাযী-না আ-মানু রব্বানা- ইন্নাকা রউফুর রহীম।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে ও আমাদের সেই সকল ভ্রাতাকে ক্ষমা কর যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর আমাদের অন্তরে মুমিনদের জন্য কোন হিংসা-শত্রুতা রাখিও না। হে আমাদের প্রভু! তুমি অতি অনুগ্রহশীল এবং করুণাময়। (সূরা হাশর, আয়াত ঃ ১০)

কাফের কর্তৃক উৎপীড়িত না হওয়ার দোয়া

رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ۔

উচ্চারণ ঃ রব্বানা লা- তাজআলনা ফিতনাতাল্‌ লিল্লাযী-না কাফারূ- ওয়াগফিরলানা- রব্বানা- ইন্নাকা আনতাল আযী-যুল হাকী-ম।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে কাফেরদের জন্য ফেতনা বানিও না। হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে ক্ষমা করে দাও। নিঃসন্দেহে তুমি মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ। (সূরা মুমতাহিনা, আয়াত ঃ ৫)

স্বীয় ভ্রাতা ও নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া

رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَلِاَخِىْ وَاَدْخِلْنَا فِىْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ রব্বিগফিরলী ওয়ালিআখী ওয়া আদ্খিল্না-ফী- রহ্মাতিকা ওয়া অংতা আর হামুর্ রহিমীন।

অর্থ ঃ হে আমার প্রভু! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা কর এবং আমাদিগকে তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল কর। তুমিই সবচেয়ে দয়াবান। (সূরা আরাফ, আয়াত ১৫১)

অজ্ঞাত সকল অনিষ্ট হতে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য দোয়া

رَبِّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَسْئَلُكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ وَّاِلَّا تَغْفِرْ لِىْ وَتَرْحَمْنِىْٓ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ রব্বি ইন্নী আউযুবিকা আন্ আস্য়ালুকা মা- লাইসা লী-বিহী ইলমুন ওয়া ইল্লা তাগফির লী ওয়া তারহাম্নী আকুম মিনাল্ খ-ছিরী-ন।

অর্থ ঃ হে আমার রব! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই সেই বিষয় তোমার নিকট প্রার্থনা করা হতে, যে বিষয় আমার অজানা। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা ও দয়া না কর, তবে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো। (সূরা হূদ, আয়াত ঃ ৪৭)

পিতা মাতার জন্য দোয়া

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا-

উচ্চারণ ঃ রব্বিরহামহুমা কামা- রাব্বাইয়ানী ছগী-রা।

অর্থ ঃ হে আমার প্রভু! তাদের (পিতা-মাতার) প্রতি রহমত কর, যেমনিভাবে তারা আমাকে বাল্যকালে লালন-পালন করেছেন। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ২৪)

সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দোয়া

رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا-

উচ্চারণ ঃ রব্বি আদখিলনী মুদ্খালা ছিদক্বিওঁ ওয়া আখ্রিজ্নী মুখ্রাজা ছিদক্বিওঁ ওয়াজ্আল্লী মিল্লাদুংকা সুলত্ব-নান নাছী-রা।

অর্থ ঃ হে আমার প্রভু! আমাকে যেখানেই নিয়ে যাবে সত্যসহকারে নিয়ে যাও; আর যে স্থান হতে তুমি আমাকে বের করবে, সত্যের সাথেই বের করবে। আর তোমার তরফ হতে একটি শক্তিকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৮০)

সুস্পষ্ট ভাষী হওয়ার দোয়া

رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْ لِىْٓ اَمْرِىْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ-

উচ্চারণ ঃ রব্বিশ্রাহ্লী ছদ্রী ওয়া ইয়াস্সির লী আমরী ওয়াহ্লুল উক্বদাতাম মিল্লিসানী ইয়াফ্ক্বাহু ক্বাওলী।

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার অন্তর খুলে দাও, আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার জবানের জড়তা দূর করে দাও, যেন মানুষেরা আমার কথা বুঝতে পারে। (সূরা ত্বা-হা, আয়াত ২৫-২৮)

সদা সর্বদা আল্লাহর সাহায্য লাভের দোয়া

رَبِّ لَاتَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ রব্বি লা তাযারনী ফারদাওঁ ওয়া আংতা খাইরুল ওয়ারিছী-ন।

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি একাকী অবস্থায় পরিত্যাগ করিও না তুমিই তো শ্রেষ্ঠতম উত্তরাধিকারী প্রদাতা। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত ঃ ৮৯)

ভাল আবাসস্থল পাওয়ার দোয়া

رَبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ রব্বি আংযিল্নী মুংযালাম্ মুবা-রাকাওঁ ওয়া আন্তা খাইরুল মুংযিলী-ন।

অর্থ ঃ হে আমার রব! আমাকে বরকত পূর্ণ স্থানে অবতরণ করাও; তুমিই সর্বোত্তম স্থান দানকারী। (সূরা মুমিনূন, আয়াত ঃ ২৯)

শয়তানের কু-মন্ত্রণা হতে বাঁচার দোয়া

رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنَ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ-

উচ্চারণ ঃ রব্বি আউযুবিকা মিন্ হামাযা-তিশ শাইয়াত্বী-নি ওয়া আউযুবিকা রব্বি আইয়্যাহদূরূ-ন।

অর্থ ঃ হে আমার প্রভু! আমি তোমার নিকট শয়তানের কু-মন্ত্রণা হতে পানাহ প্রার্থনা করছি। আর আমার নিকট তাদের উপস্থিতি হতেও পানাহ চাচ্ছি। (সূরা মুমিনূন, আয়াত ঃ ৯৭-৯৮)

চল্লিশ হাদীস

عَنْ سَلْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الاَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا اَلَّتِىْ قَالَ مَنْ حَفِظَهَا مِنْ اُمَّتِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَمَا هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاَنْ تَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ بِوُضُوْءٍ سَابِغٍ كَامِلٍ لِّوَقْتِهَا وَتُؤْتِى الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنْ كَانَ لَكَ مَالً

وَتُصَلِّىْ اِثْنَتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ وَالْوِتْرَ لَاتَتْرُكْهُ فِىْ
كُلِّ لَيْلَةٍ وَلَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْأً وَلَاتَعُقَّ وَالِدَيْكَ وَلَا تَأْكُلَ مَالَ
الْيَتِيْمِ ظُلْمًا وَّلَا تَشْرِبَ الْخَمْرَ وَلَا تَزْنِ وَلَا تَحْلِفَ بِاللّٰهِ كَاذِبًا
وَلَاتَشْهَدْ شَهَادَةَ زُوْرٍ وَلَا تَعْمَلَ بِالْهَوٰى وَلَاتَغْتَبَّ اَخَاكَ الْمُسْلِمَ
وَلَا تَقْذِفَ الْمُحْصَنَةَ وَلَاتَغُلَّ اَخَاكَ الْمُسْلِمَ وَلَا تَلْعَبَ وَلَاتَلْهَ مَعَ
اللَّاهِيْنَ وَلَاتَقُلْ لِلْقَصِيْرِ يَاقَصِيْرُ تُرِيْدُ بِذَالِكَ عَيْبَهُ وَلَا تَسْخَرَ بِاَحَدٍ
مِّنَ النَّاسِ وَلَا تَمْشِ بِالنَّمِيْمَةِ بَيْنَ الْاِخْوَيْنِ وَاشْكُرِ اللّٰهَ تَعَالٰى
عَلٰى نِعْمَتِهٖ وَاصْبِرْ عَلَى الْبَلَاءِ وَالْمُصِيْبَةِ وَلَا تَأْمَنْ مِنْ عِقَابِ اللّٰهِ
وَلَاتَقْطَعَ اَقْرِبَائِكَ وَصِلْهُمْ وَلَاتَلْعَنْ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِ اللّٰهِ وَاَكْثِرْ مِنَ
التَّسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّهْلِيْلِ وَلَاتَدَعْ حُضُوْرَ الْجُمُعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ
وَاعْلَمْ اَنَّ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا اَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ
لِّيُصِيْبَكَ وَلَا تَدَعْ قِرَأَةَ الْقُرْاٰنِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ- (كنز العمال)

হযরত (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে ঐ চল্লিশটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যেগুলোর ব্যপারে তিনি বলেছেন যে, কেউ এগুলো মুখস্ত করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এগুলো কি? হুযুর (সা.) উত্তরে বললেন ঃ (১) আল্লাহর উপর ঈমান আনবে। (২) পরকালকে বিশ্বাস করবে। (৩) ফিরিশতাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। (৪) আল্লাহর কিতাবসমূহের উপর ঈমান রাখবে। (৫) সকল নবী ও রাসূলের উপর ঈমান রাখবে। (৬) মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর ঈমান রাখবে। (৭) ভাল ও মন্দ সব কিছু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়, এই তাকদীরের উপর বিশ্বাস রাখবে। (৮) আর এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। (৯) পরিপূর্ণ ওযূসহ সময়মত (ফরয) নামায আদায় করবে। (১০) যাকাত আদায়

করবে। (১১) রমযানে রোযা রাখবে। (১২) মাল-সম্পদ থাকলে বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে। (১৩) দিবা রাত্রিতে ১২ রাকআত সুন্নত নামায আদায় করবে। (১৪) কোন রাত্রেই বিতরের নামায ছাড়বে না। (১৫) আল্লাহর সাথে কোন কিছুকেই শরীক করবে না। (১৬) পিতা-মাতার অবাধ্যতা করবে না। (১৭) অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল গ্রাস করবে না। (১৮) শরাব পান করবে না। (১৯) ব্যভিচার করবে না। (২০) আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করবে না। (২১) মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না। (২২) প্রবৃত্তির অনুসরণে কোন কাজ করবে না। (২৩) আপন মুসলমান ভাইয়ের গীবত করবে না। (২৪) সতী নারীর প্রতি যিনার অপবাদ দিবে না। (২৫) আপন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না। (২৬) খেলাধূলায় লিপ্ত হবে না। (২৭) কৌতুক ও তামাশায় শরীক হবে না। (২৮) বামন ব্যক্তির দোষ প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাকে হে বামন বলে ডাকবে না। (২৯) কোন মানুষের সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে না। (৩০) দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একের কথা অপরের কাছে নিয়ে যাবে না। (৩১) আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে। (৩২) বিপদ-মুসীবতের সময় ধৈর্যধারণ করবে। (৩৩) আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভয় হয়ে থাকবে না। (৩৪) নিজের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। (৩৫) তাদের সাথে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখবে। (৩৬) আল্লাহর কোন সৃষ্টজীবকে অভিশাপ দিবে না। (৩৭) বেশী করে সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে। (৩৮) জুমুআ ও দুই ঈদের নামায পরিত্যাগ করবে না। (৩৯) জেনে রেখো, তোমার জীবনে (ভাল-মন্দ) যা কিছু এসেছে তা কখনও না আসার নয়। আর যা হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে তা কখনও ধরা দেবার নয়। (৪০) যে কোন অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত ছাড়বে না। (কানযুল উম্মাল)

মুমিনদের জন্য জরুরী পাঁচটি অর্থবোধক বাক্য

কালেমা সাধারণত ঃ চারটি, যথা– (১) কালেমায়ে তাইয়্যেব, (২) কালেমায়ে শাহাদাত, (৩) কালেমায়ে তামজীদ ও (৪) কালেমায়ে তাওহীদ।

কালিমায়ে তাইয়্যেব

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ –

উচ্চারণ ঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু- মাহুম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।

কালিমায়ে শাহাদাত

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ -

উচ্চারণ ঃ আশ্‌হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু- ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারী-কালাহূ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদূহু ওয়া রাসূ-লুহ।

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহই উপাস্য নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন শরীক নেই, এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

কালিমায়ে তাওহীদ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَاحِدًا لَّاثَانِىَ لَكَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ লা-ইলা-হা ইল্লা আন্তা ওয়াহিদাল্লা-ছা-নিআলাকা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা-হি ইমা-মুল মুত্তাক্বী-না রাসূলু রব্বিল আ-লামী-ন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কেহই নেই, তুমি এক ও শরীকবিহীন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) মুত্তাক্বীগণের নেতা ও বিশ্বপ্রতিপালকের রাসুল।

কালিমায়ে তামজীদ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ نُوْرًا يَّهْدِىَ اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ -

উচ্চারণ ঃ লা-ইলা-হা ইল্লা আন্তা নূরাইঁইয়াহ দিয়াল্লা-হু লিনূরিহী। মাইয়্যাশা-উ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা-হি ইমা-মুল মুত্তাক্বী-না রাসূলু রব্বিল আ-লামী-ন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য অন্য কেহই নেই। তুমি জ্যোতির্ময় আল্লাহ, তুমি যাহাকে ইচ্ছা তোমার স্বীয় জ্যোতি দ্বারা পথ প্রদর্শন করে থাক, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) রাসূলগণের নেতা ও আখেরী নবী।

দশম অধ্যায়

হুজুর (স.)-এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করিবার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

দরূদ শরীফ পাঠ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা পবিত্র কালাম মজীদ কুরআন শরীফে এরশাদ করিয়াছেন–

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا –

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লাহা ওয়া মালা-য়িকাতাহূ ইয়ুছাল্লুনা আলান্নাবিয়্যি ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলীমা।

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁহার ফেরেশতা মন্ডলী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন, অতএব হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁহার প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর। (অর্থাৎ তোমরা দরূদ শরীফ পাঠ কর।)

দরূদ শরীফের মহত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করিয়াছেন–

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ صَلٰوةً وَّاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشَرَ مَرَّاتٍ– وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشَرُ خَطِيَاتٍ وَّرُفِعَتْ لَهُ عَشَرُ دَرَجَاتٍ– (رَوَاهُ النَّسَائِى)

উচ্চারণ ঃ আন আনাসিন (রা.) ক্বলা, ক্বলা রাসূলুল্লাহি (স.) মান সল্লা আলাইয়্যা ছলাতান ওয়াহিদাতান সল্লাল্লাহু আলাইহি আশারু মাররাতিন। ওয়া হুত্তাকি আনহু আশারু খাতিইয়াতি ওয়ারুফিআত লাহু আশারু দারাজাতিন। (রাওয়াহুন নাসায়ী)

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করিয়াছেন– যে ব্যক্তি আমার প্রতি এবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহার প্রতি দশটি রহমত বর্ষণ করিবেন এবং তার আমলনামা হইতে দশটি গুনাহ মিটাইয়া দিবেন, আর তাহার দশটি মর্যাদা বাড়াইয়া দিবেন। (নাসায়ী শরীফ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হইতে বর্ণিত আছে, তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ফরমাইয়াছেন–

اَوْلَى النَّاسِ بِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلٰوةً –

উচ্চারণ ঃ আওলান্নাসি বি ইয়াওমাল কিয়ামাতি আকসারুহুম আলা সালাতিন।

অর্থ ঃ রোজ ক্বেয়ামত ঐ ব্যক্তি আমার প্রতি নিকটবর্তী হইবে, যে ব্যক্তি (দুনিয়ায়) আমার প্রতি বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করিবে।

উক্ত নাসায়ী শরীফে আর একটি হাদীস বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ফরমাইয়াছেন–

اِنَّ اللّٰهِ مَلٰٓئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنَ مِنْ اُمَّتِى السَّلَامَ –

উচ্চারণ ঃ ইন্নালিল্লাহি মালায়িকাতান সাইয়্যাহীনা ফিল আরদ্বি ইয়ুবাল্লিগুনা মিন উম্মাতিস সালামা।

অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলা কর্তৃক দুনিয়ার সর্বত্র একদল ভ্রমণকারী ফেরেশতা রহিয়াছে, যাহারা আমার কোন উম্মাৎ আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করিলে উহা আমার কাছে পৌঁছাইয়া দেয়।

বায়হাকী শরীফে হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ফরমাইয়াছেন–

مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ عِنْدَ قَبْرِىْ سَمِعْتُهٗ وَمَنْ صَلّٰى عَلَىَّ نَائِبًا اُبْلِغْتُهٗ –

উচ্চারণ ঃ মান সাল্লা আলাইয়্যা ইনদা ক্বাবরী, সামিতুহু ওয়ামান সল্লা আলাইয়্যা নায়িবান উবলিগতুহু।

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট স্বশরীরে হাযির হইয়া আমার প্রতি সালাম পাঠ করিবে, আমি উহা শ্রবণ করিব। আর যে ব্যক্তি দূরে থাকিয়া আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিবে উহা আমার কাছে (ফেরেশতার মাধ্যমে) পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে।

আহমদ শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ফরমাইয়াছেন–

مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ غُفِرَتْ لَهُ خَطِيْئَتَهٗ ثَمَانِيْنَ سَنَةً –

উচ্চারণ ঃ মান সল্লা আলাইয়্যা ইয়াওমাল জুমআতি মিয়াতা মাররাতিন গুফিরাত লাহূ খাত্বীয়াতাহু ছামানীনা সানাতান।

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি জুমুআর দিবসে ১০০ বার দরূদ পাঠ করিবে, তাহার ৮০ বৎসরের গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

দালায়েলুল খায়রাত কিতাবে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ফরমাইয়াছেন–

لِلْمُصَلِّىْ عَلَىَّ نُوْرٌ عَلَى الصِّرَاطِ وَمَنْ كَانَ عَلَى الصِّرَاطِ مِنْ اَهْلِ النُّوْرِ لَمْ يَكُنْ مِّنْ اَهْلِ النَّارِ –

উচ্চারণ ঃ লিল মুসল্লী আলাইয়্যা নূরুন আলাচ্ছিরাত্বি, ওয়ামান কানা আলাচ্ছিরাত্বি মিন আহলিন্নুরি লাম ইয়াকুন মিন আহলিন্নারি।

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করিবে, সে কাল কেয়ামতে পুলসিরাত অতিক্রমের সময় নূর প্রাপ্ত হইবে। আর যে ব্যক্তি পুলসিরাত অতিক্রমকালে নূর প্রাপ্ত হইবে, সে কখনো দোযখবাসী হইবে না।

উক্ত দালায়েলুল খায়রাত কিতাবে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ফরমাইয়াছেন–

مَنْ عَسُرَتْ عَلَيْهِ حَاجَةٌ فَلْيُكْثِرْ بِالصَّلٰوةِ عَلَىَّ فَاِنَّهَا تَكْشِفُ الْهُمُوْمَ وَالْغُمُوْمَ وَالْكُرُوْبَ وَتُكْثِرُ الْاَرْزَاقَ وَتَقْضِى الْحَوَائِجَ –

উচ্চারণ ঃ মান আসূরাত আলাইহি হাজাতুন ফালইকউছির বিচ্ছালাতি আলাইয়্যা ফাইন্নাহা তাকশিফুল হুমূমা ওয়াল গুমূমা ওয়াল কুরূবা, ওয়া তুকছিরুল আরযাক্বা ওয়া তাক্বদীল হাওয়াইজা।

অর্থ ঃ যদি কোন ব্যক্তি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়, তবে সে ব্যক্তি যেন আমার প্রতিবেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে। কেননা দরূদ শরীফের উসিলায় চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-দুর্দশা বিদূরীত হয় এবং রিযিক বৃদ্ধি পায় এবং প্রয়োজন পুরা হয়।

প্রকাশ থাকে যে, আমরা শেষ যামানার গুনাহগার উম্মাত। আমরা সর্বদা গুনাহের কার্যে লিপ্ত থাকি। তাই আখেরাতে নাজাত লাভের উদ্দেশ্যে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল ইবাদতের পাশাপাশি সর্বদা দরূদ শরীফ পাঠ করা আমাদের জন্য কর্তব্য। আসুন আমরা বেশী বেশী দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া দুনিয়া ও আখেরাতের নাজাতের উসীলা সঞ্চয় করি।

দরূদ শরীফ পাঠ না করিবার অপকারিতা

হাদীস ঃ হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পড়িতে ভুলিয়া যায়, স্মরণ রাখিও সে ব্যক্তি জান্নাতের পথ ভুলিয়া যাইবে।

হাদীস ঃ অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) ফরমাইয়াছেন– যে ব্যক্তি পিতা-মাতার অবাধ্যকারী ও আমার সুন্নাত ত্যাগকারী এবং আমার নাম শ্রবণ করতঃ দরূদ পাঠ ত্যাগকারী, ইহারা ক্বেয়ামতের ময়দানে আমার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে সক্ষম হইবে না।

অন্য এক হাদীসে আছে,

عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى تُصَلِّىْ عَلٰى نَبِيِّكَ –

উচ্চারণ ঃ আন ওমারাবনিল খাত্তাবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ক্বলা ইন্নাদ্দোয়াআ মাওকুফুন বাইনাস সামায়ি ওয়াল আরদ্বি হাত্তা তুসাল্লী আলা নাবিয়্যিকা।

অর্থ ঃ হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলিয়াছেন– মুমিনের দোয়া আসমান ও যমীনের মধ্যস্থলে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত উহাতে নবী করীম (সা.)-এর নামে দরূদ পাঠ করা না হয়।

শ্রেষ্ঠ দরূদ শরীফ

আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করিবার আয়াত নাযিল হইবার পর সাহাবায়ে কেরামগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! আমরা আপনার প্রতি কি প্রকারে দরূদ পাঠ করিব? তখন রাসূলে করীম (সা.) সাহাবীগণকে এই দরূদ শরীফ শিক্ষা দিয়াছেন। যেই দরূদ শরীফ আমরা নামাযের বৈঠকে তাশাহুদের পরে পাঠ করিয়া থাকি। এই দরূদ শরীফ সমস্ত দরূদ হইতে উত্তম।

দুরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۞ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ ۞ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۞ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۞ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ ۞ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۞

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ছল্লি 'আলা-সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা-আ-লি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ কামা-ছল্লাইতা 'আলা- ইব্রা-হীমা ওয়া 'আলা- আ-লি ইব্রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজী - - - দ। আল্লা-হুম্মা বারিক 'আলা- সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা- আ-লি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ কামা- বারাক্তা 'আলা- ইব্রা-হীমা ওয়া 'আলা- আ-লি ইব্রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজী - - - দ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি সেইরূপ শান্তি বর্ষণ করুন, যেইরূপ আপনি ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি বর্ষণ করিয়াছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত। হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন, যেইরূপ আপনি ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়াছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত।

আশি বৎসরের গুনাহ মাফীর দরূদ

ফযীলত ঃ নুযহাতুল মাজালেছ কিতাবে উল্লেখ আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ ফরমাইয়াছেন– যে ব্যক্তি জুমুআর দিবসে আছর নামাজের পরে এই দরূদ শরীফ ৮০ বার পাঠ করিবে, তাহার ৮০ বৎসরের গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ۞

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আছহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

স্বপ্নের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.)কে দেখিবার দরূদ শরীফ

যেই ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ নিয়মিত পাঠ করিবে, সে ব্যক্তি স্বপ্নের মধ্যে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) কে স্বপ্নে দর্শন লাভ করিবে। আর যেই মুমিন ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) কে স্বপ্নের মধ্যে দর্শন লাভ করিবে সে রোজ কেয়ামতে তাঁহার শাফায়াত লাভ করিবে এবং দোযখ তাহার জন্য হারাম হইয়া যাইবে।

দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا اَمَرْتَنَا اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ اَهْلُهٗ- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَرْوَاحِ- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَجْسَادِ- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِى الْقُبُوْرِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা আমারতানা আন নুসাল্লিয়া আলাইহি, আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা হুওয়া আহলুহু, আল্লাহুম্মা

ছল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদ্বা, আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা রূহি মুহাম্মাদিন ফিল আরওয়াহি, আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা জাছাদি মুহাম্মাদিন ফিল আজছাদি আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা কৃবরি মুহাম্মাদিন ফিল কৃবূরি।

দৈনন্দিন জীবনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দোয়া

প্রত্যহ ফজরের পরে এবং মাগরিবের পরে এই দোয়া তিনবার পাঠ করিবে–

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ –

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহিল্লাযী লা-ইয়াদ্বররু মায়া ইসমিহী শাইউন ফিল আরদ্বি ওয়া লা-ফিচ্ছামা-য়ি ওয়া হুওয়াছ সামীউল আলীম।

অর্থ ঃ ঐ আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি, যাহার নামের সঙ্গে কোন কিছুই ক্ষতি করিতে পারে না, যমীন ও আসমানের কোথায়ও না এবং তিনি সমস্তই শ্রবণ করেন ও জানেন।

উপকারিতা ঃ যে ব্যক্তি ফরজ ও মাগরিবের পরে এই দোয়া তিনবার পাঠ করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহাকে আকস্মিক মুছীবত হইতে রক্ষা করিবেন।

অতঃপর সূরা হাশরের এই তিন আয়াত পাঠ করিবে ঃ

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾

উচ্চারণ ঃ (২২) হুওয়া-ল লা-হু ল্লাযি লা - - - ইলা-হা ইল্লা হুওয়া আ-লিমু-ল গ্বইবি ওয়াশ শাহা-দাতি হুওয়ার রহমা-নু-র রহী-মু। (২৩) হুওয়া-ল ল্লা-হু ল্লাযি লা - - - ইলা-হা ইল্লা হুওয়া আলমালিকু-ল কুদ্দুওসুস সালা-মু-ল মূ-মিনু-ল মুহাইমিনু-ল আজী-জু-ল জাব্বারু-ল মুতাকাব্বিরু সুবহা-না ল্লা-হি আম্মা- ইয়ুশরিকুনা। (২৪) হুওয়া ল্লা-হু-ল খলিকু-ল বারিয়্যু-ল মুছাওবিরু লাহু-ল আসমা - - - -য়ু-ল হুসনা- ইয়ুসাব্বিহু লাহু মা- ফী-স সা-মা-ওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ওয়াহুওয়াল আজী-জু-ল হাকী-ম।

অর্থ ঃ (২২) তিনিই আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। (তিনি) গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তাঁর জানা। তিনিই রহমান ও রহীম। (২৩) তিনিই আল্লাহই যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তিনি মালিক– বাদশাহ; অতীব মহান ও পবিত্র। পুরোপুরি শান্তি, নিরাপত্তা দানকারী, সংরক্ষণকারী, সর্বজয়ী, নিজের নির্দেশাবলী শক্তি প্রয়োগে কার্যকরকারী এবং স্বয়ং বড়ত্ব গ্রহণকারী। পবিত্র ও মহান আল্লাহ সেই সব শিরক থেকে যা লোকেরা করছে। (২৪) তিনি আল্লাহই, যিনি সৃষ্টি-পরিকল্পনা রচনাকারী ও এর বাস্তবায়নকারী এবং সে অনুযায়ী আকার-আকৃতি প্রদানকারী। তাঁরই জন্য অতীব উত্তম নামসমূহ। আকাশমণ্ডলী আর পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছে। আর তিনি প্রবল পরাক্রান্ত এবং সকল জ্ঞানে পূর্ণ।

উপকারিতা ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি উপরোক্ত দোয়া সকালে পাঠ করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া দেন, যাহারা তাহার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত রহমতের প্রার্থনা করিতে থাকেন। আর যদি ঐ ব্যক্তি সেই দিন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সে শহীদী মৃত্যু লাভ করিবে। এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এই দোয়া পাঠ করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া দেন, যাহারা, তাহার জন্য ফজর পর্যন্ত রহমতের প্রার্থনা করিতে থাকে, আর যদি সে ঐ রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করে, তবে শহীদী মৃত্যু লাভ করিবে।

আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি সকালবেলা আয়াতুল কুরসী পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি ইহার বরকতে সন্ধ্যা পর্যন্ত

যাবতীয় বিপদাপদ ও অপ্রীতিকর অবস্থা হইতে মাহফুজ থাকিবে। এবং যে ব্যক্তি ইহা সন্ধ্যায় পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি সকাল পর্যন্ত নিরাপদে শান্তিতে থাকিবে। আয়াতুল কুরসী–

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّاهُوَ ۚ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَاتَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَانَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু লা- ইলাহা ইল্লাহ হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুমু লাতা-খুযুহু সিনাতুও ওয়ালা নাওম। লাহূ মা ফিচ্ছমা-ওয়াতি ওয়াডমা-ফিলআরদ্বি। মাং যাল্লাযী ইয়াশফাউ ইন্দাহূ ইল্লা বিইযনিহী, ইয়ালামু মা-বাইনা আইদী-হিম ওয়া মা-খালফাহুম; ওয়া লা-ইয়ুহী-তূ-না বিশাইয়িম মিন ইলমিহী ইল্লা- বিমা-শা-য়া ওয়াসিয়া কুরসিয়্যুহুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বা, ওয়ালা- ইয়াউদুহূ হিফযুহুমা, ওয়া হুওয়াল আলিয়্যুল আযী-ম।

অর্থ ঃ আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব ত৭ারই। কে আছে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? দৃষ্টির সামনে ও পশ্চাতে যা কিছু রয়েছে সবকিছু সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে কোন কিছুকেই তারা পরিবেষ্টিত করতে পারে না; কিন্তু তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর এতদুভয়কে সংরক্ষণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বমহান। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ২৫৫)

শয়নকালের দোয়া

হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) ফরমাইয়াছেন, শয়নের পূর্বে অজু না থাকিলে অজু করতঃ শয়ন করিবে। শুইবার পূর্বে যেকোন কাপড় দ্বারা বিছানা তিনবার ঝাড়িয়া লইবে। অতঃপর এই দোয়া পাঠ করিয়া বিছানায় শয়ন করিবে।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ- لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ- لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ- سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা-শারীকা লাহূ। লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর। লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহি। সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

শয়নের পূর্বে ইস্তিগফার

রাত্রিবেলা শয়নের পূর্বে নিম্নের ইস্তিগফার তিনবার পড়িয়া শয়ন করিবে।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ-

উচ্চারণ ঃ আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা-ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুমু ওয়া আতূবু ইলাইহি।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহু তাআলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী এবং আমি তাহার নিকট তওবা করিতেছি।

ঈমানের সহিত মৃত্যু হইবার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ-

وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ - وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ - رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ - لَامَلْجَاءَ وَلَامَنْجَاءَ مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ - اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ -

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা ওয়া ওয়াজ জাহতু ওয়াজহী ইলাইকা ওয়া ফাওয়াদতু আমরী ইলাইকা। ওয়া আলজাতু জাহরী ইলাইকা রগাবাতাওঁ ওয়া রহবাতীন ইলাইকা। লা-মালজায়া ওয়া লা-মানজায়া মিনকা ইল্লা ইলাইকা। আ-মানতু বিকিতা-বিকাল্লাযী- আংযালতা ওয়া নাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা।

খারাপ স্বপ্ন দেখিয়া পড়িবার দোয়া

বর্ণিত আছে, খারাপ স্বপ্ন দেখিয়া বাম পার্শে তিনবার থু থু ফেলিবে এবং যেই পার্শ্বে শোয়া ছিলে ঐ পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া শুইবে আর এই দোয়া তিনবার পাঠ করিবে এবং কাহারো নিকট বলিবে না।

اَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَشَرِّ هٰذِهِ الرُّؤْيَا -

উচ্চারণ ঃ আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীমি ওয়া শাররি হাযিহির রুইয়া।

খারাপ স্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইলে পড়িবার দোয়া

হাদীসে বর্নিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আস (রা.) এর অভ্যাস ছিল তিনি এই দোয়াটি তাঁহার বয়স্ক সন্তানদিগকে শিখাইতেন এবং নাবালেগ সন্তানদের জন্য ইহা লিখিয়া গলায় বাঁধিয়া দিতেন।

اَعُوْذُبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিং গাদাবিহী ওয়া ইক্বা-বিহী ওয়া শাররি ইবাদিহী- ওয়ামিন হামাযাতিশ শাইয়াত্বীনি ওয়া আইয়্যাহদুরূ-ন।

নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া পড়িবার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرِ۔

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহইয়া-না বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশু-র।

প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে পড়িবার দোয়া

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যেই ব্যক্তি প্রত্যেক ওয়াক্ত ফরজ নামাযের পরে سُبْحَانَ اللّٰه (সুবহানাল্লাহ) ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰه (আলহামদুলিল্লাহ) ৩৩ বার এবং اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) ৩৪ বার পাঠ করিবে এবং নিম্নের দোয়া একবার পাঠ করিবে, তাহার সমস্ত পাপ মার্জনা করিয়া দেওয়া হইবে, যদিও উহা সমুদ্রের ফেনার পরিমাণ হইয়া থাকে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ – لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ –

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা-শারীকা লাহূ। লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদী-র। (এই দোয়াটি মাগরিব নামাযের পরেও পড়া যায়)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, যেই ব্যক্তি سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুবহানাল্লাহি) তাসবীহ ১০০ বার এবং اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) তাওবাকারী ১০০ বার এবং لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু) তাহলীল ১০০ বার এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদুলিল্লাহ) তাহমীদ ১০০ বার পাঠ করিবে, তাহার সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে যদিও উহা সমুদ্রের ফেনার ন্যায় অসংখ্য হইয়া থাকে।

খানা খাওয়ার পরের দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ–

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্বআমানা ওয়া সাক্বানা- ওয়া জায়ালানা মিনাল মুসলিমীন।

দাওয়াত খাইবার পরে দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَّنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ –

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আত্বয়িম মান আত্বয়ামানী, ওয়াসক্বি মান সাক্বা-নী।

যানবাহনে আরোহণকালে পড়িবার দোয়া

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ –

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাযী সাখখারা লানা হা-যা ওয়া মা-কুন্না লাহূ মুক্বরিনীনা ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনক্বালি বূ-ন।

সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পড়িবার দোয়া

اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ –

উচ্চারণ ঃ আ-য়িবূনা তা-য়িবূ-না আবিদূ-না লিরব্বিনা- হা-মিদূ-ন।

সফরে থাকাবস্থায় পড়িবার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ – اَللّٰهُمَّ اَصْبَحْنَا فِىْ سَفَرِنَا وَاخْلُفْنَا فِىْ اَهْلِنَا –

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্তাছ ছাহিবু ফিস সাফারি ওয়াল খালীফাতু ফিল আহলি; আল্লাহুম্মাছবাহনা-ফী সাফারিনা ওয়াখলুফনা ফী আহলিনা।

নৌকা বা জাহাজে আরোহণের সময় দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ – وَمَا قَدَرُ

اللّٰہَ حَقَّ قَدْرِہٖ - وَالاَرْضُ جَمِیْعًا قَبْضَتُہٗ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِیّٰتٌ بِیَمِیْنِہٖ- سُبْحَانَ اللّٰہِ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِکُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরসা-হা-ইন্না রব্বী লাগফুরুর রহীম। ওয়া মা-ক্বাদারুল্লাহা হাক্কা ক্বাদরিহী, ওয়াল আরদ্বু জামীআন ক্বদাতুহু ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি ওয়াচ্ছামাওয়া-তু মাতুবিয়্যা-তুম বিইয়ামী-নিহী; সুবহানাল্লাহি ওয়া তাআলা আম্মা ইয়ুশরিকূন।

গৃহে প্রবেশের সময় পড়িবার দোয়া

تَوْبًا تَوْبًا - لِرَبِّنَا اَوْبًا - لاَیُغَادِرُ عَلَیْنَا حَوْبًا-

উচ্চারণ ঃ তাওবান, তাওবান, লিরব্বিনা আওবান, লা-ইয়ুগাদিরু আলাইনা হাওবান।

দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীর সময় এই দোয়া পড়িবে

বর্ণিত আছে, ইবনে আবী আসেম তাহার লিখিত কিতাবুদ্দোয়া নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই দোয়া পড়িলে পেরেশানী ও দুশ্চিন্তা দূর হইয়া যায়।

لاَ اِلٰہَ اِلاَّ اللّٰہُ الْحَلِیْمُ الْکَرِیْمُ - سُبْحَانَ اللّٰہِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ - اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّ عِبَادِکَ -

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু হালীমুল কারীমু। সুবহানাল্লাহি রব্বিচ্ছামা ওয়া-তিস সাবয়ি ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামী-ন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন শাররি ইবাদিকা।

প্রবল বৃষ্টির সময় পড়িবার দোয়া

অতিরিক্ত বৃষ্টি হইতে থাকিলে এবং উহাতে ক্ষতির আশংকা দেখা দিলে এই দোয়া পাঠ করিবে। ইনশাআল্লাহ অতি বৃষ্টি কমিয়া যাইবে।

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَاعَلَيْنَا - اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالْاٰجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা ওয়া লা-আলাইনা; আল্লাহুম্মা আলাল আ-কামি ওয়াল আ-জামি ওয়াযযিরাবি ওয়াল আওদিয়াতি ওয়া মানাবিতিশ শাজারি।

প্রবল ঝড়-তুফানের সময় পড়িবার দোয়া

যে সময় প্রবল ঝড় তুফান হইতে থাকে, তখন উহার দিকে মুখ করিয়া নামাজের কায়দায় দুইজানু হইয়া বসিয়া হাটুর উপর হাত রাখিয়া এই দোয়া পাঠ করিবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ - وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا وَشَرِّمَا اُرْسِلَتْ بِهٖ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা খাইরহা ওয়া খাইরা মা-উরসিলাতবিহী। ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা-ফী-হা ওয়া শাররি মা উরসিলাত বিহী।

ক্বদরের রাত্রিতে পড়িবার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুওবুন তুহিববুল আফওয়া ফাফু আন্নী।

আয়নায় মুখ দেখিবারকালে পড়িবার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَحَسِّنْ خُلُقِىْ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আনতা হাসসানতা খালক্বী ফাহাসসিন খুলুক্বী।

মুসলমান ভাইকে সালাম দেওয়া

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ -

উচ্চারণ ঃ আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সালামের জওয়াব দেওয়া

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ –

উচ্চারণ ঃ ওয়া আলাইকুমুস সালামু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহূ।

হাঁচির দোয়া

কেহ হাঁচি দিলে বলিবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদু লিল্লাহি)

হাঁচি শুনিয়া বলিবে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ (ইয়ারহামুকাল্লাহু)

মাল-সম্পদ বর্ধিত হইবার দোয়া

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَعَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ – وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ –

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া রাসূলিকা ওয়া আলাল মুমিনীনা ওয়াল মুমিনাতি ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাতি।

ঋণ পরিশোধের দোয়া

কোন লোক ঋণগ্রস্ত হইয়া আদায়ের ব্যবস্থা না থাকিলে এই দোয়া পড়িতে থাকিলে আল্লাহ তাআলা ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ –

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা আন হারামিকা ওয়াআগনিনী বিফাদলিকা আম্মান সিওয়াকা।

ক্রোধ সংবরণ করিবার দোয়া

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যদি কাহারো শরীরে অতিরিক্ত ক্রোধ আসিয়া যায়, তখন নিম্নের তায়াউজ পাঠ করিলে, তাহার ক্রোধ দমন হইয়া যাইবে।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

উচ্চারণ ঃ আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রযীম।

বাজারে যাইবার সময় পড়িবার দোয়া

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ - لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ - وَهُوَ حَىٌّ لَّايَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ - وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা-শারীকা লাহূ; লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইয়ুহয়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়া হুওয়া হাইয়ুল্লাইয়ামূতূ বিয়াদিহিল খাইরু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

রোগাক্রান্ত দেখিলে পড়িবার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ - وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا -

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আফানী মিম্মাব তালাকা বিহী; ওয়া ফাদ্দালানী আলা কাছীরিম মিম্মান খলাক্বা তাফদ্বী-লা।

ইন্তেকালের পূর্বে পড়িবার দোয়া

মৃত্যু-পথযাত্রী ব্যক্তি পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া এই দোয়া পড়িতে থাকিবে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَالْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ার হামনী ওয়ালহিক্বনী বিররফীক্বিল আলা।

মুমূর্ষ ব্যক্তির জন্য দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আয়িন্নী আলা গামারাতিল মাওতি ওয়া সাকারাতিল মাওতি।

বিপদ মুক্তির একটি পরিক্ষিত দোয়া

বর্ণিত আছে, বিপদ দেখা দিলে, তখন সিজদায় যাইয়া নিম্নের দোয়াটি পাঠ করিলে বিশেষ উপকার হইবে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বদরের যুদ্ধের সময় এই দোয়া সিজদার মধ্যে পাঠ করিয়াছিলেন। এবং এই দোয়ার বরকতে আল্লাহপাক তাহাকে বদর যুদ্ধে বিজয় প্রদান করিয়াছিলেন।

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ - اَصْلِحْ لِىْ شَانِىْ كُلَّهٗ وَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ -

উচ্চারণ ঃ ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুমু বিরহমাতিকা আস্তাগীছু; আছলিহ লী-শানী কুল্লাহূ ওয়ালা-তাকিলনী ইলা-নাফসী ত্বারফাতা আইনিন।

অর্থ ঃ হে চির জীবন্ত! হে চির প্রতিষ্ঠিত! তোমার রহমতের ভিক্ষা চাহিয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমার সকল অবস্থাকে ঠিক করিয়া দাও এবং সংশোধন করিয়া দাও। এবং মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার নফসের নিকট সোপর্দ করিও না।

গুনাহ্ মাফ হইবার দোয়া

বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি এই দোয়া সকালে ও সন্ধ্যায় ১০ বার করিয়া পাঠ করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহার আমল নামায় ১০০ নেকী লিখিবেন, এবং ১০০ বদী মিটাইয়া দিবেন আর একটি গোলাম আযাদ করিবার পূণ্য লাভ করিবে। আর উক্ত দিবসে ও রাত্রিতে সমস্ত বিপদাপদ হইতে নিরাপদে থাকিবে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ - لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ - وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা-শারীকা লাহূ; লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু; ওয়া হুওয়া আলা-কুল্লি শায়ইন ক্বাদী-র।

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কেহ মাবুদ নাই, তিনি একক তাঁহার কোন শরীক নাই; সমস্ত রাজত্ব তাহারই জন্য এবং তাঁহার জন্যই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সর্বশক্তিমান।

ঋণ পরিশোধ হইবার দোয়া

বর্ণিত আছে, এই দোয়া রীতিমত পাঠ করিলে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ হইবার ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করিয়া দিবেন এবং সকল দুশ্চিন্তা দূর করিয়া নিশ্চিন্ত করিয়া দিবেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ- وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ - وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুযনি; ওয়া আউযুবিকা মিনাল আজযি ওয়াল ফাসলি, ওয়া আউযুবিকা মিনাল জুবনি ওয়াল বুখলি ওয়া আউযুবিকা মিন গালাবাতিদ দাইনি ওয়া কাহরির রিজা-লি।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি সর্বপ্রকার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী হইতে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি; এবং অক্ষমতা ও অলসতা হইতে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি। এবং কাপুরুষতা ও বখিলী হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি এবং ঋণের বোঝা ও মানুষের অত্যাচার হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। (ইহা হইতে আমাকের রক্ষা কর)

বিশ লাখ নেকীর দোয়া

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ- اَحَدًا صَمَدًا لَّمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ- وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ-

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা-শারীকা লাহূ; আহাদান সামাদান লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ, ওয়ালাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

শ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাজ সংক্রান্ত সূক্ষ্ম আলোচনা

ফারসিতে বলা হয় নামাজ আর আরবীতে সালাত। ইহার শব্দগত অর্থ হইতেছে ঃ প্রার্থনা, অনুগ্রহ, পবিত্রতা বর্ণনা করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর উর্দু ভাষায় সালাতকে নামাজ বলা হয়। ইসলামী পরিভাষায় এমনি একটি নির্দিষ্ট উপাসনা বা ইবাদতকে বলা হয় যাহা নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট নিয়মে মুসলমানগণ আদায় করিয়া থাকে।

ইসলামের পঞ্চ বেনা বা পাঁচটি মূল ভিত্তির দ্বিতীয় ভিত্তি হইতেছে নামাজ। ইহা ইবাদত সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। স্রষ্ট ও সৃষ্টির মাঝে নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবার মাধ্যম হইতেছে এই নামাজ। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ফরমাইয়াছেন ঃ

اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ আচ্ছালাতু মিরাজুল মুমিনীন

অর্থ ঃ নামায হইতেছে মুমিনদের জন্য মিরাজ স্বরূপ।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও ফরমাইয়াছেন ঃ

اَلصَّلٰوةُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ -

উচ্চারণ ঃ আচ্ছালাতু মিফতাহুল জান্নাহ

অর্থ ঃ নামাজ হইতেছে বেহেশতের চাবিকাঠি।

নামাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ফরমাইয়াছেন ঃ

اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ - مَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّيْنَ - وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّيْنَ -

উচ্চারণ ঃ আচ্ছালাতু ইমামুদ্দীন মান আক্বামাহা ফাকাদ আক্বামাদ্দীনা, ওয়া মান তারাকাহা ফাকাদ হাদামাদ্দীন।

অর্থ ঃ নামাজ ইসলাম ধর্মের ভিত্তি বা স্তম্ভ। যে ব্যক্তি নামাজকে কায়েম (প্রতিষ্ঠিত) করিল সে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিল। আর যে ব্যক্তি নামাজকে ত্যাগ করিল সে ধর্মকেই নষ্ট করিয়া দিল।

কবর যিয়ারতের দোয়া

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَّنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ وَّاِنَّا اِنْ شَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ আচ্ছালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূরি মিনাল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাতি ওয়াল মুমিনীনা ওয়াল মুমিনাতি, আনতুম লানা সালাফুওঁ ওয়া নাহনু লাকুম তাবাউন ওয়া ইন্না ইন শা-আল্লাহু বিকুম লাহিকুন।

অর্থ ঃ হে কবরবাসী মুসলমান নর-নারী ও মুমিন নর-নারীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক, তোমরা পরকালে আমাদের অগ্রগামী আর আমরা তোমাদের অনুগামী। ইনশাআল্লাহ নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সহিত মিলিত হইব।

এই দোয়া পাঠ করিবার পরে সূরা ফাতিহা, সূরা কাফিরূন, আয়াতুল কুরসী একবার করিয়া পাঠ করিবে। অতঃপর ১১ বার দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া ইহার সওয়াব কবরস্থানের মুর্দারগণের রূহের প্রতি পৌঁছাইবে।

মিসওয়াক করিবার তাকীদ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِتَاْخِيْرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىْ وَمُسْلِمْ)

অর্থ ঃ আবূ হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলিয়াছেন, আমি যদি আমার উম্মতের উপর কষ্টের আশংকা না করিতাম, তাহা হইলে তাহাদেরকে ইশার নামাজ (রাতের তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত) দেরি করিয়া আদায় করিতে এবং প্রত্যেক নামাজের (ওযূর) সময় মিসওয়াক করিয়া লইতে (ওয়াজিব পর্যায়ের) নির্দেশ দিয়া দিতাম। (বুখারী মুসলিম)

অর্থাৎ উম্মতের কষ্টের কথা বিবেচনা করিয়া তিনি এই দুইটি কাজকে ওয়াজিব পর্যায়ে রাখিলেন না। কিন্তু সুন্নত অবশ্যই রহিয়া গিয়াছে।

নামাজের পূর্বে মিসওয়াক করিবার ফযীলত

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَفَضَّلَ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ يَسْتَاكُ لَهَا عَلٰى الصَّلٰوةِ الَّتِىْ لَايَسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ ضِعْفًا - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىْ)

আয়েশা (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলিয়াছেন, যে নামাজের পূর্বে মিসওয়াক করিয়া লওয়া হয় সেই নামাজ বিনা মিসওয়াকে আদায়কৃত নামাজের উপর সত্তর গুণ মর্যাদা রাখে। (বায়হাকী)

যে ব্যক্তি দুনিয়াকেই আপন লক্ষ্যবস্তু রূপে গ্রহণ করে, সে নানাবিধ পেরেশানীতে গ্রেফতার হয়। – আল হাদীস

নামাজ রোজার চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার

মাস	তারিখ	সাহ্‌রীর শেষ সময়	ফজর আরম্ভ	সূর্যোদয় ও ফজরের শেষ সময়	জোহরের সময় আরম্ভ	আসরের সময় আরম্ভ	মাগরিব ও ইফতারের সময়	এশার সময় আরম্ভ
জানুয়ারী	১	৫-১৪	৫-১৯	৬-৪১	১২-০৩	৩-৪৯	৫-৩০	৬-৪৬
	৫	৫-১৫	৫-২০	৬-৪২	১২-০৫	৩-৫২	৫-৩৩	৬-৪৯
	১০	৫-১৬	৫-২১	৬-৪৩	১২-০৭	৩-৫২	৫-৩৬	৬-৫২
	১৫	৫-১৮	৫-২৩	৬-৪৫	১২-০৯	৩-৫৭	৫-৩৮	৬-৫৪
	২০	৫-১৮	৫-২৩	৬-৪৪	১২-১১	৪-০৩	৫-৪৩	৬-৫৮
	২৫	৫-১৭	৫-২২	৬-৪৩	১২-১২	৪-০৬	৫-৪৬	৭-০১
ফেব্রুয়ারী	১	৫-১৭	৫-২২	৬-৪১	১২-১৪	৪-১১	৫-৫২	৭-০৫
	৫	৫-১৫	৫-২০	৬-৩৯	১২-১৪	৪-১৩	৫-৫৪	৭-০৭
	১০	৫-১২	৫-১৭	৬-৩৬	১২-১৪	৪-১৬	৫-৫৭	৭-১০
	১৫	৫-১০	৫-১৫	৬-৩৩	১২-১৪	৪-১৮	৬-০০	৭-১২
	২০	৫-০৮	৫-১৩	৬-৩০	১২-১৪	৪-২০	৬-০৩	৭-১৪
	২৫	৫-০৪	৫-০৯	৬-২৬	১২-১৩	৪-২৩	৬-০৫	৭-১৬
মার্চ	১	৪-৫৮	৫-০৩	৬-২০	১২-১২	৪-২৫	৬-০৭	৭-১৮
	৫	৪-৫৭	৫-০২	৬-১৯	১২-১১	৪-২৭	৬-১০	৭-২১
	১০	৪-৫৩	৪-৫৮	৬-১৫	১২-১১	৪-২৮	৬-১২	৭-২৩
	১৫	৪-৪৮	৪-৫৩	৬-০৯	১২-০৯	৪-২৮	৬-১৪	৭-২৪
	২০	৪-৪৩	৪-৪৮	৬-০৫	১২-০৮	৪-৩০	৬-১৬	৭-২৭
	২৫	৪-৩৮	৪-৪৩	৫-৫৬	১২-০৬	৪-৩০	৬-২০	৭-২৮
এপ্রিল	১	৪-৩০	৪-৩৫	৫-৫৩	১২-০৫	৪-৩১	৬-২১	৭-৩২
	৫	৪-২৬	৪-৩১	৫-৪৯	১২-০৩	৪-৩১	৬-২২	৭-৩৪
	১০	৪-২১	৪-২৬	৫-৪৫	১২-০২	৪-৩১	৬-২৪	৭-৩৭
	১৫	৪-১৫	৪-২০	৫-৪০	১২-০০	৪-৩১	৬-২৫	৭-৩৯
	২০	৪-১১	৪-১৬	৫-৩৬	১১-৫৯	৪-৩২	৬-২৭	৭-৪১
	২৫	৪-০৬	৪-১১	৫-২৯	১১-৫৭	৪-৩২	৬-২৯	৭-৪৪
মে	১	৪-০১	৪-০৬	৫-২৮	১১-৫৭	৪-৩২	৬-৩১	৭-৪৭
	৫	৩-৫৭	৪-০২	৫-২৫	১১-৫৭	৪-৩৩	৬-৩৪	৭-৫১
	১০	৩-৫২	৩-৫৭	৫-২১	১১-৫৬	৪-৩৩	৬-৩৬	৭-৫৪
	১৫	৩-৫০	৩-৫৫	৫-১৯	১১-৫৬	৪-৩৩	৬-৩৮	৭-৫৬
	২০	৩-৪৬	৩-৫১	৫-১৭	১১-৫৬	৪-৩৪	৬-৪০	৮-০০
	২৫	৩-৪৪	৩-৪৯	৫-১৬	১১-৫৭	৪-৩৫	৬-৪৩	৮-০৪

মাস	তারিখ	সাহ্‌রীর শেষ সময়	ফজর আরম্ভ	সূর্যোদয় ও ফজরের শেষ সময়	জোহরের সময় আরম্ভ	আসরের সময় আরম্ভ	মাগরিব ও ইফতারের সময়	এশার সময় আরম্ভ
জুন	১	৩-৪২	৩-৪৭	৫-১৪	১১-৫৭	৪-৩৭	৬-৪৫	৮-০৮
	৫	৩-৪০	৩-৪৫	৫-১৩	১১-৫৮	৪-৩৭	৬-৪৮	৮-১০
	১০	৩-৪০	৩-৪৫	৫-১৩	১১-৫৯	৪-৩৮	৬-৫০	৮-১২
	১৫	৩-৪১	৩-৪৬	৫-১৩	১২-০০	৪-৩৯	৬-৫২	৮-১৩
	২০	৩-৪১	৩-৪৬	৫-১৪	১২-০১	৪-৪০	৬-৫৩	৮-১৬
	২৫	৩-৪১	৩-৪৬	৫-১৫	১২-০২	৪-৪০	৬-৫৪	৮-১৭
জুলাই	১	৩-৪৩	৩-৪৮	৫-১৭	১২-০৪	৪-৪১	৬-৫৫	৮-১৭
	৫	৩-৪৫	৩-৫০	৫-১৯	১২-০৫	৪-৪৩	৬-৫৫	৮-১৭
	১০	৩-৪৭	৩-৫২	৫-২১	১২-০৫	৪-৪৫	৬-৫৪	৮-১৬
	১৫	৩-৫১	৩-৫৬	৫-২৩	১২-০৬	৪-৪৪	৬-৫৪	৮-১৫
	২০	৩-৫৩	৩-৫৮	৫-২৫	১২-০৬	৪-৪৪	৬-৫২	৮-১৩
	২৫	৩-৫৬	৪-০১	৫-২৭	১২-০৬	৪-৪৪	৬-৫০	৮-১০
আগস্ট	১	৪-০১	৪-০৬	৫-৩০	১২-০৬	৪-৪৩	৬-৪৭	৮-০৫
	৫	৪-০৩	৪-০৮	৫-৩২	১২-০৬	৪-৪২	৬-৪৫	৮-০৩
	১০	৪-০৬	৪-১১	৫-৩৪	১২-০৫	৪-৪১	৬-৪১	৭-৫৮
	১৫	৪-০৯	৪-১৪	৫-৩৫	১২-০৪	৪-৩৯	৬-৩৮	৭-৫৩
	২০	৪-১১	৪-১৬	৫-৩৭	১২-০৩	৪-৩৭	৬-৩৪	৭-৪৯
	২৫	৪-১৫	৪-২০	৫-৪০	১২-০২	৪-৩৪	৬-২৯	৭-৪৩
সেপ্টেম্বর	১	৪-১৮	৪-২৩	৫-৪২	১২-০০	৪-৩১	৬-২৩	৭-৩৬
	৫	৪-২২	৪-২৭	৫-৪৩	১১-৫৯	৪-২৯	৬-২০	৭-৩২
	১০	৪-২২	৪-২৭	৫-৪৫	১১-৫৭	৪-২৫	৬-১৪	৭-২৬
	১৫	৪-২৩	৪-২৮	৫-৪৬	১১-৫৫	৪-২১	৬-০৯	৭-২১
	২০	৪-২৬	৪-৩১	৫-৪৮	১১-৫৪	৪-১৮	৬-০৫	৭-১৬
	২৫	৪-২৭	৪-৩২	৫-৪৯	১১-৫২	৪-১৪	৬-০০	৭-১১
অক্টোবর	১	৪-৩০	৪-৩৫	৫-৫২	১১-৫০	৪-০৯	৫-৫৩	৭-০৪
	৫	৪-৩১	৪-৩৬	৫-৫৩	১১-৪৯	৪-০৪	৫-৫০	৭-০১
	১০	৪-৩৪	৪-৩৯	৫-৫৫	১১-৪৮	৪-০৪	৫-৪৬	৬-৫৬
	১৫	৪-৩৪	৪-৩৯	৫-৫৭	১১-৪৬	৩-৫৮	৫-৩৯	৬-৫১
	২০	৪-৩৬	৪-৪১	৫-৫৯	১১-৪৫	৩-৫৪	৫-৩৬	৬-৪৮
	২৫	৪-৩৮	৪-৪৩	৬-০১	১১-৪৪	৩-৫০	৫-৩২	৬-৪৪

মাস	তারিখ	সাহ্‌রীর শেষ সময়	ফজর আরম্ভ	সূর্যোদয় ও ফজরের শেষ সময়	জোহরের সময় আরম্ভ	আসরের সময় আরম্ভ	মাগরিব ও ইফতারের সময়	এশার সময় আরম্ভ
নভেম্বর	১	৪-৪২	৪-৪৭	৬-০৩	১১-৪৪	৩-৪৭	৫-৩০	৬-৪০
	৫	৪-৪৪	৪-৪৯	৬-০৮	১১-৪৪	৩-৪৫	৫-২৫	৬-৩৮
	১০	৪-৪৬	৪-৫১	৬-১০	১১-৪৪	৩-৪২	৫-২৩	৬-৩৬
	১৫	৪-৪৯	৪-৫৪	৬-১৪	১১-৪৫	৩-৪১	৫-২১	৬-৩৫
	২০	৪-৫২	৪-৫৭	৬-১৭	১১-৪৬	৩-৩৯	৫-২০	৬-৩৪
	২৫	৪-৫৪	৪-৪৯	৬-২০	১১-৪৭	৩-৩৮	৫-১৯	৬-৩৪
ডিসেম্বর	১	৪-৫৮	৫-০৩	৬-২৪	১১-৪৯	৩-৩৮	৫-১৯	৬-৩৪
	৫	৫-০৩	৫-০৮	৬-২৭	১১-৫১	৩-৩৮	৫-১৯	৬-৩৫
	১০	৫-০৩	৫-০৮	৬-৩০	১১-৫৩	৩-৩৯	৫-২১	৬-৩৭
	১৫	৫-০৬	৫-১১	৬-৩৩	১১-৫৫	৩-৪১	৫-২২	৬-৩৮
	২০	৫-০৮	৫-১৩	৬-৩৫	১১-৫৭	৩-৪৩	৫-২৪	৬-৪০
	২৫	৫-১১	৫-১৬	৬-৩৮	১২-০০	৩-৪৬	৫-২৭	৬-৪৩

স্থানভেদে সময়ের পার্থক্য

ঢাকার সময় হতে বাড়াতে হবে ঃ * পটুয়াখালী, মাদারীপুর, ঝালকাঠি ১মি. * বরগুনা, রাজবাড়ি, শেরপুর, মানিকগঞ্জ, পিরোজপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল ২মি. * ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট, সিরাজগঞ্জ, কুঁড়িগ্রাম ৩মি. * গাইবান্ধা, খুলনা, নড়াইল, লালমনিরহাট, মাগুরা ৪মি. * বগুড়া, পাবনা, রংপুর, ঝিনাইদহ, যশোর, কুষ্টিয়া ৫মি. * সাতক্ষীরা, জয়পুরহাট, নাটোর, নওগাঁ ৬মি. * চুয়াডাঙ্গা, নীলফামারী, রাজশাহী, দিনাজপুর ৭মি. * মেহেরপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও ৮মি. * চাঁপাইনবাবগঞ্জ ৯মি.

ঢাকার সময় হতে কমাতে হবে ঃ * ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ১মি. * ভোলা, চাঁদপুর, নরসিংদী, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর ২মি. * নোয়াখালী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩মি. * কুমিল্লা, সুনামগঞ্জ ৪মি. * হবিগঞ্জ, ফেনী ৫ মি. * মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম, সিলেট ৬মি. * কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি ৭মি. * রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ৮মি.

WRITER

Engineer Moinul Hossain

B.Sc. Engg. (Civil), FIEB.

Mobile Number: 01922-161780.